প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। বিশাল প্রতিভার বিশাল খেলায় আমরা হাসিয়াছি; বীরত্বের উচ্ছ্বাসে উত্তেজিত হইয়াছি; সমস্ত লীলার দিব্যভাবে মনে হয়, যেন শিশুরূপী ভগবান্ খেলা জাগিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া তাহা দেখিয়াছি!

কিন্তু এ সমস্তের মধ্যে মনের একটা উগ্র বা কঠোর গাম্ভীর্য ছিল না। দুঃখ আমাদের সকলেরই কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে, অতীতের অনেক শোকস্মৃতি আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দুঃখও ঊর্দ্ধে উঠিয়া এক হেমজ্যোতির মধ্যে মিশিয়া যাইত, সেখানে ইহা দীপ্তিতে মণ্ডিত হইত, কিন্তু ইহার দাহকত্ব থাকিত না।

সাধ্যায়ত্ত হইলে আমি অতি আহ্লাদপূর্ব্বক আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্তের বর্ণনা করিতাম। আজ এইগুলি লিপিবদ্ধ করিতে করিতে আমি বারামুল্লায় প্রস্ফুটিত আইরিস্ কুসুমগুলি দেখিতে পাইতেছি, দেখিতেছি ইসলামাবাদে পপ্‌লার তরুতলে সেই শিশু ধানগাছগুলি, দেখিতেছি নক্ষত্রালোকে হিমাচল অরণ্যানীর দৃশ্যাবলি, আর দেখিতেছি দিল্লী এবং তাজের রাজভোগ্য সৌন্দর্য্যরাশি। এই সকলের সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিতে স্বতঃই আগ্রহ হয়, কিন্তু সে লিপি একেবারে অপদার্থ হইবে, কারণ সে যে অসম্ভব! সুতরাং বাক্যে নহে, স্মৃতির আলোকেই তাহাদের অক্ষয় পুণ্যপ্রতিষ্ঠা; আর যে সকল কোমলহৃদয়, শান্তস্বভাব লোক ঐ নানা স্থানের অধিবাসী, যাহাদের জীবনে, যেন মনে হয়, আমাদের সহিত মিশিবার অধিকতর আনন্দের রেশ থাকিয়া যাইত, তাঁহারাও চিরকাল সেই সঙ্গে বিদ্যমান থাকিবে।

মনের কোন্ অবস্থায় নূতন নূতন ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি হয়,

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে।

বিদেশীর স্বর্ণাস্থল কিন্তু স্বদেশবাসীর পূজাপাত্র ভিক্ষুকের বেশে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি ; এবং মনে হয়, ভিক্ষালব্ধ জীবিকা, সামান্ত কুটীরে বাস এবং শস্যক্ষেত্রবাহী সাধারণ পথ—কেবল এই সমস্ত দৃশ্যপটের মধ্যেই এমন জীবনের প্রকৃত শোভা ফুটিয়া উঠে।

তাঁহার স্বদেশবাসিগণের মধ্যে পণ্ডিত এবং রাজনীতিবিদ্গণ তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন, মূর্খেরাও তাঁহাকে তেমনি ভাল-বাসিত। নৌকা হইতে তাঁহার ক্ষণিক অনুপস্থিতিতে নৌকার মাঝিরা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় নদীর দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং তিনি কোথাও অতিথি হইলে, তথাকার চাকর বাকরেরা তাঁহাকে সেবা করিবার জন্ত তাঁহার সহকারীদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। আর এই সকলের মধ্যে একটা খেলার ভাব সর্ব্বদাই আবরণের মত জড়িত থাকিত। "তাহারা যে ভগবানের সঙ্গে খেলা করিয়াছে !" এবং সে কথা তাহাদের মর্ম্মে স্বতঃই উদিত হইয়াছিল।

যাঁহারা এরূপ মুহূর্ত্তের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জীবন অধিকতর মূল্যবান্ এবং মধুময় বোধ হয়, এবং দীর্ঘ রজনীতে তালবৃক্ষমধ্যসঞ্চারী বায়ুও যেন তাহাদের কর্ণে "মহাদেব ! মহাদেব ! মহাদেব !" শব্দে ধ্বনিত হইয়া থাকে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরস্থ বাড়ীখানি।

স্থান—বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একখানি ছোট বাড়ী।

সময়—মার্চ্চ হইতে ১১ই মে পর্য্যন্ত।

গঙ্গাতীরস্থ বাড়ীখানির সম্বন্ধে স্বামিজী একজনকে বলিয়াছিলেন, "ধীরামাতার ক্ষুদ্র বাড়ীখানি তোমার স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে। কারণ, ইহার আগাগোড়া সবটাই ভালবাসা-মাখা।"

বাস্তবিকই তাই। ভিতরে, এক অবিচ্ছিন্ন মেলা-মেশার ভাব, এবং বাহিরে, প্রতি জিনিসটী সমান সুন্দর,—শ্যামল বিস্তৃত শস্যরাজি, উন্নত নারিকেল বৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামি রঙের গ্রামগুলি—সবই সুন্দর! অদূরে এক গাছের উপর যেন সদাশিবের আশীর্ব্বাদ আমাদের নিকট আনিয়া দিবার জন্যই একটী নীলকণ্ঠ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেটীও সুন্দর। সকাল বেলা ছায়া বাড়ীর পিছন দিকে পড়িত, কিন্তু বৈকালে আমরা সাম্‌নের দিকে বসিয়া, যেন সিংহগৌরবে গরীয়সী জননী জাহ্নবীর মানস পূজা করিতে এবং দক্ষিণেশ্বর দর্শন করিতে পাইতাম।

যাঁহাদের মনে অতীতের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে, এমন অনেকে মাঝে মাঝে আসিতেন, এবং আমরা স্বামিজীর অষ্টবর্ষব্যাপী ভ্রমণের কিছু কিছু বিবরণ শুনিতে পাইতাম; তাঁহার এক গ্রাম হইতে [illegible] আর পরিব্রাজকের কথা, তাঁহার নির্ব্বিকল্প সমাধির

কথা, এবং যাহা বাক্যের অতীত ও সাধারণ বুদ্ধির বহির্ভূত, যাহা কেবল প্রেমানুগত হৃদয়েরই অনুভবগম্য, পরার্থে স্বামিজীর সেই পবিত্র মর্ম্মবেদনার কথাও আমরা শ্রবণ করিতাম। আর স্বয়ং স্বামিজী তথায় আসিতেন এবং আসিয়া উমামহেশ্বরের ও রাধাকৃষ্ণের গল্প বলিতেন, এবং কত গান ও কবিতার আংশিক আবৃত্তি করিতেন।

কোন একটা পৌর্ব্বাপর্য্যের ভাব না রাখিয়া, পর পর অনেকগুলি সুস্পষ্ট অথচ আলাদা আলাদা অনুভূতির উদয় করাইয়া মানবচিত্তকে যে উচ্চতর অবস্থায় পরিণত করিবার প্রথম উপকরণ দেওয়া হয়, তাহা তিনি জানিতেন বলিয়া মনে হয়; কারণ ঐ ভাবে প্রথম উপকরণগুলি দিতে পারিলেই, শিক্ষার্থীর মন আপনা হইতেই উহাদিগকে যথা-সম্বন্ধ সাজাইবার প্রয়াসে প্ররোচিত হয়। তিনি ইহা জানিয়া থাকুন বা নাই থাকুন, অন্ততঃ এই শিক্ষাবিজ্ঞান-নীতি অনুসারেই তিনি অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিতেন। বেশীর ভাগ, তিনি আজ একটা, কাল একটা—এইরূপ করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মগুলিই আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন,—তাঁহার যখন যেমন খেয়াল হইত, যেন তদনুসারেই কোন একটাকে বাছিয়া লইতেন। কিন্তু কেবল যে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনার উপরই ঝুঁকিত তাহা নহে। কখনও ইতিহাস, কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতিবিভাগ ও লোকাচারের বহুবিধ উদ্ভট পরিণতি ও অসঙ্গতি—এ সকলেরও আলোচনা হইত। বাস্তবিক, তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দের মনে হইত, যেন ভারতমাতা স্বয়ং শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-বক্তা হইয়া তাঁহার শ্রীমুখাবলম্বনে উচ্চারিত হইতেছেন।

আর একটী বিষয়ে মনস্তত্ত্বের আর একটী গভীরতর ভিত্তি

ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। সেটী এই যে, যাহা আমাদের নিকট আপাতদৃষ্টিতে কঠিন বা অরুচিকর বোধ হয়, তাহাতে কদাপি রূঢ়তার আরোপ করিতে চেষ্টা না করা। ভারতসংক্রান্ত বিষয়ে, তিনি বরং যাহা কিছু পাশ্চাত্য মনের পক্ষে উপভোগ করা অসম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারম্ভেই খুব করিয়া বাড়াইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে, হয়ত তিনি হরগৌরীমিলনাত্মক এক কবিতা আবৃত্তি করিতেন—

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ,
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ১

ঝঙ্কারমালাপরিশোভিতায়ৈ,
কপালামালাপরিশোভিতায়,
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ২

চলৎক্কণৎকঙ্কণনূপুরায়ৈ,
বিভ্রাট্‌ফণাভাস্বরনূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৩

বিলোলনীলোৎপললোচনায়ৈ,
প্রফুল্লপঙ্কেরুহলোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ বিষমেক্ষণায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৪

প্রপন্নভক্তে সুখদাশ্রয়ায়ৈ,
ত্রৈলোক্যসংহারক-তাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৫

চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ,
কর্পূরগৌরার্দ্ধশরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৬

অম্ভোধরশ্যামলকুন্তলায়ৈ,
বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৭

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ,
সদা শিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ ৮

এবং তাঁহার জলন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হওয়ায় আমরা এই সকলের মর্ম্মে প্রবেশ করিতে এবং এমন কি সেই প্রথমাবস্থাতেও অল্পস্বল্প অর্থবোধ করিতে সমর্থ হইতাম।

কথোপকথনের বিষয় যাহাই হউক না কেন, উহা সর্ব্বদাই পরিণামে অনন্তের কথায় পর্য্যবসিত হইত। বাস্তবিক, আমার মনে হয়, আচার্য্যদেবের অদ্বৈতবাদে সম্যক্ ব্যুৎপত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাঁহার জগৎকে এইরূপে ব্যাখ্যা করায়। সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞান, যে কোন তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটা যে সেই চরম অনুভূতিরই যেন একটা দৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিতেন। তাঁহার চক্ষে কোন জিনিসই ধর্ম্মের এলাকার বহির্ভূত ছিল না। সর্ব্ববিধ বন্ধনকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং যাহারা "শৃঙ্খলকে পুষ্পের আবরণে লুকাইতে চাহে" তাহাদিগকে তিনি ভয়ানক লোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কিন্তু ইহার এবং উচ্চদরের রসশিল্পের মধ্যে প্রকৃত সমালোচক যে ব্যবধান দেখেন, তাহা কখনও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। একদিন আমরা কতিপয় ইউরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। স্বামিজী সেদিন পারসিক কাব্যের দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তৎপরে—

"প্রিয়তমার মুখের একটী তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিতে রাজি!"—

এই পদটী আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি হঠাৎ সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, যে লোক একটা প্রেমগীতের মাধুর্য্য বুঝিতে পারে নাই, তাহার জন্য আমি এক কাণা কড়িও দিতে

ক্য।" তাঁহার কথাবার্ত্তাও সরস উক্তিসমূহে পূর্ণ থাকিত। সেই দিন অপরাহ্ণে, এক দীর্ঘ রাজনৈতিক বিচার করিতে করিতে তিনি বলিলেন,—"দেখা যাইতেছে যে, একটা জাতিগঠনের পক্ষে সাধারণ প্রীতির ন্যায় একটা সাধারণ বিরাগেরও আবশ্যকতা আছে।"

কয়েকমাস পরে তিনি বলিয়াছিলেন, "যাঁহার জগতে কোন বিশেষ কার্য্য করিবার আছে, তাঁহার কাছে আমি কখনও উমা এবং মহেশ্বর ভিন্ন অন্য দেবদেবীর কথা কহি না। কারণ, মহেশ্বর এবং জগন্মাতা হইতেই কর্ম্মবীরগণের উদ্ভব।" তথাপি, ভক্তিই যে এই সময়ের প্রত্যেক আলোচনার লক্ষীভূত ছিল, তাহা তিনি তখন জানিতে পারিতেন কিনা, এ কৌতূহল কখনও কখনও আমার মনে উদয় হইয়াছে। ভাবের উচ্ছ্বাসে যাঁহাদের মানসিক শক্তিহ্রাসের সম্ভাবনা আছে, তাঁহাদের জন্য এ সম্বন্ধে তাঁহার আশঙ্কা থাকিলেও তিনি ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে আত্মহারা হওয়া যে কি জিনিস, তাহার আভাস না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি আমাদের কাছে—

"প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী,
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী করে মোহন বাঁশরী,
বাঁশী বল্‌চে রে সদাই প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই!
ডাক্‌চে বাঁশী আয় পিপাসী জয় রাধে নাম গান ক'রে।"*

এই সব কবিতা সুর-সংযোগে গাহিতেন।

---

* শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'নিমাই-সন্ন্যাস'।

অথবা তিনি তাঁহার বন্ধুরচিত * গোপগোপীগণের উত্তর-প্রত্যুত্তর-সূচক ভাবগম্ভীর গীতটী গাহিয়া শুনাইতেন—

"পরমাত্মন পীতবসন নবঘনশ্যামকায়।
কালা ব্রজের রাখাল ধরে রাধার পায়।
বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমো নমো পদপঙ্কজে,
মরি মরি মরি বাঁকা নয়ন গোপীর মনমজে।
পাণ্ডবসখা সারথি রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে।
যজ্ঞেশ্বর বীতভয় হর যাদবরায়,
প্রেমে রাধা ব'লে নয়ন ভেসে যায়।"

এইরূপ একটী দিন (৯ই মে) কখনই ভুলিবার নহে। তরুতলে বসিয়া আমরা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম, এমন সময় সহসা ঝড় আসিল। আমরা নদীর তীরে পোস্তায় ও পরে বারান্দায় উঠিয়া গেলাম। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা চলিত না। দশ মিনিটের মধ্যে গঙ্গার অপর পার আর দেখা গেল না। চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আমরা শুধু মুষলধারে বৃষ্টি ও বজ্রপতন-শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম, আর থাকিয়া থাকিয়া ঘোর বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল।

তথাপি বাহ্য প্রকৃতির এই সকল আলোড়নের মধ্যে আমাদের ছোট বারান্দাটীতে বসিয়া বসিয়া আমরা এর চেয়ে ঢের বেশী গম্ভীর এক নাটক তন্ময়ভাবে দেখিতেছিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী মূর্ত্তি পাদচারণা করিতে-ছিল; একটীমাত্র কণ্ঠে সকল অভিনেতৃগণের ভূমিকা পরিগৃহীত

* পরলোকগত নাট্যাচার্য্য শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

হইয়াছিল; এবং জীবের ভগবৎপ্রেমই আমাদের সমক্ষে অভিনীত নাটকস্বরূপ ছিল। অবশেষে সেই ভাব সংক্রামিত হওয়ায় আমাদের সেই সময়ের জন্ত এরূপ উর্জ্জিত প্রেমের উদ্দীপন হইল যে, বেগবতী স্রোতস্বতী তাহা নির্ব্বাপিত করিতে এবং প্রবল ঝঞ্ঝা তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারিত না। "একরাশি জলে কি কখনও প্রেমের নির্ব্বাণ হয়, না বন্যায় তাহাকে গ্রাস করিতে পারে?" ফলে এই জড়ে প্রাণসঞ্চারক নরদেব আমাদের নিকট বিদায় লইবার পূর্ব্বে আমরা সকলে তাঁহার চরণে প্রণত হইলাম, এবং তিনিও আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

১৭ই মার্চ্চ।—একদিন, আমাদের কুটীরবাসের প্রারম্ভে, স্বামিজী ধীরামাতা এবং জয়ানাম্নী রমণীকে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর নিকট লইয়া গেলেন; তিনি স্বামিজীর নিমন্ত্রণে তাঁহার পল্লীগ্রামের বাটী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা কয়েক ঘণ্টার জন্ত একজন অভ্যাগত মহিলাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। সেই দিনটী ইঁহার নিকট জীবনের এক মহামহোৎসবের দিন বলিয়া স্মৃতিপথে আরূঢ় রহিয়াছে। ভাগীরথীর মধুর প্রভাব, আচার্য্যদেবের সহিত দীর্ঘ কথোপকথন, আচার-নিষ্ঠগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা একজন হিন্দুনারীকে মিষ্টবচন দ্বারা তাঁহার শিষ্যস্থানীয়া বিদেশীয়াগণের সহিত একত্র ভোজন করিতে সম্মতা করিয়া সেদিন প্রাতঃকালে জয়া যে মহৎকার্য্য করিয়াছিল; এবং যে সকল মধুর পবিত্র বন্ধনের সেইদিন সূত্রপাত হইয়াছিল— এই সকলের কোনটাই উক্তা অভ্যাগতার স্মৃতিপট হইতে মুছিবার নহে।

২৫শে মার্চ্চ।—এক সপ্তাহ পরে সেই অভ্যাগতা পুনরায় তথায় গমন করিলেন, এবং বুধবার অপরাহ্নে গিয়া শনিবার সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে, প্রাতে কুটীরে আসিয়া সকালের কয়েক ঘণ্টা তথায় অতিবাহিত করা, আবার বৈকালে পুনরায় তথায় আগমন করা—ইহাই স্বামিজীর নিয়ম ছিল। কিন্তু এইরূপ সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন, সকালে—শুক্রবার, ঈশাহিগণের জাগনোৎ-সবের * দিন—তিনি ফিরিবার সময় আমাদের তিনজনকে সঙ্গে করিয়া মঠে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে ঠাকুরঘরে একটী অল্পক্ষণ-ব্যাপী অনুষ্ঠানান্তে একজন ব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত হইলেন। সেই প্রাতঃকালটী জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দময়! পূজান্তে আমরা উপরের তলায় নীত হইলাম। স্বামিজী শিবযোগীর ন্যায় জটা, বিভূতি ও হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করিয়া একঘণ্টা কাল ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সংযোগে ভারতীয় গীত গাহিলেন।

তার পর সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবক্ষে আমাদের নৌকায় বসিয়া তিনি আমাদের নিকট অকপটভাবে তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহৎকার্য্য সম্বন্ধে নানা সন্দেহ এবং ভাবনা-বিষয়ক অনেক কথা বলিলেন।

আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন, এবং প্লেগসংক্রান্ত ঘোষণা শ্রবণে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের দিন পর্য্যন্ত আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।

৩রা মে।—তারপর আমাদের মধ্যে [illegible]

---

* The day of Annunciation [illegible] মেরীকে, 'তাঁহার গর্ভে ভগবান্ জন্ম লইবেন' এই কথা জ্ঞাপন করেন।

[illegible] গৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তখন রাজ-নৈতিক গগন [illegible] ছিল। একটা ঝড় বহনোন্মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই সময় প্রতি রজনীতে চন্দ্র আরক্ত কুয়াসায় পরিবৃত দৃষ্ট হইত। লোকের ধারণা—ইহা প্রজাগণের মধ্যে অশান্তির সূচক—এবং ইতিপূর্ব্বেই প্লেগ, আতঙ্ক এবং দাঙ্গা নিজ নিজ ভীষণ স্বরূপ দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আচার্য্যদেব আমাদের দুইজনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"মা কালীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঐ দেখ, আজ মা প্রজাগণের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাহারা ভয়ে কূলকিনারা পাইতেছে না, এবং মৃত্যু বিতরণ করিতে সৈনিকবৃন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে যে, ভগবান্ শুভের ন্যায় অশুভ-রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন না। কিন্তু কেবল হিন্দুই তাঁহাকে অশুভরূপেও পূজা করিতে সাহসী হয়।"

তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন এবং যতদূর সম্ভব, পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় দিন কাটিতে লাগিল; যতদূর সম্ভব, কেন না,—মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্য ব্যবস্থাও চলিতেছিল। যুদ্ধের এই আশঙ্কা চক্রবাল আঁধার করিয়া রাখিয়াছিল, [illegible] কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। [illegible] গেল, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সেই [illegible] হইল। আমাদের যাত্রা করিবার [illegible]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নৈনীতাল ও আলমোড়ায়।

উপস্থিত :—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দ এবং শিষ্যমণ্ডলী। কতিপয় পাশ্চাত্য অভ্যাগত এবং শিষ্য—ধীরা মাতা, জয়া এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান :—হিমালয়।

সময় :—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই হইতে ২৫শে মে পর্য্যন্ত।

আমরা একটী বড় দল, অথবা প্রকৃতপক্ষে দুইটী দল, বুধবার সন্ধ্যাকালে হাবড়া ষ্টেসন হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার প্রাতে হিমালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। কয়েক শত গজ দূরে পর্ব্বতরাজ যেন হঠাৎ সমভূমি হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

তিনটী ঘটনা নৈনীতালকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল—খেতড়ী-রাজকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া আচার্য্যদেবের আহ্লাদ, দুইজন বাইজীর আমাদিগের নিকট সন্ধান জানিয়া লইয়া স্বামিজীর নিকট গমন, এবং অন্যের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামিজীর তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করা, আর, একজন মুসলমান ভদ্রলোকের এই উক্তি :—"স্বামিজী, যদি ভবিষ্যতে কেহ আপনাকে অবতার বলিয়া দাবী করেন, স্মরণ রাখিবেন যে আমি মুসলমান হইয়াও তাহাদের সকলের অগ্রণী।"

আর একস্থানে, এই নৈনীতালেই স্বামিজী রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন, তাহাতে তিনি তিনটী ব্যাপারকে এই আচার্য্যের শিক্ষার মূলসূত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—তাঁহার বেদান্ত গ্রহণ, তাঁহার স্বদেশপ্রেম প্রচার, এবং হিন্দুমুসলমানকে সমভাবে ভালবাসা। এই সকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও দূরদর্শিতায় যে কার্য্যপ্রণালীর সূচনা করিয়াছিল, তিনি নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবি করিতেন।

নর্ত্তকীদ্বয়-সংক্রান্ত ঘটনাটী আমাদের নৈনী-সরোবরের শিরো-ভাগে অবস্থিত মন্দিরদ্বয়দর্শন উপলক্ষে ঘটিয়াছিল। এই দুইটী মন্দির স্মরণাতীত কাল হইতে তীর্থরূপে ক্ষুদ্র রম্য "নৈনীতালে"র পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া আসিয়াছে। এই স্থানে আমরা দুইজন বাইজীকে পূজায় রত দেখিলাম। পূজান্তে তাহারা আমাদের নিকট আসিল, এবং আমরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাষায় তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। আমরা তাহাদিগকে নৈনীতাল সহরের কোন সম্ভ্রান্ত বংশের রমণী বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম, এবং স্বামিজী তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকার করায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর মনোমধ্যে যে এক খটকা বাধিয়া গিয়াছিল তাহা তখন লক্ষ্য না করিলেও পরে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, খেতড়ীর বাইজীর যে গল্প তিনি বারম্বার করিতেন তাহা অনেকবার সম্ভবতঃ এই নৈনীতালের বাইজীদের প্রসঙ্গেই বলিয়া-ছিলেন। সেই খেতড়ীর বাইজীকে দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া [illegible] হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে অনেক অনুরোধে তথায় [illegible]। [illegible] রমণী গাহিল—

"প্রভু মেরা অবগুণ চিত্ত ন ধরো,
সমদর্শী হৈ নাম তুম্হারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নহী কোর,
ছুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভয়ো।
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গানাম পরো॥
এক মায়া এক ব্রহ্ম কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥"

এবং তারপর, আচার্য্যদেব নিজমুখে বলিয়াছেন, যেন তাঁহার চক্ষের সম্মুখ হইতে একটী পর্দ্দা উঠিয়া গেল, এবং সবই এক বই দুই নহে এই উপলব্ধি করিয়া তিনি অতঃপর প্রায় কাহাকেও মন্দ দেখিতেন না। [এই মন্দিরদর্শন সংক্রান্ত ঘটনাটী পরে 'জয়া' অপর একজনের নিকট শ্রবণ করেন; বক্তা যখন সমবেত শ্রোতৃবর্গকে অত্যধিক হৃদয়স্পর্শিনী ভাষায় উপদেশ দিতেছিলেন—সে ভাষা যেমন [illegible] কোমলতাপূর্ণ ছিল; উহাতে সকলের প্রতি সমদৃষ্টির ভাব বিদ্যমান ছিল এবং তিরস্কারের চিহ্নমাত্র ছিল না।]

যখন আমরা নৈনীতাল হইতে আলমোড়া যাত্রা করিলাম, [illegible] বেলা পড়িয়া আসিতেছে, এবং [illegible] অতিবাহন করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল। আমরা [illegible] চলিতে [illegible] রাস্তা কোথাও খুব নীচু (তথা[illegible]) তারপরই আবার উঁচু; কোথা[illegible]

গিয়াছে। [illegible] সর্ব্বদাই বিশাল—দ্রুমরাজিচ্ছায়াবহুল। ভল্লুক ব্যাঘ্রাদি দূরে থাকিবে, [illegible] পথে আমাদের আগে আগে মশাল এবং লণ্ঠন ধরিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যা বেলা ছিল, আমরা গোলাপবন, [illegible] পাশে সরু সরু পাতাওয়ালা একজাতীয় ফার্ন্ এবং বৃক্ষ ডালিমের ঝোপে লাল লাল কুঁড়িগুলি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছিলাম, কিন্তু নিশাগমে ইহাদের এবং হনিসাকলের গন্ধমাত্র আমাদের অবশিষ্ট রহিল, এবং নৈশ নিস্তব্ধতা, ক্ষীণ নক্ষত্রালোক এবং পর্ব্বতমালার ভাবগাম্ভীর্য্য ব্যতীত অপর কিছুই উপলব্ধি করিতে না পারিলেও আমরা সানন্দে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া অবশেষে পাদপান্তরালে পর্ব্বতগাত্রে অপরূপভাবে স্থাপিত একটী ডাকবাঙ্গালায় পৌঁছিলাম। স্বামিজী কিয়ৎক্ষণ পরে দলবলসহ তথায় পৌঁছিলেন। তাঁহার বদন আনন্দোৎফুল্ল, স্বীয় অতিথিগণের স্বাচ্ছন্দ্যবিধায়ক প্রত্যেক খুঁটিনাটির দিকে তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি, আর সর্ব্বোপরি, বাহিরের অপার্থিব "নৈশ দৃশ্য"-গুলির কবিত্বে ভরপূর—নিজ নিজ অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবিষ্ট কুলিসংঘ, অশ্বগণের হ্রেষারব, অদূরস্থ ধর্ম্মশালা, [illegible] সন্ সন্ শব্দ, এবং অরণ্যানীর গভীরভাবোদ্দীপক তমিস্রা।

প্রাতরাশের সময় আমাদের গৃহে আসিয়া কয়েক ঘণ্টা বাক্যালাপে কাটাইয়া দেওয়া স্বামিজীর পুরাতন অভ্যাস ছিল। আমাদের আলমোড়া পৌঁছিবার দিন হইতেই স্বামিজী এই অভ্যাস পুনরায় সুরু করিলেন। তখন (এবং সকল সময়েই) তিনি অতি অল্প ঘুমাইতেন এবং অনেক স্থলে, তিনি যে এক রাত্রে আমাদের নিকট আসিতেন, তাহা অনেক সময় আবার পরক্ষণে তাঁহার সন্ন্যাসিগণের সহিত এক [illegible] মুখে।) কখনও কখনও কিন্তু

কালেভদ্রে, আমরা বৈকালেও তাঁহার দেখা পাইতাম, হয় তিনিই বেড়াইতে বাহির হইতেন, নয় ত আমরা নিজেরাই, তিনি যেখানে দলবলসহ অবস্থান করিতেছিলেন সেই কাপ্তেন সেভিয়ারের গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতাম, এবং একদিন অপরাহ্নে তিনি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।

আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন কথোপকথনগুলিতে একটী নূতন এবং অননুভূতপূর্ব্ব ব্যাপার আসিয়া জুটিয়াছিল। উহার স্মৃতি কষ্টকর হইলেও শিক্ষাপ্রদ। একপক্ষে যেমন এক নূতনতর রকমের আশাভঙ্গ ও অবিশ্বাসের ভাব, অপরপক্ষেও তেমনি বিরক্তি ও বলপরীক্ষার ভাব যেন দেখা দিয়াছিল। পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, স্বামিজীর তদানীন্তন শিষ্যগণের মধ্যে কনিষ্ঠ ছিলেন একজন ইংরাজরমণী, এবং চিন্তাপ্রণালী হিসাবে এই ব্যাপারের গুরুত্ব কতদূর—কত প্রবল পক্ষপাতিত্ব লইয়া ইংরাজগণ ভারতকে বুঝিতে চাহেন, এবং তাঁহারা নিজ জাতি, নিজেদের কীর্ত্তিকলাপ, এবং ইতিহাসকে কিরূপ অন্ধ গৌরবের চক্ষে দেখেন— এ বিষয়ে উক্ত শিষ্যাকে মঠে দীক্ষিত করিবার পরদিবস পর্য্যন্ত স্বামিজীর কোনই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সেই দিন স্বামিজী উল্লাসের সহিত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তুমি এখন কোন্ জাতিভুক্তা? উত্তর শুনিয়া স্বামিজী বিস্মিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরাজের জাতীয় পতাকাকে কি প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন যে, একজন ভারতীয় রমণীর তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতি যে ভাব ইহাদের এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব। স্বামিজীর আন্তরিক বিস্ময় এবং আশাভঙ্গ বাহিরে প্রকাশ পাইল না, [illegible]

শিষ্যার নিরপেক্ষ মত জানিবার চেষ্টা করিয়া তারপর আবার বিফল-মনোরথ হইয়া স্বামিজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "বাস্তবিকই, তোমার যেরূপ স্বজাতিপ্রেম, উহা ত পাপ! অধিকাংশ লোকই যে স্বার্থের প্ররোচনায় কার্য্য করিয়া থাকে,—আমি চাই তুমি এইটুকু বুঝ, কিন্তু তুমি ক্রমাগত ইহাকে উল্টাইয়া দিয়া বলিয়া থাক যে একটা জাতিবিশেষের সকলেই দেবতা। অজ্ঞতাকে এরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা ত দুষ্টামি!" আর একটি বিষয় অর্থাৎ স্ত্রীজাতির প্রতি পাশ্চাত্যগণের আধুনিক ধারণা সম্বন্ধে এই শিষ্যা মহা একগুঁয়েমির পরিচয় দিয়াছিলেন। মনের যে উদার এবং নিঃস্বার্থ অবস্থায় লোক সত্যকে আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে তাহার তুলনায়, এই উভয় স্থলে নিজ সীমাবদ্ধ সহানুভূতির প্রকাশ এখন এই শিষ্যার নিকট খুব তুচ্ছ ও হীনবুদ্ধিপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সে সময়ে যেন ঐ সংকীর্ণতা বাস্তবিকই গন্তব্যপথের এক মহাবিঘ্ন-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং তাঁহার সমক্ষে যে আদর্শ মানবত্বের অভিনয় হইতেছিল তাহাতে কোন কিছুর আড়াল পড়িতে দেওয়া যে নির্ব্বুদ্ধিতা তাহা হৃদয়ঙ্গম না করা পর্য্যন্ত ঐ বিঘ্ন অপসারিত হয় নাই। একবার এইটী বুঝিবার পর, যে সকল বিষয় তিনি মানিয়া লইতে বা বুঝিতে অক্ষম হইতেন সেগুলির প্রতি তিনি সহজেই নিরপেক্ষ থাকিতে, এবং তত্ত্বসম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কালসাপেক্ষ—এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। প্রতি ক্ষেত্রেই কোন না কোন পূর্ব্বসংস্কার ও আদর্শ তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাঁহার গতিকে ব্যাহত করিত না। আর চিরকাল এইরূপই [illegible]

... দেবের পূজার্হ ভাবগুলিই পরবর্ত্তী যুগের চরণ-শৃঙ্খল গড়িয়া ...

সুতরাং আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন চর্চ্চাগুলি আমাদের ধর্ম্মিক, সাহিত্যিক ও ললিতকলা-বিষয়ক বদ্ধমূল পূর্ব্ব সংস্কার-... র সহিত সঙ্ঘর্ষের আকার ধারণ করিত, অথবা তাহাতে ... তীয় এবং ইউরোপীয় ইতিহাস ও উচ্চ উচ্চ ভাবের দীর্ঘ তুলনা ...ত, এবং অনেক সময় অতি মূল্যবান্ প্রাসঙ্গিক মন্তব্যও শুনিতে পাইতাম। স্বামিজীর একটী বিশেষত্ব এই ছিল যে, কোন দেশবিশেষ বা সমাজবিশেষের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি উহার দোষগুলিকে প্রকাশ্যে এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন কিন্তু তথা হইতে চলিয়া আসিবার পর যেন সেখানকার গুণ ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার মনে নাই এইরূপই বোধ হইত। তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার শিষ্যগণকে পরীক্ষা করিতেন, এবং উল্লিখিত চর্চ্চাগুলিতে যে রীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ একজনের—যিনি স্ত্রীলোক আবার ইউরোপ-বাসিনী ছিলেন তাঁহার—সাহস এবং অকপটতা পরীক্ষা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যই ঐ রীতির বিশেষত্ব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আলমোড়ায় প্রাতঃকালীন কথোপকথন।

স্থান—আলমোড়া।

সময়—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে এবং জুন মাস।

প্রথম দিন সকালের চর্চ্চার বিষয় ছিল—সভ্যতার মূল আদর্শ—প্রতীচ্যে সত্য, প্রাচ্যে ব্রহ্মচর্য্য। হিন্দু-বিবাহরীতিগুলিকে তিনি এই বলিয়া সমর্থন করিলেন যে, তাহারা এই আদর্শের অনুসরণে জন্মিয়াছে, এবং সর্ব্ববিধ সংহতিগঠনেই স্ত্রীলোকের রক্ষাবিধানের প্রয়োজন আছে। সমস্ত বিষয়টীর অদ্বৈতবাদের সহিত কি সম্বন্ধ, তাহাও তিনি বিশ্লেষণপূর্ব্বক দেখাইলেন।

আর একদিন সকালে তিনি এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন যে, যেমন জগতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিটী মুখ্য জাতি আছে, তেমনি চারিটী মুখ্য জাতীয় কার্য্যও আছে—ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কার্য্য অর্থাৎ পৌরোহিত্য, যাহা হিন্দুরা নিষ্পন্ন করিতেছে; 'মরিক কার্য্য, যাহা রোমক সাম্রাজ্যের হস্তে ছিল; বাণিজ্যবিষয়ক 'া যাহা আজকালকার ইংলণ্ড করিতেছে; এবং প্রজাতন্ত্রমূলক যাহা আমেরিকা ভবিষ্যতে সম্পন্ন করিবে। এই স্থলে তিনি, আমেরিকা অতঃপর শূদ্রজাতির স্বাধীনতা এবং একযোগে 'রূপ সমস্যাগুলি পূরণ করিবে, এতদ্বিষয়ে কল্পনাসহায়ে 'ক উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যিনি

[illegible]মেরিকাবাসী ছিলেন না এরূপ একজন শ্রোতার দিকে ফিরিয়া, [illegible] জাতি কিরূপ বদান্যতার সহিত তত্রত্য আদিম অধিবাসিগণের সহিত বন্দোবস্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বর্ণনা করিলেন।

হয়ত বা তিনি উল্লাসপূর্ব্বক ভারতবর্ষের অথবা মোগলবংশের ইতিহাসের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামিজী শতমুখে বর্ণনা করিতেন। এই সারা গ্রীষ্ম ঋতুটীতে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে সহসা দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে, "একটী ক্ষীণালোক স্থান, তৎপরে আর একটী ক্ষীণালোক স্থান, আবার সেখানে একটী সমাধি!" এই বলিয়া বর্ণনা করেন। আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, তিনিই মোগল-কুলের ভূষণস্বরূপ ছিলেন! অমন সৌন্দর্য্যানুরাগ ও সৌন্দর্য্যবোধ ইতিহাসে আর দেখা যায় না। আবার নিজে একজন কলাকুশল লোক ছিলেন! আমি তাঁহার স্বহস্তচিত্রিত একখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি, সেখানি ভারতবর্ষের কলাসম্পদের অঙ্গবিশেষ। কি প্রতিভা!" এতদপেক্ষাও তিনি আকবরের প্রসঙ্গ করিতে আগ্রার নিকটে সেকেন্দ্রায় সেই গম্বুজ দ্বারা অনাচ্ছাদিত [illegible] সমাধির পার্শ্বে বসিয়া আকবরের কথা বলিতে স্বামিজীর কণ্ঠ যেন অশ্রুগদ্গদ হইয়া আসিত, এবং তাঁহার [illegible] লোকের আহারও ঘুরিতে বাকি থাকিত না।

[illegible] সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] ভাবও আচার্য্যদেবের [illegible] একদিন তিনি চীন দেশকে জগতের

বর্ণনা করিলেন ; এবং বলিলেন যে, তত্রত্য মন্দিরগুলির দ্বারদেশের উপরিভাগে প্রাচীন বাঙ্গালালিপি খোদিত দেখিয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইয়াছিল। তাঁহার জনৈক শ্রোতা অসত্যপরায়ণতা উক্ত জাতির একটী সর্ব্বজন-পরিচিত দোষ, বলিয়া অভিযোগ করেন ;—প্রাচ্য জাতিগণসম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের কিরূপ ভাসা ভাসা জ্ঞান, এই উক্তি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনাগণ যুক্তরাজ্যে—সেখানে তাহারা ব্যবসায়পটু লোক বলিয়া পরিচিত—তাহাদের অদ্ভুত বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সাধুতার জন্য বিখ্যাত, এমন কি, তাহাদের সাধুতা, পাশ্চাত্যগণ উক্ত শব্দ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝিয়া থাকেন, তদপেক্ষা অনেক অধিক। সুতরাং এই অভিযোগটী অযথা বর্ণনের লজ্জাকর উদাহরণস্থল হইলেও এরূপ অযথাবর্ণন ত সচরাচর যথেষ্ট পরিমাণেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু স্বামিজী কোন-মতেই ইহার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত সহ্য করিলেন না। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অসত্যপরায়ণতা ! সামাজিক কঠোরতা ! এগুলি অত্যন্ত আপেক্ষিক শব্দ ব্যতীত আর কি ? বিশেষতঃ অসত্যপরায়ণতার কথা ধরিতে গেলে, যদি মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে বাণিজ্য বা সমাজ বা অন্য সর্ব্ববিধ স[illegible]ত একটী দিনও টিঁকিতে পারিত কি ? শিষ্টাচারের খাতিরে [illegible]পরায়ণ হইতে হয়, বলিতেছ ? তাহা হইলে, পাশ্চাত্যগণের [illegible] যে ধারণা তাহার সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় ? ইংরাজ [illegible] সময়েই যথাকথিত স্থানে, সুখবোধ এবং যথাকথিত স্থানে [illegible]য়া থাকে ? তবুও মাত্রাগত তারতম্য আছে, বলিতেছ ? [illegible] শুধু মাত্রাগত।"

অথবা তিনি কথাপ্রসঙ্গে সুদূর ইটালি দেশ পর্য্যন্ত গমন করিতেন। ইটালি তাঁহার নিকট "ইউরোপের সকল দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, ধর্ম্ম ও শিল্পের, একাধারে সাম্রাজ্যসংহতি ও ম্যাট্‌সিনির জন্মভূমি, এবং উচ্চভাব, সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রসূতি!"

একদিন, শিবাজী ও মহারাষ্ট্র জাতিসম্বন্ধে, এবং কিরূপে শিবাজী সাধুবেশে বর্ষব্যাপী ভ্রমণের ফলে রায়গড় গৃহস্বরূপে লাভ করেন, তৎসম্বন্ধে কথা হইল। "এবং আজ পর্য্যন্ত," স্বামিজী বলিলেন, "ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ সন্ন্যাসীকে ভয় করেন, পাছে তাহার গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুক্কায়িত থাকে।"

অনেক সময়, 'আর্য্যগণ কাহারা এবং তাঁহাদের লক্ষণ কি?' এই প্রশ্ন তাঁহার পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। তাঁহাদের উৎপত্তি-নির্ণয় এক জটিল সমস্যা, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপে সুইজারলণ্ডে থাকিয়াও জাতিদ্বয়ের আকৃতিগত সাম্যপ্রযুক্ত যেন চীনদেশে রহিয়াছেন—এইরূপ বোধ করিয়াছিলেন, তাহার গল্প আমাদের নিকট করিতেন। নরওয়ের কতক অংশের সম্বন্ধেও এটী সত্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তার পর, দেশভেদে আকৃতিভেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এবং সেই হুঙ্গারীদেশীয় পণ্ডিতের মর্ম্মস্পর্শী গল্প (যিনি "তিব্বতই হুনদিগের জন্মভূমি" এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং দার্জ্জিলিংএ যাঁহার সমাধি আছে)—এইরূপ নানা কথা শুনিতে পাইতাম।

এই প্রকারের প্রশ্নে শুধু স্বামিজী কেন, যাঁহাদিগকে ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাঁহারাও সকলে কিরূপ মুগ্ধ হইতেন, আমরা এই সমগ্র গ্রীষ্ম

তিনি আমাদিগকে, যিনি বারবোবা হইয়াও বুককে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই রূপসী অশ্বপালীর উপাখ্যান এরূপ প্রাণস্পর্শিনী ভাষায় বর্ণন করেন যে, রসেটী রচিত মেরী মডলীনের আকুল ক্রন্দনাত্মক বিখ্যাত অর্দ্ধ সনেটটীর * কথা স্বতঃই আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইল:—

"ওগো, আমায় ছাড়িয়া দাও! দেখিতেছ না, আমার প্রিয়তমের মুখকমল আমায় নিকটে আকর্ষণ করিতেছে? আজ তিনি তাঁহার শ্রীচরণের জন্ম আমার চুম্বন, আমার কেশপাশ, আমার অশ্রু মাগিতেছেন? ওগো, কে বলিয়া দিবে আবার কবে, কোন্‌খানে তাঁহার ঐ শোণিতলিপ্ত পদযুগল আমি আলিঙ্গন করিতে পাইব? তিনি যে আমায় ভালবাসিয়াছেন, আমায় চাহিতেছেন, আমায় ডাকিতেছেন; যাই, আমি যাই!"

কিন্তু স্বদেশপ্রেমই যে প্রত্যহ আলোচ্য বিষয় হইত, এমন নহে। কারণ, একদিন প্রাতঃকালে এক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নূতনত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল। সেদিনকার দীর্ঘ আলোচনার বিষয় ছিল ভক্তি—প্রেমাস্পদের সহিত সেই সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য, যাহা চৈতন্তদেবের সমসাময়িক ভূম্যধিকারী ভক্তবীর রায় রামানন্দের মুখে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

---

* "Oh loose me! Seest thou not my Bridegroom's face,
That draws me to him? For His feet my kiss,
My hair, my tears, He craves to-day;—And oh!
What words can tell what other day and place
Shall see me clasp those blood-stained feet of His?
He needs me, calls me, loves me, let me go!"

আলমোড়ায় প্রাতঃকালীন কথোপকথন।

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ না হাম্ রমণী ;
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি।" ইত্যাদি।
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি পারস্যের বাব নামক দেবতার পূজকগণের কথা বলিয়াছিলেন, সেই পরার্থে আত্মবলিদানের যুগের কথা, যখন স্ত্রীজাতি কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া পুরুষগণ কার্য্য করিত এবং তাহাদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিত ; এবং নিশ্চয়ই সেই সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া ভালবাসিতে পারে বলিয়াই তরুণবয়স্কগণের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠতা, এবং তাহাদের মধ্যে ভাবী মহৎকার্য্যের বীজ সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে,—ইহাই তাঁহার ধারণা।

আর একদিন সূর্য্যোদয়ের সময় যখন ঊষার আলোকরঞ্জিত চিরতুষাররাশি উদ্যান হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেই সময় স্বামিজী আসিয়া শিব ও উমা সম্বন্ধে দীর্ঘ বার্ত্তালাপ করিতে করিতে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ যে ঊর্দ্ধে, শ্বেতকায় তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গরাজি, উহাই শিব, আর তাঁহার উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে, তাহাই জগজ্জননী!" কারণ, এই সময়ে এই চিন্তাই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল যে, ঈশ্বরই জগৎ,—তিনি জগতের ভিতরে বা বাহিরে নহেন, আর জগৎও ঈশ্বর, বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে,—কিন্তু তিনিই এই জগৎ এবং যাহা কিছু আছে সব।

সারা গ্রীষ্মঋতুটা ধরিয়া তিনি কখনও কখনও আমাদের নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া গল্প করিতেন, এবং হিন্দুস্থানের সেই সকল ছেলে-ভুলান উপকথা বলিতেন, যাহাদের নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য আদৌ আমাদের শিশুমহলে প্রচলিত গল্পগুলির মত নহে, কিন্তু অনেক বেশী,—কেননা প্রাচীন গ্রীকজগতের পৌরাণিক উপকথাগুলির ন্যায় তাহারা চরিত্রগঠনের সহায়ক। ইহাদের মধ্যে শুকের গল্পটী আমার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছিল, এবং একদিন সন্ধ্যাকালে যখন আমরা ইহা প্রথম শুনিয়াছিলাম তখন তুষারপর্ব্বতরাজী মহাদেব এবং আলমোড়ার উষর দৃশ্যাবলী আমাদের দৃষ্টিপথ অধিকার করিয়াছিল।

পরমহংসকুলাগ্রণী শুক পঞ্চদশ বৎসর ভূমিষ্ঠ হইতে চাহেন নাই; কারণ, তিনি জানিতেন যে, তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জননীর মৃত্যু ঘটিবে। * তখন তাঁহার পিতা জগন্মাতা উমার কৃপাভিক্ষা করিলেন। জগন্মাতা ক্রমাগত গর্ভস্থ ঋষির সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ অপসারিত করিয়া আসিতেছিলেন। ব্যাসদেব প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি এই কার্য্য হইতে বিরত হন, অন্যথা তাঁহার পুত্র কখনও ভূমিষ্ঠ হইবে না। মাত্র মুহূর্ত্তেকের জন্য উমা

---

* শুকোপাখ্যানের এইরূপ বর্ণনায় পাঠকের খটকা লাগিতে পারে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, সিষ্টার নিবেদিতা এখানে ইচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপে ঘটনাগুলিকে বর্ণনা করিয়াছেন,—হয় ইহাকে অধিকতর স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত করিবার জন্য, নয়ত শুকের হৃদয়ে যে গভীর প্রেম বিদ্যমান ছিল তাহারই আভাস দিবার জন্য; কারণ শুক জানিতেন যে জন্মিবামাত্রই তিনি পিতামাতা, পরিজন, গৃহ এবং সর্ব্বস্ব ভগবৎপ্রেমের উদ্দেশে বিসর্জ্জন দিবেন, এবং তাহাতে সকলের, বিশেষতঃ তাঁহার জননীর, মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। আখ্যায়িকাটীর শেষাংশ পড়িবার সময়ও পাঠক এই বিষয়টী স্মরণ রাখিবেন।

সম্ভূত হইলেন, এবং সেই মুহূর্তে শিশুর জন্ম হইল। তিনি ষোড়শ-বর্ষীয় নব যুবকরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, এবং পিতা মাতা কাহাকেও না চিনিয়া সোজাসুজি বরাবর চলিতে লাগিলেন। ব্যাসও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। তৎপরে একটী গিরিসঙ্কটান্তরালে গমন করিবা-মাত্র শুকের দেহ তাঁহা হইতে পৃথক্ হইয়া লীন হইয়া গেল; কারণ, ইঁহার জগদতিরিক্ত কোন সত্তা ছিল না; আর যেমন তাঁহার পিতা "হা পুত্র! হা পুত্র!" বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, অমনি পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য হইতে ওঁ ওঁ ওঁ প্রতিধ্বনি আসিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল। অনন্তর শুক স্বীয় শরীর পুনর্গ্রহণ করিলেন, এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির নিমিত্ত পিতার নিকট আগমন করিলেন। কিন্তু ব্যাস দেখিলেন যে, পুত্রকে দিবার মত তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই, এবং যদি মিথিলারাজের তাঁহাকে দিবার মত কিছু জ্ঞান থাকে, এই ভাবিয়া তাঁহাকে সীতাদেবীর পিতা জনকের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিন দিন তিনি রাজতোরণের বহির্দেশে বসিয়া রহিলেন, কেহ তাঁহার তত্ত্ব লইল না, একবার বাক্যালাপ করিল না, বা চাহিয়াও দেখিল না। চতুর্থ দিবস তিনি সহসা মহাসমারোহে রাজসকাশে নীত হইলেন। তথাপি তাঁহাতে কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না।

তৎপরে রাজার প্রধান মন্ত্রিগণের বৃত প্রভাবশালী যোগীবর পরীক্ষার নিমিত্ত এক অনিন্দ্য-সুন্দর নারীরূপ ধারণ করিলেন—এত সুন্দরী যে, উপস্থিত সকলেই তাঁহার উপর হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিতে অক্ষম হইলেন, এবং কেহই কথা কহিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু শুক তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আপন

আসনে আনিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতে লাগিলেন।

তখন মন্ত্রিবর জনকের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "রাজন্, যদি আপনি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অন্বেষণ করেন, তবে জানিবেন তিনি আপনার সম্মুখে!"

"শুকের জীবনী সম্বন্ধে আর কিছুই জানা নাই। তিনি আদর্শ পরমহংস ছিলেন। মানবগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরের এক গণ্ডুষ জলপান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন! অধিকাংশ যোগী ইহার তরঙ্গরাজির তটভূমে সংঘাতজনিত অশনি-নির্ঘোষ মাত্র শুনিয়াই মানবলীলা সংবরণ করেন। অল্প কয়েক জন ইহার দর্শন লাভ করেন, এবং আরও অল্প কয়েক জন ইহার আস্বাদ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু শুক এই আনন্দপারাবারের জলপান করিয়াছিলেন!"

বাস্তবিক, শুকই স্বামিজীর মনের মতন যোগী ছিলেন। তাঁহার নিকট শুক সেই সর্ব্বোচ্চ অপরোক্ষানুভূতির আদর্শস্বরূপ, যাহার তুলনায় জীবজগৎ ছেলেখেলা মাত্র! বহুদিন পরে আমরা শুনিলাম যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কিশোর স্বামিজীকে "যেন আমার শুকদেব" এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। "অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা"—গীতার প্রকৃত অর্থ আমি জানি, এবং শুক জানে, আর ব্যাস জানিলেও জানিতে পারেন। ভগবদ্গীতার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ এবং শুকের মাহাত্ম্য-দ্যোতক এই [illegible] দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মুখে যে [illegible] ভাবের বিকাশ হইয়াছিল—তিনি যেন আনন্দ-সমুদ্রের [illegible]

পর্য্যায় নিরীক্ষণ করিতেছিলেন—তাহা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না।

আলমোড়ায় অবস্থানকালে আর একদিন স্বামিজী, হিন্দুজাতির চিরন্তন উপকূলে আধুনিক চিন্তাতরঙ্গরাজির বহুদূরব্যাপী প্লাবনের প্রথম ফলস্বরূপ বঙ্গদেশে যে সকল উদারহৃদয় মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদিগের কথা বলিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই নৈনীতালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোক নাই, যাহার উপর তাঁহার ছায়া না পড়িয়াছে।" এই দুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণ যে এইস্থানে মাত্র কয়েক ক্রোশের ব্যবধানে জন্মিয়াছেন, ইহা মনে হইলে, তিনি যার পর নাই আনন্দ অনুভব করিতেন।

স্বামিজী এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমাদের নিকট, "বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তনকারী এবং বহুবিবাহ-রোধকারী মহাবীর" বলিয়া উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রিয় গল্প ছিল সেই দিনকার ঘটনাটী যে দিন তিনি ব্যবস্থাপক সভা হইতে, তাদৃশ স্থানবিশেষে সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত কি না, এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন যে, ধীরে সুস্থে এবং গুরু গম্ভীর চালে গৃহগমনরত এক স্থূলকায় মোগলের নিকট একব্যক্তি দ্রুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, "মহাশয়, আপনার বাটীতে আগুন লাগিয়াছে।" এই সংবাদে মোগলপ্রবরের গতির কণামাত্রও হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিল না; ইহা দেখিয়া সংবাদবাহক ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময় জানাইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভু

সক্রোধে তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "পাজি! খাস কয়েক বাখারি পুড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তুই আমায় আমার বাপ পিতামহের চাল ছাড়িয়া দিতে বলিস্!"—এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও পশ্চাতে আসিতে আসিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন যে, ধুতি চাদর এবং চটি জুতা কোনক্রমে ছাড়া হইবে না;—ফলে দরবার যাত্রা কালে একটা জামা ও একজোড়া জুতা পর্য্যন্ত পারিলেন না।

"বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কি না?"—মাতার এইরূপ সাগ্রহ প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রপাঠার্থ এক মাসের জন্য নির্জ্জনগমনের চিত্রটী খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। নির্জ্জনবাসের পর তিনি "শাস্ত্র এরূপ পুনর্ব্বিবাহের প্রতিপক্ষ নহেন" এই মত প্রকাশ করিয়া, এতদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতিপত্র সংগ্রহ করিলেন। পরে কতিপয় দেশীয় রাজা ইঁহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়ায় পণ্ডিতগণ নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলেন, সুতরাং সরকার বাহাদুর এই আন্দোলনে সাহায্যদানে কৃতসঙ্কল্প না হইলে, ইহা কখনই আইনরূপে পরিণত হইত না। স্বামিজী আরও বলিলেন, "আর আজকাল এই সমস্যা সামাজিক ভিত্তির উপর উপস্থাপিত না হইয়া বরং এক অর্থনীতিসংক্রান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

যে ব্যক্তি কেবল নৈতিক বলে বহুবিবাহকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি যে প্রভূত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলাম। এবং যখন শুনিলাম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে [illegible] লক্ষ [illegible] লোক অনাহারে এবং রোগে [illegible] হইয়াছিল—মর্ম্মাহত হইয়া "আর ভগবান্ মানি না", [illegible]

অজ্ঞেয়বাদের চিন্তাস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তখন "পোষাকী" মতবাদের উপর ভারতবাসীর কিরূপ অনাস্থা, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া আমরা যারপর নাই বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম।

বাঙ্গালার শিক্ষকপর্য্যায়ে আর একজনের নাম স্বামিজী ইঁহার নামের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি ডেভিড হেয়ার—সেই বৃদ্ধ স্কটল্যাণ্ডবাসী নাস্তিক যাঁহাকে, মৃত্যুর পর, কলিকাতার যাজকবৃন্দ ঈশাহীজনোচিত সমাধি দানে অস্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বিসূচিকারোগাক্রান্ত এক পুরাতন ছাত্রের শুশ্রূষা করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার নিজ ছাত্রগণ তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া এক সমতল ভূমিখণ্ডে সমাধিস্থ করিল, এবং উক্ত সমাধি তাহাদের নিকট এক তীর্থে পরিণত হইল। সেই স্থানই আজ শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া কলেজস্কোয়ার নামে অভিহিত হইয়াছে, আর তাঁহার বিদ্যালয়ও আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত, এবং আজিও কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তীর্থের ন্যায় তাঁহার সমাধিস্থান দর্শনে গমন করিয়া থাকে।

এইদিন আমরা কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা ফাঁক পাইয়া স্বামিজীকে, ঈশাহীধর্ম্ম তাঁহার নিজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিনা, এতদ্বিষয়ে জেরা করিয়া বসিলাম। এইরূপ শঙ্কা যে কেহ সাহস করিয়া উত্থাপন করিতে পারিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি হাস্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না; এবং আমাদিগকে খুব গৌরবের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার পুরাতন স্কটল্যাণ্ডবাসী শিক্ষক হেষ্টিসাহেবের সহিত মেশামিশিতেই তাঁহার ঈশাহী প্রচারকগণের সহিত একমাত্র সংস্পর্শলাভ ঘটিয়াছিল। এই উন্নমস্তিষ্ক বৃদ্ধ অতি সামান্ত

ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং নিজ গৃহকে তাঁহার বালকগণেরই গৃহ বলিয়া মনে করিতেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে স্বামিজীকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারত-প্রবাসের শেষভাগে বলিতেন, "হাঁ, বাবা তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে! সত্যই সব ঈশ্বর!" স্বামিজী সানন্দে বলিলেন, "আমি তাঁহার সম্পর্কে গৌরবান্বিত, কিন্তু তিনি যে আমাকে তেমন ঈশাহীভাবাপন্ন করিয়াছিলেন, একথা তোমরা বলিতে পার কি? আমার ত মনে হয় না।" প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল যে, তিন মাত্র ছয়মাসকাল তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন; কারণ, তিনি কলেজে এত অনুপস্থিত ছিলেন যে, জেনারেল এসেম্ব্লি (বর্ত্তমান স্কটিশ্ চার্চ্চ) কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বি, এ পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেন নাই; যদিও তিনি উহাতে নিশ্চয়ই উত্তীর্ণ হইবেন এইরূপ ভরসা দিয়াছিলেন।

এতদপেক্ষা লঘুতর প্রসঙ্গেও আমরা চমৎকার চমৎকার গল্প শুনিতাম। তাহার একটী এস্থলে উল্লিখিত হইল। আমেরিকায় এক নগরে স্বামিজী এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করিতেন। সেখানে তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত, এবং রন্ধনকালে এক অভিনেত্রী এবং এক দম্পতীর সহিত তাঁহার প্রায়ই দেখা হইত। অভিনেত্রী প্রত্যহ একটী করিয়া পেরু কাবাব করিয়া খাইত এবং দম্পতী ভূত নামাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। স্বামিজী ঐ লোকটীকে তাঁহার লোক ঠকান ব্যবসা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভর্ৎসনাসহকারে বলিতেন, "তোমার এরূপ করা কখনও উচিত নহে।" অমনি স্ত্রীটী পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে বলিত, "হাঁ, মহাশয়! আমিও ত

উহাকে ঠিক ঐ কথাই বলিয়া থাকি ; কারণ, উনিই যত ভূত সাজিয়া মরেন, আর টাকাকড়ি যা কিছু, তা মিসেস্ উইলিয়ামস্‌ই লইয়া থাকে।"

তিনি আমাদিগকে এক ইঞ্জিনিয়ার যুবকের গল্পও বলিয়াছিলেন। লোকটা লেখাপড়া জানিত। একদিন ভূতুড়ে কাণ্ডের অভিনয়কালে, স্থূলকায়া মিসেস্ উইলিয়ামস্ পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহার ক্ষীণকায়া জননীরূপে অবির্ভূতা হইলে, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মা, মা, তুমি প্রেতরাজ্যে গিয়া কি মোটাই হইয়াছ!" স্বামিজী বলিলেন, "এই দৃশ্য দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম ; কারণ, আমার মনে হইল যে, লোকটার মাথা একেবারে বিগড়াইয়াছে!" কিন্তু স্বামিজী হটিবার পাত্র নহেন। তিনি সেই ইঞ্জিনিয়ার যুবককে এক রুশদেশীয় চিত্রকরের গল্প বলিলেন। চিত্রকর এক কৃষকের মৃত পিতার আলেখ্য অঙ্কিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আকৃতির পরিচয়স্বরূপে এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, "তোমায় ত বাপু, কতবার বলিলাম যে, তাঁর নাকের উপর একটী আঁচিল ছিল!" অবশেষে চিত্রকর এক সাধারণ কৃষকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া ও তাহার নাসিকাদেশে এক বৃহৎ আঁচিল বসাইয়া দিয়া 'ছবি প্রস্তুত,' বলিয়া সংবাদ দিলেন, এবং কৃষকপুত্রকে আসিয়া উহা দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে আসিয়া ক্ষণেক চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে শোকবিহ্বলচিত্তে বলিয়া উঠিল, "বাবা! বাবা! তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তুমি কত ব'দলে গেছ!" এই ঘটনার পরে ইঞ্জিনিয়ার যুবক আর স্বামিজীর সহিত বাক্যালাপ করিত না। ইহাতে অন্ততঃ এইটুকু জানা

গিয়াছিল যে, সে একটা গল্পের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী তাহাকে রাগিয়া যাইতে দেখিয়া প্রকৃতই বিস্মিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, এবম্প্রকার সাধারণভাবে মনোরঞ্জন করিবার নানা বিষয় সত্ত্বেও স্বামিজীর মনের ভিতর এই সময় একটা বিরক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আমাদের দলের মধ্যে যাঁহারা পুরাণ ছিলেন, তাঁহাদের একজনের মনে এইরূপ দৃঢ় ধারণা হইল যে, আচার্য্য-দেবের বিশ্রাম এবং শান্তির প্রয়োজন। অনেকবার মানব জীবনের অশান্তি-নির্য্যাতনের কথা তিনি বিস্ময়প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিশ্রাম ও শান্তির যে একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল তাহার যে আরও কত নিদর্শন ছিল তাহা কে বলিবে? এবিষয়ে তিনি দুই একটা কথা বলিয়াছিলেন বটে অতি অল্প হইলেও তাহাই যথেষ্ট, তিনি কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার নির্জ্জনবাসের নিমিত্ত বড়ই আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে; আমি একাকী বনপ্রদেশে গমন করিয়া শান্তিলাভ করিব।"

তার পর ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি মাথার উপর, বালশশী দীপ্তি পাইতেছে দেখিলেন এবং বলিলেন, "মুসলমানগণ শুক্লপক্ষীয় শশীকলাকে যথেষ্ট আদরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইস, আমরাও নবীন শশিকলার সহিত নবজীবন আরম্ভ করি!" এই বলিয়া তিনি তাঁহার মানসকন্যাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কন্যাও বুঝিলেন যে, স্বামিজীর সহিত তাঁহার বন্ধুভাবরূপ পুরাতন সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। এক নূতন এবং গভীরতম সম্বন্ধ যে উহার স্থান অধিকার করিতেছিল তাহা তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন

না ; কেবল এইমাত্র জানিলেন যে, সেই মুহূর্ত্তটি সম্পূর্ণ অভিনব এবং অপরূপ মাধুর্য্যময়।

এইরূপে সেই সংঘর্ষের অবসান হইল, এবং উক্ত শিষ্যা এখন হইতে বরাবর স্বামিজীর সর্ব্ববিধ মতামত, আপাতদৃষ্টিতে হাজার অসম্ভব বা অপ্রিয় বোধ হইলেও, পরীক্ষার্থ অবাধে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তত্তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া—সে অবসরমত হইবে।

২৫শে মে।—তিনি যেদিন যাত্রা করিলেন সেদিন বুধবার। শনিবারে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বেও তিনি প্রতিদিন দশঘণ্টা করিয়া অরণ্যানীর নির্জ্জনতার মধ্যে বাস করিতেন বটে, কিন্তু রাত্রিকালে নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলে, চারিদিক্ হইতে এত লোক সঙ্গ করিবার জন্য সাগ্রহে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত যে, তাঁহার ভাব ভঙ্গ হইয়া যাইত, এবং সেই জন্যই তিনি এইরূপে পলায়ন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার মুখমণ্ডলে জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, তিনি এখনও সেই পুরাতন, নগ্নপদে ভ্রমণক্ষম, এবং শীতাতপ ও অল্পাহার-সহিষ্ণু সন্ন্যাসীই আছেন। প্রতীচ্যবাস তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারে নাই। এই উপলব্ধি এবং অপর যাহা কিছু তিনি এই কয়দিনে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই এখনকার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল, এবং আমরা সেভিয়ার সাহেবের উদ্যানে ইউকালিপ্টাস্‌গুলির তলে এবং চা, গোলাপ গাছগুলির মধ্যে তাঁহার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ শান্ত মুখশ্রী দেখিয়া আসিলাম।

৩০শে মে হইতে ২রা জুন।—পরবর্ত্তী সোমবার, তিনি যাঁহাদের

আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সেভিয়ার দম্পতীর সহিত তিনি এক সপ্তাহের জন্য কোন একটী স্থান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং আমরা আলমোড়ায় থাকিয়া অধ্যয়ন, অঙ্কন এবং গাছপালা সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ্‌বিদ্যার চর্চ্চা করিতে লাগিলাম। সেই সপ্তাহের একদিন সন্ধ্যায়, আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। কি জানি কেন আমাদের চিন্তা "ইন্ মেমো-রিয়াম"* লইয়া ব্যাপৃত ছিল এবং আমাদের মধ্যে একজন সর্ব্ব-সমক্ষে পাঠ করিলেন :—

"তথাপি যতদিন শ্রবণশক্তি থাকিবে, ততদিন এই কর্ণদ্বয়ে একটী ঘণ্টা ধীরমন্থরভাবে ক্রমাগত বাজিতে থাকিবে এবং জানাইয়া দিবে যে, যে প্রিয়তম আত্মা মনুষ্য-শরীরে ছিল, তাহা আর মরজগতে নাই। আমি এখনও উহা শুনিতেছি, অবিশ্রান্ত শুনিতেছি, উহা অবিরত গতাসুর উদ্দেশে শুভেচ্ছা জানাইতেছে; বলিতেছে, তোমার মঙ্গল হউক! মঙ্গল হউক! বিদায়! চিরদিনের মত বিদায়!"

সেইক্ষণেই সুদূর দক্ষিণে আমাদেরই একজন পরমাত্মীয় আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিদৃশ্যমান জগদ্রূপ মন্দির হইতে কোন সূক্ষ্মতর জ্যোতির রাজ্যে প্রয়াণ করিতেছিলেন। এ সংসারের পরপারে সেই রাজ্যে ভগবৎসান্নিধ্য স্পষ্টতর হওয়াই সম্ভবপর, এবং হয়ত সেই জন্যই সেখানে প্রকাশও উজ্জ্বলতর। কিন্তু আমরা এই দুঃসংবাদ এখন পর্য্যন্ত পাই নাই। আরও এক দিবস আমাদের অজানিত কোন

---

* In Memorium—ইংরাজ কবি টেনিসন্-প্রণীত প্রসিদ্ধ শোকগীতি-কাব্য। তাঁহার প্রিয় বন্ধু আর্থার হেনরী হালামের মৃত্যুতে রচিত।

কিছুর মসীময়ী ছায়া আমাদিগকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিল তেমনি তৎপরে শুক্রবার প্রাতঃকালে আমরা বসিয়া কাজ কর্ম্ম উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে এক 'তার' আসিল। তারটী একদিন দেরকিতে আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—"কল্য রাত্রে উৎকামন্ডে গুডউইনের দেহত্যাগ হইয়াছে।" প্রকাশ পাইল যে, সে অঞ্চলে যে সান্নিপাতিকের মহামারীর সূত্রপাত হইতেছিল আমাদের বন্ধু তাহারই করালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; এবং দেখা গেল যে, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামিজীর কথা কহিয়াছিলেন এবং তিনি যেন পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান, সাগ্রহচিত্তে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন।

৫ই জুন।—রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামিজী স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের ফটক এবং উঠান হইয়া তাঁহার রাস্তা গিয়াছিল। তিনি সেই রাস্তা ধরিয়া আসিলেন এবং সেই প্রাঙ্গণে আমরা মুহূর্ত্তেকের জন্য বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলাম। তিনি আমাদের দুঃসংবাদের বিষয় অবগত ছিলেন না, কিন্তু ইতি-পূর্ব্বেই তাঁহাকেও যেন এক গভীর বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং অনতিবিলম্বেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, যিনি গোখুরা সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া "প্রেমময়ের নিকট হইতে দূত আসিয়াছে," এইমাত্র বলিয়াছিলেন এবং যাঁহাকে স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণের পরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, "এইমাত্র আমি এক পত্র পাইলাম, তাহাতে লেখা আছে পওহারী বাবা নিজ দেহ দ্বারা তাঁহার যজ্ঞসমূহের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছেন।" তিনি হোমাগ্নিতে

ফলস্বরূপ যে ত্যাগ, তাহারই কথা বলিতে লাগিলেন, কিরূপে প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রেমের খরতর প্রবাহ মনুষ্যগণকে ব্যক্তিত্বের সীমানা ছাড়াইয়া বহুদূর ভাসাইয়া লইয়া যাইলেও, আবার তাহাকে এমন এক স্থানে ছাড়িয়া দিয়া যায়, যেখানে সে ব্যক্তিত্বের মধুর পাশবন্ধন নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে।

সেদিন সকালের ত্যাগসম্বন্ধীয় উপদেশগুলি শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজনের নিকট অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইল এবং তিনি পুনরায় আসিলে, উক্ত মহিলা তাঁহাকে বলিলেন, "আমার ধারণা, অনাসক্ত হইয়া ভালবাসায় কোনরূপ দুঃখোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, এবং ইহা স্বয়ংই সাধ্যস্বরূপ।"

হঠাৎ গভীরভাব ধারণ করিয়া স্বামিজী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে ত্যাগরহিত ভক্তির কথা বলিতেছ, এটা কি? ইহা অত্যন্ত হানিকর!" এবং প্রকৃতপক্ষে অনাসক্ত হইতে হইলে কিরূপ কঠোর আত্মসংযমের অভ্যাস আবশ্যক, কিরূপে স্বার্থপর উদ্দেশ্যগুলির আবরণ উন্মোচন করা চাই এবং অতি কুসুম-সুকুমার হৃদয়েরও যে, যে কোন মুহূর্ত্তে সংসারের পাপ-কালিমায় কলুষিত হইবার আশঙ্কা বর্ত্তমান, এই সম্বন্ধে তিনি সেইখানে এক ঘণ্টা বা ততোধিক কাল দাঁড়াইয়া বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ভারতবর্ষীয়া সন্ন্যাসিনীর কথা উল্লেখ করিলেন, যিনি, মানুষ কখন ধর্ম্মপথে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া এক খুরি ছাই উত্তরস্বরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কারণ, রিপুগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুদীর্ঘ এবং ভয়ঙ্কর, এবং যে কোন মুহূর্ত্তেই বিজেতার বিজিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে মনে হইতে লাগিল, যেন এই ত্যাগের পতাকা এক মহান্ বিজয়ের পতাকা, যেন "সনাতন বঁধু শ্রীভগবান্‌কে বিবাহেচ্ছু আত্মার পক্ষে দৈন্য এবং আত্মজয়ই একমাত্র উপযুক্ত আভরণ, এবং জীবনটা যেন দানযজ্ঞের এক দীর্ঘ সুযোগ, আর আমাদের আমার বলিতে যদি এমন কিছু থাকে যাহার প্রার্থী আমরা পাই না, সেইটাই শুধু নষ্ট হইল মনে করিয়া দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।" বহু সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে যখন তিনি পুনরায় এই ভাবের কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় আমাদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি এইরূপে যে ভাবের উদ্রেক করিয়া দিতেছেন, উহা ইউরোপে যে দুঃখোপাসনাকে রোগীর লক্ষণ বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে, তাহাই কি না?

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বামিজী উত্তর করিলেন, "আর সুখের পূজাটাই বুঝি ভারী উঁচুদরের জিনিস?" তারপর একটু থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু আসল কথা এই যে, আমরা দুঃখেরও পূজা করি না, সুখেরও পূজা করি না। এই উভয়ের মধ্য দিয়া যাহা সুখদুঃখের অতীত, তাহাই লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য।"

৯ই জুন।—এই বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইল। স্বামিজীর মনের, তাঁহার জন্মগত হিন্দুশিক্ষাদীক্ষাসুলভ এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি হয়ত একদিন কোন একটী ভাবে ভাবিত হইয়া তাহার গুণব্যাখ্যা করিলেন, আবার পরদিনই হয়ত তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া একেবারে নির্জ্জীব করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার স্বজাতিসুলভ এই বিশ্বাসের পূর্ণমাত্রায় অধিকারী ছিলেন যে, যদি কোন ভাব আধ্যাত্মিক

দৃষ্টিতে সত্য এবং যুক্তিসহ হয়, তাহা হইলে উহার বাস্তবসত্তা থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। এইরূপ চিন্তাপ্রণালীর প্রথম আভাস তিনি বাল্যকালে তাঁহার আচার্য্যদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন এক ধর্ম্মেতিহাসের প্রামাণিকতা বিষয়ে সন্দিহান হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কি! তা হইলে তুমি কি মনে কর না যে, যাহারা এরূপ সব ভাবের ধারণা করিতে পারিত, তাহারা নিশ্চিত সেই সব ভাবেরই যেন মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ছিল?"

সুতরাং, যেমন খ্রীষ্টের অস্তিত্ব বিষয়ে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তিনি কথনও কথনও তাঁহার স্বভাবসুলভ সাধারণ সন্দেহের ভাবেও কথাবার্ত্তা বলিতেন। "ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে কেবল বুদ্ধ ও মহম্মদের ভাগ্যেই "শত্রুমিত্র উভয়" লাভই ঘটিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাদের জীবনের ঐতিহাসিক অংশে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। আর শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ত সকলের চেয়ে বেশী বাস্তবতাশূন্য। কবি, রাখাল, শক্তিশালী শাসক, যোদ্ধা, এবং ঋষি—হয়ত এই সব ভাবগুলি একত্রীকৃত হইয়া গীতাহস্তে এক সুন্দরমূর্ত্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল।"

কিন্তু আজ শ্রীকৃষ্ণ সকল অবতারগণের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বর্ণিত হইলেন, এবং তার পরই, ভগবান্ সারথিবেশে অশ্বগুলিকে সংযত করিয়া রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং নিমেষে ব্যূহসংস্থান লক্ষ্য করিয়া লইয়া শিষ্যস্থানীয় রাজপুত্রকে গীতার গভীর আধ্যাত্মিক সত্যগুলি শুনাইতে আরম্ভ করিলেন,— এই মর্ম্মের এক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত হইল।

বাস্তবিকই এই গ্রীষ্মঋতুতে উত্তরভারতের এক অংশ হইতে

অংশান্তরে গমনকালে আমরা এই কৃষ্ণলীলা লোকের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার অনেক সুযোগ পাইয়াছিলাম। রাস্তার ধারের গ্রামগুলিতে নর্ত্তকগণ নৃত্যকালে যে সকল গান গাহিত, তাহা সব রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। এতদ্ভিন্ন স্বামিজী একটা কথা বারংবার বলিতেন (অবশ্য ইহার সম্বন্ধে আমাদের কোন মতামতই ছিল না) যে, ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণবগণ কল্পনামূলক গীতি-কাব্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

তবে কি গোপীগণের সেই অপূর্ব্ব পুরাতন কাহিনী সত্য সত্যই কোন পশুপালকগণের মধ্যে প্রচলিত পূজার অংশবিশেষ, যাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কোন প্রথার অঙ্গীভূত হইয়া এই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখর আলোকেও নিজ নাট্যোচিত কোমলতা ও আনন্দটুকু বজায় রাখিয়া অব্যাহতভাবে বাঁচিয়া রহিয়াছে ?

কিন্তু এই কয় দিবস যাবৎ স্বামিজী কোথাও গিয়া একাকী বাস করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। যে স্থানে তিনি গুড্‌উইনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন, উহা তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়াছিল, এবং পত্র আদান প্রদানে সেই ক্ষত ক্রমাগত নূতন হইয়া উঠিতেছিল। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাহির হইতে কেবল ভক্তিময় বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরে ভিতরে পূর্ণ জ্ঞানময় ছিলেন, কিন্তু তিনি (স্বামিজী) নিজে বাহ্যতঃ কেবল জ্ঞানময় বলিয়া মনে হইলেও, ভিতরে ভিতরে ভক্তিতে পূর্ণ, এবং সেইজন্য তিনি কখনও কখনও স্ত্রীলোকের ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেন।

একদিন তিনি কোন একজনের লেখায় কয়েকটী সদোষ পংক্তি লইয়া গেলেন এবং উহাকে একটী ক্ষুদ্র কবিতারূপে ফিরাইয়া

আনিলেন। সেটী স্বামিহীনা গুডউইন্-জননীকে তাঁহার পুত্রের স্মরণে স্বামিজী-প্রদত্ত চিহ্নস্বরূপে প্রেরিত হইল।

তাহার শান্তিলাভ হউক।*

"হে আত্মন্, তোমার তারকা-বিকীর্ণ পথে ছুটিয়া চল। হে আনন্দস্বরূপ, সেই লোকে দ্রুত গমন কর, যথায় চিন্তাস্রোত সদাই স্বাধীনভাবে বহিয়া থাকে, যথায় মানবের দৃষ্টি কাল ও ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা আর অবরুদ্ধ হয় না। শাশ্বত শান্তি ও আশীর্ব্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক।

"তোমার সেবা প্রকৃত সেবা ছিল, তোমার আত্মত্যাগযজ্ঞ পূর্ণ হইয়াছে। এখন অতীন্দ্রিয় আনন্দঘন তোমার আবাসস্বরূপ হউক, দেশকালের ব্যবধান যাহা লোপ করিয়া দেয়, সেই মধুর স্মৃতি, বেদীর উপর স্থাপিত গোলাপস্তবকের মত, জগতে তোমার স্থান পূর্ণ করুক।

"তোমার বন্ধন সকল টুটিয়াছে, পরম নিবৃত্তি লাভ করায় আর তোমার প্রাপ্তব্য কিছুই নাই; যাহা জন্ম ও মৃত্যুরূপে আসিয়া থাকে, সেই বস্তুর সহিত তুমি তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি চিরকাল অপরকে সাহায্য করিয়াই আসিয়াছ, জগতে তোমার প্রতি কার্য্যই নিঃস্বার্থ ছিল,—এখন ঐ পথেই অগ্রসর হও, এই দ্বন্দ্বপূর্ণ জগৎকে চিরকাল প্রেমদানে সাহায্য করিতে থাক।"

তৎপরে আসল কবিতাটীর কিছুই রহিল না বলিয়া এবং যাঁহার লেখা সংশোধিত হইল (উক্ত লেখিকার পংক্তিগুলি ত্রিপদী ছন্দে

---

* বীরবাণী—Requiescat in Pace শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য।

ছিল) তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, তিনি আগ্রহ-সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়া কথা গাঁথা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অনুভব করা কত বড় জিনিস, তাহাই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোন সহানুভূতি বা মত তাঁহার চক্ষে ভাবপ্রবণ বা অযথার্থ বোধ হইলে তিনি তাহার প্রতি খুব কঠোর হইতে পারিতেন, কিন্তু কেহ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে, আচার্য্যদেব সর্ব্বদা আগ্রহ এবং কোমলতার সহিত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেন।

আর পুত্রহারা জননীও কত আনন্দের সহিত তাঁহার কবিতার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছিলেন, এবং শোকভারাক্রান্তা হইলেও সুদূর প্রবাসে পরলোকগত স্বীয় পুত্রের উপর স্বামিজী যে সৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

১০ই জুন।—আলমোড়া-বাসের শেষদিন অপরাহ্নে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রাণঘাতিনী পীড়ার গল্প শুনিলাম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার আহূত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া রোগটীকে গলদেশের দুষ্টক্ষত (Cancer) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং ফিরিবার পূর্ব্বে ইহা যে সংক্রামক রোগ, তাহা শিষ্যগণকে বহুবার বুঝাইয়া দেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে "নরেন্দ্র" (তখন তাঁহার ঐ নামই ছিল) আসিলেন এবং দেখিলেন উঁহারা একত্র হইয়া রোগের বিপজ্জনকত্বের আলোচনা করিতেছেন। তিনি ডাক্তার কি বলিয়া গিয়াছেন নিবিষ্টচিত্তে শুনিলেন এবং তৎপরে মেজের দিকে তাকাইয়া পায়ের গোড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট পায়সের বাটীটী দেখিতে পাইলেন। গলদেশের খাদ্যবহা নলীটীর সঙ্কোচবশতঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ উক্ত পায়স গলাধঃকরণ করিতে অনেকবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুতরাং উহা তাঁহার মুখ হইতে বার বার বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ঐ দুঃসাধ্য রোগের বীজাণুপূর্ণ শ্লেষ্মা ও পুঁজ নিশ্চয়ই তাহার সহিত ছিল। "নরেন্দ্র" বাটিটী উঠাইয়া লইয়া সর্ব্বসমক্ষে উহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। ক্যান্সারের সংক্রামকতার কথা আর কখনও শিষ্যগণের মধ্যে উত্থাপিত হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কাঠগুদামের পথে।

১১ই জুন।—শনিবার প্রাতে আমরা আলমোড়া পরিত্যাগ করিলাম। কাঠগুদাম পৌঁছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিয়াছিল। আহা! কি অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়াই পথটুকু অতিবাহিত হইয়াছিল। নিবিড় অরণ্যানী—গ্রীষ্মপ্রধান দেশেরই সব গাছপালা,—দলে দলে বানর, আর চির-বিস্ময়কর ভারতবর্ষ-সুলভ রজনী।

রাস্তার এক স্থানে এক অদ্ভুত রকমের পুরাণ পানচাক্কীর এবং শূন্য কামারশালের কাছে স্বামিজী ধীরা মাতাকে বলিলেন, "লোকে বলে, এই পার্ব্বত্য অংশে একজাতীয় গন্ধর্ব্বসদৃশ অশরীরী জীবের বাস। আমি একটা সত্য ঘটনা জানি, তাহাতে এক ব্যক্তি এইখানে প্রথমে ঐ সকল মূর্ত্তির দর্শন পান এবং তাহার বহু পরে এই জনশ্রুতির বিষয় অবগত হন।"

এখন গোলাপের ঋতু উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর এক প্রকার ফুল (কামিনী ফুল) ফুটিয়া রহিয়াছিল, উহা স্পর্শ মাত্রেই ঝরিয়া পড়ে। ভারতীয় কাব্যজগতের সহিত ইহার স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া স্বামিজী উহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন।

১২ই জুন।—রবিবার অপরাহ্নে আমরা সকলে ভুরির নিকটে একটী হ্রদ ও জলপ্রপাতের উপরিভাগে এক স্থানে বিশ্রাম করিলাম। সেটা আমাদের নিকট এক অদ্ভুত ঢংএর হোটেল বলিয়া মনে হইয়া-

ছিল। সেইখানে স্বামিজী আমাদের জন্য রুদ্র-স্তুতিটীর অনুবাদ করিলেন।

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়, আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

"আমাদিগকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও আমাদিগকে তম হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও. আমাদিগের নিকট আবির্ভূত হও, আবির্ভূত হও, আমাদিগের নিকট আইস। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ, তদ্দ্বারা আমাদিগকে নিত্য রক্ষা কর।"

"আবিরাবির্ম এধি" এই অংশে তিনি অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, ইহার অনুবাদ এইরূপ দিবেন কি না:—"আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তলে আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও।" কিন্তু অবশেষে তিনি আমাদের নিকট তাঁহার চিন্তার কারণ ব্যক্ত করিয়া সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "ইহার আসল মানে এই, আমাদেরই ভিতর দিয়া আমাদের নিকট আইস।" তিনি স্পষ্টই ভয় করিয়াছিলেন যে, এই স্বল্পাক্ষর বাক্যটী অপূর্ব্ব গম্ভীরার্থ বলিয়া ইংরাজীতে ইহার ঠিক ঠিক অর্থবোধ হইবে না। কিন্তু সেদিন বৈকালে আমরা যাহা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই অর্থটাই পরে আমার নিজের চক্ষে খুব প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইয়াছে। কারণ, আমি বুঝিয়াছি যে, ইহার আরও আক্ষরিক অনুবাদ এইরূপ হইবে, "হে রুদ্র, তুমি কেবল তোমার নিজের নিকটেই প্রকাশিত আছ, তুমি আমাদের নিকটও আত্মপ্রকাশ কর।" এক্ষণে আমি তাঁহার অনুবাদটাকে সমাধিকালীন অনুভূতিরই এক ক্ষিপ্র ও সাক্ষাৎ

প্রতিরূপ মাত্র বলিয়া মনে করি। উহা যেন সংস্কৃতের মধ্য হইতে সজীব হৃৎপিণ্ডটীকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহাকেই পুনরায় ইংরাজী ভাষার আবরণে প্রকাশ করিতেছে।

বাস্তবিকই সে অপরাহ্নটী যেন শুধু অনুবাদের লগ্নকাল বলিয়া মনে হইল, এবং তিনি হিন্দুর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত অতি সুন্দর মন্ত্রগুলির অন্যতম ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রটীর * কতিপয় স্থল আমাদের নিকট অনুবাদ করিয়া দিলেন :—

আমি পরব্রহ্মকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; বায়ুসকল আমার অনুকূল হউক, নদী সকল অনুকূল হউক, ওষধিসকল অনুকূল হউক, রাত্রি ও ঊষা আমাদের অনুকূল হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের অনুকূল হউক; আমাদের দ্যোরূপী পিতা অনুকূল হউন, বনস্পতিসকল আমাদের অনুকূল হউক, সূর্য্য অনুকূল হউন। গো-সকলও আমাদের অনুকূল হউক। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

পরে স্বামিজী খেতড়ীর নাচওয়ালীর নিকট যে সুরদাসের গানটী শুনিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের নিকট পুনরায় গাহিলেন :—

প্রভু মেরা অবগুণ চিত ন ধরো,
সমদর্শী হৈ নাম তুম্‌হারো।

* "মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।"

ইংরাজী অনুবাদের বাঙ্গলা না দিয়া একটা স্বতন্ত্র অনুবাদ উপরে দেওয়া হইল।

এক লোহ পূজামে রহত হৈ,
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নহী হোয়,
দুঁহু এক কাঞ্চন করো॥
এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভয়ো।
জব মিলে তব এক বরণ হোয়, গঙ্গানাম পরো॥
এক মায়া এক ব্রহ্ম কহত সুরদাস ঝগরো।
অজ্ঞানসে ভেদ হৈ, জ্ঞানী কাহে ভেদ করো॥

সম্ভবতঃ সেই দিন (অথবা, আর কোনও দিনও হইতে পারে) তিনি আমাদের নিকট কাশীর সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন, যিনি তাঁহাকে এক পাল বানর কর্ত্তৃক উত্যক্ত দেখিয়া, এবং তিনি ফিরিয়া পলাইতে পারেন এই আশঙ্কা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বদা জানোয়ারগুলার সম্মুখীন হইও।"

বড় আনন্দেই আমরা উক্ত কয়দিন পথ চলিয়াছিলাম। প্রতিদিনই চটিতে পৌঁছিলাম বলিয়া দুঃখ বোধ হইত। এই সময়ে রেলযোগে তরাই নামক সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ভূখণ্ড অতিক্রম করিতে আমাদের একটী সারা বিকাল লাগিয়াছিল; এবং স্বামিজী আমাদের স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি। পার্ব্বত্য পথ দিয়া অবতরণকালে আমরা দেখিলাম যে, সমতলবাসিগণ দলে দলে সপরিবারে ও সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া, বর্ষার প্রারম্ভে যে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহার আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য উচ্চতর পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন করিতেছে। এক্ষণে রেলগাড়ীতে যাইতে যাইতে গাছপালার ক্রমিক পরিবর্ত্তন আমাদের নজরে পড়িতে লাগিল,

আর আমাদিগকে বন্য ময়ূরের ঝাঁক অথবা এখানে সেখানে এক আধটা হাতী বা এক সারি উট দেখাইতে দেখাইতে স্বামিজীর কি আনন্দ! তাহাদের মালিকদেরও বুঝি এগুলিকে দেখাইয়া এত আনন্দ হইত না।

অনতিবিলম্বেই আমরা তালবনের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। Yucca এবং ফণীমনসার রাজ্য আমরা পূর্ব্বদিনেই ছাড়াইয়া আসিয়াছি, এবং সুদূর আচ্ছাবল না পৌঁছান পর্য্যন্ত আমরা আর দেবদারুজাতীয় বৃক্ষগুলি দেখিতে পাইব না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বারামুল্লার পথে।

ব্যক্তিগণ :—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, তদীয় গুরুভ্রাতৃবৃন্দ এবং শিষ্যমণ্ডলী। একদল ইউরোপীয় নরনারী, ধীরামাতা, 'জয়া', এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান :—বেরিলী হইতে কাশ্মিরান্তঃপাতী বারামুল্লা পর্য্যন্ত।

সময় :—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই হইতে ২০শে জুন পর্য্যন্ত।

১৪ই জুন।—পরদিন আমরা পঞ্জাব প্রবেশ করিলাম, এবং এই ঘটনায় স্বামিজী অতি উল্লাসিত হইলেন। এই প্রদেশের প্রতি তাঁহার এরূপ ঘনিষ্ট এবং বিশেষ প্রীতি ছিল যে, উহা ঠিক যেন তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া প্রতীতি হইত। স্বামিজী বলিলেন, "সেখানে মেয়েরা চরকা কাটিতে কাটিতে তাহার 'সোঽহং', 'সোঽহং' ধ্বনি শুনিয়া থাকে।" তৎপরে সহসা বিষয়ান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সুদূর অতীতে চলিয়া গেলেন এবং আমাদের নয়নসমক্ষে যবনগণের সিন্ধুনদতীরে অভিযান, চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব এবং বৌদ্ধসাম্রাজ্যের বিবৃদ্ধি, এই সকল মহান্ ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী একে একে উদ্‌ঘাটন করিতে লাগিলেন। এই গ্রীষ্মে তিনি, যেমন করিয়া হউক আটক পর্য্যন্ত গিয়া, যেখানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটী স্বচক্ষে দর্শন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট গান্ধার-ভাস্কর্য্যের বর্ণনা করিলেন (তিনি নিশ্চয়ই সেগুলিকে পূর্ব্ব বৎসর লাহোরের

যাদুঘরে দেখিয়া থাকিবেন), এবং "কলাবিদ্যাসম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকাল যবনগণের শিষ্যত্ব করিয়াছে," ইউরোপীয়গণের এই অর্থ-হীন অন্যায় দাবী নিরাকরণ করিতে করিতে তিনি যারপরনাই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তৎপরে কতিপয় চির-প্রত্যাশিত নগর—কোনও কোনও বিশ্বাসী ইংরাজ শিষ্যের শৈশবের বাসভূমি লুধিয়ানা, যেথায় স্বামিজীর ভারতীয় বক্তৃতার অবসান হইয়াছিল সেই লাহোর, এবং অন্যান্য নগর—চকিতের ন্যায় দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া আবার দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। আমরা অনেক শুষ্ক কঙ্করময় নদীগর্ভেরও উপর দিয়া চলিতেছিলাম, এবং শুনিলাম, দুইটী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম দোআব এবং সমস্ত নদীগুলি যে ভূখণ্ডের অন্তর্গত, তাহার নাম পঞ্জাব। গোধূলির আলোকে এই সকল পার্ব্বত্য ভূখণ্ডের কোন একটী অতিক্রমকালে স্বামিজী আমাদিগকে তাঁহার সেই বহুদিন পূর্ব্বের অপূর্ব্ব দর্শনের কথা বলিলেন। তিনি তখন সবেমাত্র সন্ন্যাসজীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাঁহার বরাবর এই বিশ্বাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি তিনি এই ঘটনা হইতেই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "সন্ধ্যা হইয়াছে; আর্য্যগণ সবেমাত্র সিন্ধুনদ-তীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের তীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-তরঙ্গের পর অন্ধকার-তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িতেছে, আর তিনি ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি করিতেছেন। তার পর আমি সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বহু প্রাচীনকালে আমরা যে সুর ব্যবহার করিতাম, ইহা সেই সুর।"

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে।

অনেক মাস পরে শ্রোতৃগণের মধ্যে একজন স্বামিজীর মুখে পুনরায় এই দর্শনটীর কথা শুনেন; এবং তাঁহার (স্বামিজীর) চিন্তাপ্রণালীর ঘনিষ্টতর পরিচয় পাওয়ায় এই শিষ্যার মনে হইয়াছিল যে, অপরোক্ষ অনুভূতি হিসাবে ইহার মূল্য খুব বেশী। অতীন্দ্রিয় জগতে আধ্যাত্মিক অনুভূতিসকলের যে একটী পারম্পর্য্য থাকে, এবং যুগ-যুগান্তরের ব্যবধান এবং জীবনসূত্রের মুহুর্মুহু বিচ্ছেদ সত্ত্বেও যে তাহার ব্যত্যয় হয় না, হয়ত এই দর্শন স্বামিজীর নিকট ইহাই সূচিত করিয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে কেহই তাঁহার নিকট এ বিষয়ের বিশদ বর্ণন আশা করিতে পারেন না। কেন না, যে সকল লোক দিনরাত নিজ নিজ অতীতজীবনের কল্পনা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, স্বামিজী তাহাদিগকে চিরকাল অত্যন্ত হীনবুদ্ধি জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এই দ্বিতীয়বার গল্পটী উল্লেখের সময় তিনি ইহার একটু আভাস এক সম্পূর্ণ নূতন দিক্ হইতে দিয়াছিলেন।

তিনি বলিতেছিলেন, "শঙ্করাচার্য্য বেদের ধ্বনিটীকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীয় তান। বলিতে কি, আমার চিরন্তন ধারণা—" বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বর যেন আবেগময় হইয়া আসিল এবং দৃষ্টি যেন সুদূরে ন্যস্ত হইল,—"আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাঁহারও শৈশবে আমার মত কোন এক অলৌকিক দর্শনলাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এবং তিনি ঐরূপে সেই প্রাচীন তানকে ধ্বংসমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। ইহা সত্য হউক বা না হউক, কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনের কার্য্যই ঐ—বেদ এবং উপনিষৎসমূহের সৌন্দর্য্যের স্পন্দন মাত্র।"

অবশ্য এই প্রকারের উক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে কল্পনামূলক, এবং আবেগে কখনও কখনও তিনি হঠাৎ যে সকল মত প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন, তৎসম্বন্ধে কেহ মনে পড়াইয়া দিলে, তিনি নিজেও তাহা আদৌ গ্রাহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু অন্যের নিকট সেই মতগুলি অনেক সময় মূল্যবান্ বলিয়াই বিবেচিত হইত।

একবার সুদূর পাশ্চাত্যে তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে একজন উৎসাহভরে বলিয়াছিলেন, "বিবেকানন্দ যদি সর্ব্ববিধ বন্ধনের অপনোদক না হন, তবে তিনি কি আর হইলেন!" এই দিনের একটী সামান্য ঘটনাতে কথাগুলি মনে পড়িল। পঞ্জাব-প্রবেশের পর কোন এক ষ্টেসনে তিনি এক মুসলমান খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া তাহার হাত হইতে খাবার কিনিয়া খাইয়াছিলেন।

রাবলপিণ্ডি হইতে মরী পর্য্যন্ত আমরা টঙ্গায় যাইলাম, এবং কাশ্মীরযাত্রার পূর্ব্বে তথায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিলাম। এইখানে স্বামিজী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি তিনি প্রাচীনপন্থিগণকে কোন ইউরোপীয়কে গুরুভাইরূপে বা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রবর্ত্তকরূপে গ্রহণ করাইতে আদৌ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা বাঙ্গালা দেশে করাই ভাল। পঞ্জাবে বিদেশীয়দিগের প্রতি অবিশ্বাস এত প্রবল যে, তথায় এরূপ কোন কার্য্যের সফলতার সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে এই সমস্যাটী তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিত, এবং তিনি কখনও কখনও বলিতেন যে, বাঙ্গালীরা রাজনীতিবিষয়ে ইংরাজ-প্রতিযোগী, অথচ তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও বিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে; ইহা আপাতবিরুদ্ধ হইলেও একটী সত্য ঘটনা।

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে।

১৩ই জুন।—বুধবার অপরাহ্ণে আমরা মরী পৌঁছিয়াছিলাম। ১৮ই জুন আমরা কাশ্মীর যাত্রা করিলাম, সেও এক শনিবার।

১৮ই জুন।—আমাদের মধ্যে একজন পীড়িত ছিলেন, এবং এই প্রথম দিনটীতে আমরা অল্পদূর মাত্র গিয়া সীমান্তের অপর পারের প্রথম ডাকবাঙ্গলা ডুলাইএ বিশ্রাম করিলাম। একটী ধূলিকীর্ণ, আতপতাপে শুষ্ক পুল পার হইয়া যখন আমরা ইংরাজাধিকৃত ভারত পশ্চাতে ফেলিয়া চলিলাম, সে এক অপূর্ব্ব ক্ষণ। এই সীমারেখার অর্থ ঠিক কতটুকু বা কতখানি, তাহা আমাদের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতে অধিক দিন বিলম্ব নাই।

আমরা এখন বিতস্তা নদীর উপত্যকায়। কোহালা হইতে বারামুল্লা পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা আমাদের এক সরু এঁকাবেঁকা গিরিসঙ্কট দিয়া যাইতে হইবে। এই নদীর উভয় পার্শ্বে একদম খাড়া পাহাড়। এই ডুলাইএ স্রোতোবেগ অতি ভীষণ, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলসংঘর্ষে মসৃণ পাথর একত্র করিয়া এক বিরাট্ স্তূপের সৃষ্টি করিয়াছে।

অপরাহ্ণের অধিকাংশ আমরা ঝড়ের জন্য ঘরের মধ্যে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ডুলাইএ আমাদের হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের এক নূতন পরিচ্ছেদ খুলিয়া গেল। কারণ, স্বামিজী গম্ভীরভাবে ও বিশদভাবে ইহার আধুনিক অধোগতির কথা আমাদিগকে বলিলেন, এবং উহাতে যে সকল কুরীতি বামাচার নামে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি স্বীয় চিরশত্রুতার কথাও উল্লেখ করিলেন।

যিনি কোন লোকের আশাভঙ্গ করিতে পারিতেন না, সেই

শ্রীরামকৃষ্ণ এই সকলকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেন, ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ঠাকুর বলিতেন, "হাঁ, তা বটে, কিন্তু প্রত্যেক বাড়ীরই একটা পাইখানার দুয়ারও ত আছে!" এই বলিয়া স্বামিজী দেখাইয়া দিলেন যে, সকল দেশেই, যে সকল সম্প্রদায়ে কদাচারের ভিতর দিয়া ধর্ম্মলাভের চেষ্টা করা হয়, তাহারা এই শ্রেণীভুক্ত। এই সত্যোদঘাটন ভীষণ হইলেও, আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, এবং ইহা যথাস্থানে এই উদ্দেশ্যে বর্ণিত হইল, যেন কেহ একথা না বলিতে পারেন যে, স্বামিজী তাঁহার স্বদেশবাসিগণের শ্রেণীবিশেষের বা তাহাদের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে যে সকল অতি অপ্রিয় কথা বলা যাইতে পারে, সেগুলিকে তাঁহার সরলবিশ্বাসী ভক্তগণের নিকট লুকাইয়া রাখিয়া তাহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছিলেন।

আমরা স্বামিজীর সহিত পালা করিয়া টঙ্গায় যাইবার ব্যবস্থা করিলাম, এবং এই পরবর্ত্তী দিনটী যেন অতীত স্মৃতির আলোচনাতেই পূর্ণ ছিল।

তিনি ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে—একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, এবং প্রেমই যে পাপের একমাত্র ঔষধ, তাহাও বলিলেন। তাঁহার একজন স্কুলের সহপাঠী ছিলেন। তিনি বড় হইয়া ধনশালী হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইল। রোগটীর ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল না; উহা দিন দিন তাঁহার সামর্থ্য এবং জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছিল, এবং চিকিৎসকগণের নৈপুণ্য ইহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিল। অবশেষে, 'স্বামিজী চিরকাল ধর্ম্মাভ্যাসী' ইহা জ্ঞাত থাকায়,

এবং মানুষ অন্য সব উপায় বিফল হইলে ধর্ম্মের আশ্রয় লয় বলিয়া, তিনি স্বামিজীকে একবার আসিতে অনুরোধ করিয়া লোক পাঠাইলেন। আচার্য্যদেব তথায় পৌঁছিলে, একটী কৌতুক-কর ঘটনা ঘটিল।

"যিনি ব্রহ্মকে আপনা হইতে অন্যত্র জানেন, ব্রহ্ম তাঁহাকে পরাজয় করেন; যিনি ক্ষত্রিয়কে আপনা হইতে অন্যত্র জানেন, ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরাজয় করেন; এবং যিনি লোকসকলকে আপনা হইতে অন্যত্র ভাবেন, লোকসকল তাঁহাকে পরাজয় করেন।"—এই শ্রুতিবাক্য * তাঁহার মনে পড়িল, এবং রোগীও ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। পরে স্বামিজী বলিলেন, "সুতরাং যদিও আমি অনেক সময় তোমাদের মনের মত কথা কহি না, বা রাগিয়া কথা বলি, তথাপি মনে রাখিও যে প্রেম ভিন্ন অন্য কিছু প্রচার করা আদৌ আমার হৃদ্গত ভাব নহে। আমরা যে পরস্পরকে ভালবাসি, শুধু এইটুকু আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইলেই এই সকল গণ্ডগোল মিটিয়া যাইবে।"

সম্ভবতঃ সেই দিনই (অথবা পূর্ব্বদিনও হইতে পারে) তিনি শ্রীমহাদেবপ্রসঙ্গে আমাদের নিকট বলিলেন যে, শৈশবে তাঁহার জননী পুত্রের দুষ্টামি দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিতেন, "এত জপ, এত উপবাসের ফলে শিব কিনা একটী পুণ্যাত্মার পরিবর্ত্তে তোকে, ভূতকে, পাঠাইলেন!" অবশেষে তিনি যে সত্য সত্যই শিবের একটী ভূত, এই ধারণা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তাঁহার মনে

* "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোহন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ লোকাস্তং পরাদুর্যোহন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ।"—বৃহদারণ্যক, ৪,৫,৭।

হইল, যেন কোন সাজার নিমিত্ত তিনি কিছুদিনের জন্য শিবলোক হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, আর তাঁহার জীবনের একমাত্র চেষ্টা হইবে তথায় ফিরিয়া যাওয়া। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রথম আচারমর্য্যাদালঙ্ঘন পাঁচ বৎসর বয়সে হইয়াছিল; সেই সময় তিনি, খাইতে খাইতে ডান হাত এঁটো-মাখা থাকিলে বাঁ হাতে জলের গেলাস তুলিয়া লওয়া কেন অধিক পরিচ্ছন্নতার কাজ হইবে না, এই মর্ম্মে তাঁহার মাতার সহিত এক তুমুল তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই দুষ্টামি অথবা এবংবিধ অপর সব দুষ্টামির জন্য জননীর অমোঘ ঔষধ ছিল—বালককে জলের কলের নীচে বসাইয়া দেওয়া, এবং তাহার মস্তকে শীতল জলধারা পড়িতে থাকিলে "শিব! শিব!" উচ্চারণ করা। স্বামিজী বলিলেন যে, এই উপায়টী কখনও বিফল হইত না। মাতার জপ তাঁহাকে তাঁহার নির্ব্বাসনের কথা মনে পড়াইয়া দিত, এবং তিনি মনে মনে "না, না, এবার আর নয়!" এই বলিয়া পুনর্ব্বার শান্ত এবং বাধ্য হইতেন।

মহাদেবের প্রতি তাঁহার যৎপরোনাস্তি ভালবাসা ছিল, এবং একদা তিনি ভারতের ভাবী স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা তাহাদের নূতন নূতন কর্ত্তব্যের মধ্যে শুধু মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে "শিব!" "শিব!" বলে, তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট পূজা করা হইবে। তাঁহার নিকট হিমালয়ের বাতাস পর্য্যন্ত সেই অনাদি অনন্ত ধ্যানের বিষয়ীভূত মূর্ত্তি দ্বারা ওতপ্রোত, যে ধ্যান সুখচিন্তার দ্বারা ভগ্ন হইবার নহে; এবং তিনি বলিলেন যে, এই গ্রীষ্ম ঋতুতেই তিনি প্রথম সেই প্রাকৃতিক কাহিনীর অর্থ বুঝিলেন, যাহাতে মহাদেবের মস্তকে এবং সমতল প্রদেশে

অবতরণের পূর্ব্বে, শিবের জটার মধ্যে সুরধুনীর ইতস্ততঃ সঞ্চরণ কল্পিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে, তিনি বহুদিন ধরিয়া পর্ব্বতমধ্যবাহিনী নদী ও জলপ্রপাতসকল কি কথা বলে ইহা জানিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে জানিয়াছিলেন যে, ইহা সেই অনাদি অনন্ত হর হর বম্ বম ধ্বনি! তিনি একদিন শিবের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "হাঁ, তিনিই মহেশ্বর, শান্ত, সুন্দর এবং মৌন! আর আমি তাঁহার পূজক বলিয়া শ্লাঘ্য।"

আর একবার তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল—বিবাহ কিরূপে ঈশ্বরের সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধেরই আদর্শস্বরূপ। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, "এই জন্যই, যদিও মাতার স্নেহ কতকাংশে এতদপেক্ষা মহত্তর, তথাপি পৃথিবীশুদ্ধ লোক স্বামি-স্ত্রীর প্রেমকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া থাকে। আর কোন প্রেমেই এরূপ মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইবার অপূর্ব্ব শক্তি নাই। প্রেমাস্পদকে যেমনটী কল্পনা করা যায়, সত্য সত্যই সে ঠিক তেমনটীই হইয়া উঠে, এই প্রেমে প্রেমাস্পদকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।"

তৎপরে কথাপ্রসঙ্গে জাতীয় আদর্শের কথা উঠিল, এবং স্বামিজী, বিদেশপ্রত্যাগত পান্থ কিরূপ আনন্দের সহিত আবার স্বদেশবাসী নরনারীগণকে স্বাগত করে, তাহার উল্লেখ করিলেন। মানুষ সারা জীবন ধরিয়া অজ্ঞাতসারে এরূপ শিক্ষালাভ করিয়া আসে যে, সে স্বদেশবাসীর মুখে এবং আকৃতিতে ভাবের ক্ষীণতম লহরটী পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে পারে।

পথে যাইতে যাইতে আমাদের পুনরায় একদল পাদচারী সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাদের কৃচ্ছ্রানুরাগ দেখিয়া

স্বামিজী কঠোর তপস্যাকে "বর্ব্বরতা" বলিয়া তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের এই এক বিশেষত্ব যে, শুধু ধর্ম্মজীবনই সম্পূর্ণরূপে নিজ অবস্থাসম্বন্ধে সচেতন, এবং উহাই সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। এই লোকগুলি সম্ভবতঃ যতটুকু কষ্ট স্বীকার করিতেছিলেন, ঠিক ততটুকু কষ্টই অন্যান্য দেশে লোকে ব্যবসায়ে বা কারবারে, এমন কি খেলাতেও উন্নতিলাভকল্পে স্বীকার করিবে। কিন্তু যাত্রিগণ তাহাদের আদর্শের নামে ধীরে ধীরে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতেছে, এই দৃশ্যে তাঁহার মনে কষ্টকর স্মৃতি-পরম্পরার উদয় হইল, এবং মানব-সাধারণের পক্ষ হইতে তিনি ধর্ম্মের উৎপীড়নে অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎপরে আবার ঐ ভাব যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ চলিয়া গেল এবং তাহার পরিবর্ত্তে এই "বর্ব্বরতা" না থাকিলে যে বিলাস আসিয়া মানুষের সমুদয় মনুষ্যত্ব অপহরণ করিত, এই ধারণা ঠিক তেমনই দৃঢ়তার সহিত উল্লিখিত হইল।

সেদিন রাত্রে আমরা উরীর ডাক-বাঙ্গালায় অবস্থান করা স্থির করিলাম, এবং গোধূলির সময় সকলে মাঠ ও বাজার বেড়াইয়া আসিলাম। আহা! কি সুন্দর স্থানটী! চলিবার পথের উপরেই একটী ক্ষুদ্র মাটীর কেল্লা—ঠিক ইউরোপীয় ফিউড্যাল * ছাঁচের —এবং অব্যবহিত পরেই উন্মুক্ত আকাশতলে ক্রমোচ্চভাবে সাজান মাঠ এবং পাহাড়ের শ্রেণী। নদীর উপরে রাস্তার গায়েই বাজারখানি; এবং আমরা যে পথ দিয়া ডাক বাঙ্গালায় ফিরিয়া

---

* Feudal—মধ্যযুগে লোকে জমিদারদের নিকট হইতে 'যুদ্ধকালে সৈন্য সাহায্য করিব' এই সর্ত্তে জমি ইজারা লইত—তৎসম্বন্ধীয়।

আসিলাম, সেটা মাঠের উপর দিয়া কতকগুলি কুটীর পার হইয়া চলিয়াছে,—কুটীরসংলগ্ন উদ্যানে বিস্তর গোলাপফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। আমাদের আসিবার সময় এখানে সেখানে অন্য সকলের চেয়ে কিছু বেশী সাহসী এক আধটা শিশু আমাদের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতূহলে মেলামেশা করিয়াছিল।

২০শে জুন।—পরদিন গিরিসঙ্কটের সব চেয়ে সুন্দর অংশটার মধ্য দিয়া চলিয়া এবং গির্জ্জার আকারবিশিষ্ট পাহাড়গুলি ও একটা প্রাচীন সূর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আমরা বারামুল্লায় পৌঁছিলাম। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীর উপত্যকা এককালে একটা হ্রদ ছিল, এবং এই স্থানটীতে ভগবান্ বরাহ স্বীয় দন্তাঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া দিয়া বিতস্তা নদীকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করিয়া দেন। পুরাণাকারে আর একটা ভৌগোলিক তথ্য ইহাতে নিহিত অথবা ইহা ইতিহাস জন্মিবারও পূর্ব্বেকার ইতিহাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীর উপত্যকা।

ব্যক্তিগণ :—স্বামি বিবেকানন্দ এবং একদল ইউরোপীয় নরনারী ; ধীরামাতা, জয়া এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

সময় :—২০শে হইতে ২২শে জুন পর্য্যন্ত।

স্থান :—বিতস্তা নদী—বারামুলা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত।

"ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়!" অতি উল্লাসের সহিত এই বলিতে বলিতে স্বামিজী আমাদের ডাকবাঙ্গলার কামরাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং ছাতাটী জানুদ্বয়ের উপর রাখিয়া উপবেশন করিলেন, কোন সঙ্গী না লইয়া আসায় তাঁহাকে স্বয়ংই পুরুষের দ্বারা অনুষ্ঠেয় সাধারণ ছোট খাট কাজগুলি সম্পাদন করিতে হইতেছিল, এবং তিনি ডোঙ্গা ভাড়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহির হইয়াই তাঁহার হঠাৎ একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তিনি স্বামিজীর নাম শ্রবণে সমস্ত ভার নিজের উপর লইয়া তাঁহাকে নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যাইতে কহিয়াছিলেন।

সুতরাং দিনটী আমাদের আনন্দে কাটিয়াছিল। আমরা একটী সামাবার হইতে কাশ্মীরী চা পান করিলাম, এবং ঐ দেশের মোরব্বা ভক্ষণ করিলাম। পরে প্রায় চারিটার সময় আমরা তিন ডোঙ্গা-বিশিষ্ট এক ক্ষুদ্র নৌ-বহর অধিকার করিলাম এবং আর বিলম্ব না করিয়া শ্রীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রথম সন্ধ্যাটীতে আমরা স্বামিজীর জনৈক বন্ধুর বাগানের পাশে নঙ্গর করিলাম, এবং সেখানে

শিশুগণের সহিত খেলা করিলাম, ফর্‌গেট্‌-মি-নট্‌ ফুল তুলিলাম, এবং সবে ফসল-কাটা ক্ষেতগুলিতে একদল কৃষক কোনও সময়োচিত আমোদপ্রমোদ উপলক্ষে গান করিতেছে, দেখিতে লাগিলাম। স্বামিজী প্রায় এগারটার সময় অন্ধকারে নিজ নৌকায় ফিরিবার পথে আমাদের কাছ দিয়া যাইতে যাইতে, গ্রাম্য লোকদের মধ্যে মুদ্রা প্রচলনের ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের ঘোর তর্কের শেষাংশটী শুনিতে পাইয়াছিলেন।

পরদিন আমরা তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতরাজি দ্বারা পরিবেষ্টিত এক মনোরম উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। ইহাই কাশ্মীর উপত্যকা নামে পরিচিত; কিন্তু হয়ত শ্রীনগর উপত্যকা বলিলে ইহার ঠিক ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। ইসলামাবাদ নগরের নিজের একটী উপত্যকা ছিল, সেটী নদীর আরও উপরিভাগে, এবং তথায় পৌঁছিতে আমাদিগকে পর্ব্বতগুলির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। উপরে সুনীল গগন, আর যে জলপথে আমরা যাইতেছিলাম, তাহা ত নীল হইবেই। কখনও কখনও আমাদের রাস্তায় হরিদ্বর্ণ পত্র-সমন্বিত মৃণালের বড় বড় দল, তাহার মাঝে মাঝে দু একটী কোকনদ, এবং উভয় তীরে ক্ষেতের পর ক্ষেত,—আসিবার সময় তাহাদের মধ্যে কতকগুলিতে কৃষকগণ ফসল কাটিতেছে, দেখিলাম। সমস্ত দৃশ্যটীতে নীল হরিৎ এবং শ্বেতের অপরূপ নির্দ্দোষ সমন্বয়ে কি এমন একটা খোল্‌তাই হইয়াছিল যে, ক্ষণকালের জন্য ইহার সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে উপভোগ করিতে যাইয়া হৃদয় একরূপ করুণ-রসে আপ্লুত হইল।

সেই প্রথম প্রাতঃকালটীতে ক্ষেতের উপর দিয়া লম্বা এক চোট

ভ্রমণের পর আমরা এক বিস্তৃত গোচারণ-ভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত একটী বিপুল চেনার গাছের নিকট উপস্থিত হইলাম। সত্য সত্যই দেখাইতেছিল যেন এই গাছের ভিতরকার অবকাশটীতে প্রবাদোক্ত বিশটা গরু স্থান পাইতে পারে! স্বামিজী, কিরূপে ইহাকে এক সাধু-নিবাসের উপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এই স্থাপত্য-বিষয়ক আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। বাস্তবিকই এই সজীব বৃক্ষটার কোটরে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত হইতে পারিত, তৎপরে তিনি ধ্যানের কথা বলিতে লাগিলেন; ফলে দাঁড়াইল এই যে, ভবিষ্যতে চেনার গাছ দেখিলেই ঐ কথার স্মৃতি উহাকে পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া দিবে!

তাঁহার সহিত আমরা নিকটস্থ গোলাবাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। তথায় দেখিলাম, তরুতলে বসিয়া এক পরম সুশ্রী বর্ষীয়সী রমণী। তাঁহার মস্তকে কাশ্মীরী স্ত্রী-সুলভ লাল টুপী এবং শ্বেত অবগুণ্ঠন। তিনি বসিয়া পশম হইতে সুতা কাটিতেছিলেন, এবং তাঁহার চারি পাশে তাঁহার দুই পুত্রবধূ এবং তাঁহাদের ছেলেপিলেরা তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। স্বামিজী পূর্ব্ব শরৎ ঋতুতে আর একবার এই গোলাবাড়ীতে আসিয়াছিলেন, এবং তদবধি এই স্ত্রীলোকটীর স্বধর্ম্মে আস্থা এবং গৌরব-বোধের কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন। সেবার তিনি জল খাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং উক্তা স্ত্রীও তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তৎপরে বিদায় লইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা; আপনি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী?" গৌরব এবং জয়োল্লাসিত উচ্চ কণ্ঠে বৃদ্ধা উত্তর দিয়াছিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী!" এক্ষণে এই মুসলমান

পরিবার সকলে মিলিয়া স্বামিজীকে পুরাতন বন্ধুরূপে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনি যে বন্ধুগণকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিও সর্ব্ববিধ সৌজন্য প্রকাশে রত হইলেন। শ্রীনগর পৌঁছিতে দুই তিন দিন লাগিয়াছিল, এবং একদিন সন্ধ্যাকালে আহারের পূর্ব্বে ক্ষেতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে একজন (তিনি কালীঘাট দর্শন করিয়াছিলেন) আচার্য্যদেবের নিকট অভিযোগ করিলেন যে, সেখানকার ভক্তির অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস তাঁহার বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল, এবং বলিয়া উঠিলেন, "প্রতিমার সম্মুখে তাহারা ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয় কেন?" স্বামিজী একটা তিলের ক্ষেতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, (তাঁহার মতে ইংলণ্ডের dill নামক শস্যের উহা হইতেই উৎপত্তি) তিল আর্য্যগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তৈলবাহী বীজ, এই কথা বলিতেছিলেন! কিন্তু এই প্রশ্নে তিনি হস্তস্থিত ক্ষুদ্র নীল ফুলটীকে ফেলিয়া দিলেন, পরে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া প্রশান্ত গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই পর্ব্বতমালার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া, আর সেই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হওয়া, এ দুইই সমান নহে কি?"

আচার্য্যদেব আমাদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, গ্রীষ্মাবসানের পূর্ব্বেই তিনি আমাদিগকে কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়া গিয়া ধ্যান শিক্ষা দিবেন। আমাদের চিঠিপত্র বহু দিন ধরিয়া জমিতেছিল; সেগুলি আনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে এক্ষণে শ্রীনগর যাইতে হইবে, এবং অবকাশটী কিরূপে কাটাইতে হইবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠিল। নির্দ্ধারিত হইল যে, আমরা প্রথমে দেশটী দেখিব, এবং তৎপরে নির্জ্জনবাস করিব।

শ্রীনগরের প্রথম রজনীতে আমরা কতিপয় বাঙ্গালী রাজকর্ম্ম-

চারীর গৃহে ভোজন করিয়াছিলাম, এবং নানা কথার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য অভ্যাগতগণের মধ্যে একজন মত প্রকাশ করিলেন যে, প্রত্যেক জাতির ইতিহাস কতকগুলি আদর্শের উদাহরণ এবং বিকাশস্বরূপ, এবং উক্ত জাতির সকল লোকেরই সেইগুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা উচিত। আমরা এই দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিলাম যে, উপস্থিত হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের চক্ষে ইহা ত স্পষ্টই একটী বন্ধন, এবং মানবমন কখনই চিরকাল ইহার অধীন হইয়া থাকিতে পারে না। উক্ত মতের বন্ধনাত্মক অংশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহারা সমগ্র ভাবটীর প্রতিই অবিচার করিলেন বলিয়া মনে হইল। অবশেষে স্বামিজী মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, তোমরা বোধ হয় স্বীকার করিবে যে, মানবপ্রকৃতির ক্ষেত্রে যদি কোন চূড়ান্ত শ্রেণীভাগসূত্র থাকে ত উহা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক বা ভৌগলিক নহে। প্রণালী হিসাবে এই ভাবগত সাদৃশ্যগ্রহণকে একদেশবর্ত্তিতামূলক সাদৃশ্যগ্রহণ অপেক্ষা চিরস্থায়ী করা যায়। এবং তৎপরে তিনি আমাদের সকলেরই পরিচিত দুই জনের কথার উল্লেখ করিলেন; তন্মধ্যে একজনকে, তিনি জীবনে যত ঈশাহী দেখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বরাবর মনে করিতেন অথচ তিনি একজন বঙ্গরমণী, এবং আর একজনের জন্মভূমি পাশ্চাত্যে কিন্তু তিনি বলিতেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহার (স্বামিজীর) অপেক্ষাও ভাল হিন্দু। সব দিক্ ভাবিয়া দেখিলে, এ অবস্থায় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ছিল না কি যে, উভয়েই প্রত্যেকে পরস্পরের দেশে জন্মিয়া নিজ নিজ আদর্শের যথাসম্ভব প্রসার বিধান করেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রীনগর-বাস।

স্থান :—শ্রীনগর।

সময় :—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের নিকট দীর্ঘকাল কথাবার্ত্তা কহিতেন,—কখনও কাশ্মীর যে সকল বিভিন্ন ধর্ম্মযুগের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে, কখনও বা বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি, কখনও বা শিবোপাসনার ইতিহাস, আবার হয়ত বা কনিষ্কের সময়ে শ্রীনগরের অবস্থা এই সকল বিষয়ের কথোপকথন চলিত।

একদিন তিনি আমাদের মধ্যে একজনের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বলিলেন, "আসল কথা এই যে, বৌদ্ধধর্ম্ম অশোকের সময়ে এমন একটী মহদনুষ্ঠানে উদ্যোগী হইয়াছিল, যাহার জন্য জগৎ সবে মাত্র আজকালই উপযুক্ত হইয়াছে!" তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের কথা কহিতেছিলেন। কিরূপে অশোকের ধর্ম্মবিষয়ক একচ্ছত্রিত্ব বার বার ঈশাহী এবং মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গের পর তরঙ্গ দ্বারা চূর্ণীকৃত হইয়াছিল, কিরূপে আবার এতদুভয়ের প্রত্যেকেই মানবজাতির ধর্ম্মবুদ্ধির উপর একচেটিয়া অধিকার দাবি করিত, এবং অবশেষে কিরূপে এই মহাসমন্বয় আজ স্বল্পকালমধ্যেই সম্ভবপর হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে—এই সকল বিষয়ের অবতারণা

করিয়া তিনি এক মহদদ্ভুত চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

আর একবার মধ্য-এসিয়োদ্ভব দিগ্বিজয়ী বীর জেঙ্গিজ অথবা চেঙ্গিজ খাঁ সম্বন্ধে কথা হইল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকে তাঁহাকে একজন নীচ, পরপীড়ক বলিয়া উল্লেখ করে, তোমরা শুনিয়া থাক, কিন্তু তাহা সত্য নহে। এই মহামনাগণ কখনও কেবলই ধনলোলুপ বা নীচ হন না! তিনি একরকম অখণ্ড-ভাবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জগৎকে তিনি এক করিতে চাহিতেছিলেন। নেপোলিয়নও সেই ছাঁচে গড়া লোক ছিলেন; এবং সেকেন্দরও এই শ্রেণীর আর একজন। মাত্র এই তিন জন—অথবা হয়ত একই জীবাত্মা তিনটী পৃথক্ দিগ্বিজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল!" এবং তৎপরে, যে একমাত্র অবতার-আত্মা ঐশী শক্তিদ্বারা পূর্ণ হইয়া জীবের ব্রহ্মৈক্য সংস্থাপনের নিমিত্ত বারংবার ধর্ম্মজগতে আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারই সম্বন্ধে তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে "প্রবুদ্ধ-ভারত" মান্দ্রাজ হইতে নবপ্রতিষ্ঠিত মায়াবতী আশ্রমে স্থানান্তরিত হওয়ায় আমরা সকলে প্রায়ই ইহার কথা ভাবিতাম।

স্বামিজী এই কাগজখানিকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তৎপ্রদত্ত সুন্দর নামটাই তাহার পরিচয়। তাঁহার নিজের কয়েকখানি মুখ-পত্র থাকে, এইজন্য তিনি সদাই উৎসুক ছিলেন। বর্ত্তমান ভারতে শিক্ষাবিস্তারকল্পে মাসিক পত্রের কি মূল্য, তাহা তিনি সম্যক্‌রূপে

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়াছিলেন যে তাঁহার গুরু-দেবের উপদেশাবলী, বক্তৃতা এবং লোকহিতকর কার্য্যের ন্যায় এই উপায় দ্বারাও প্রচার করা আবশ্যক। সুতরাং দিনের পর দিন তিনি যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের লোকহিতকর কার্য্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করিতেন, তাঁহার কাগজগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই করিতেন। প্রতিদিন তিনি স্বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদকত্বে আশু-প্রকাশোন্মুখ প্রথম সংখ্যাখানির উদ্দেশ্যে কথা পাড়িতেন; এবং একদিন বৈকালে, আমরা সকলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে তিনি একখণ্ড কাগজ আমাদের নিকট আনিলেন, এবং বলিলেন যে, তিনি একখানি পত্র লিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা এরূপ দাঁড়াইল।

প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি।

জাগো আরো একবার!
মৃত্যু নহে, এ যে নিদ্রা তব,
জাগরণে পুন সঞ্চারিতে
নবীন জীবন, আরো উচ্চ
লক্ষ্যধ্যানতরে প্রদানিতে
বিরাম পঙ্কজ-আঁখি-যুগে।
হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
—তব মৃত্যু নাহি কদাচন!
হও পুন অগ্রসর,
তব সেই ধীরপদক্ষেপে

নাহি যাহে হরে শান্তি তার,
নিরুদ্বেগে পথিপার্শ্বে স্থিত
দীনহীন ধূলিকণিকার;
শক্তিমান্, তবু মতিস্থির •
আনন্দমগন, মুক্ত, বীর;
হে সুপ্তিনাশন, চিরাগ্রণী!
ব্যক্ত কর তব বজ্রবাণী।
লুপ্ত সে জনমগৃহ,
যথা বহু স্নেহসিক্ত হিয়া
পালিলা শৈশবে, হর্ষভরে
নিরখিলা যৌবন-উন্মেষ;

কিন্তু হের নিয়তি সে ধরে
অমোঘ প্রভাব,—সৃষ্ট যাহা
প্রকৃতি-নিয়মে সবে ফিরে
যথা স্থান উদ্ভব-কারণ
লভিবারে প্রাণশক্তি পুনঃ।
উরহ আবার তবে,
সেই তব জন্মস্থান হতে,
হিমস্তূপ অভ্রকটিহার
আশীষিবে যেথায় সতত,
—শক্তি দিবে করিয়া সঞ্চার
নব নব অসাধ্যসাধনে ;
যেথা সুরনদী তব স্বর
বাঁধিবে অমরগীতিসুরে ;
দেবদারুছায়া বিধানিবে
নিত্যশান্তি যেথা তব শিরে।
সর্ব্বোপরি, যিনি উমা
শান্তপূতা হিমগিরিসুতা—
শক্তিরূপে প্রাণরূপে আর
জননী যে সর্ব্বভূতে স্থিতা,
কার্য্য যাহা সবি কার্য্য যার,
এক ব্রহ্ম করে প্রপঞ্চিত,
কৃপা যার সত্যের দুয়ার
খুলি এক বহুতে দেখায়,
দিবে শক্তি সে জননী তোমা
ক্লান্তিহীন, স্বরূপ যাহার
অসীম সে প্রেমপারাবার।
আশীষিবে তোমা তাঁরা
পরমর্ষি সবে, যাঁহাদের
কোন দেশ, কোন কাল নারে
শুধু আপনার বলিবারে,
—এ জাতির জনয়িতৃগণ—
সত্যের মরম যাঁরা সবে
একইরূপ করি অনুভব
নিঃসঙ্কোচে প্রচারিল ভবে
ভালমন্দ যেমন ভাষায়,
তুমি দাস তাহাদের, তায়
লভিয়াছ রহস্য সে মূল
—বস্তু এক, ইথে নাহি ভুল।
হে প্রেম! কহ সে তব
শান্তস্নিগ্ধ বাণী, মায়াসৃষ্টি
যাহার স্পন্দনে লয় পায়,
স্তরে স্তরে ছায়াস্বপ্ন আর
হের সব শূন্যেতে মিলায়,
অবশেষে সত্য নিরমল
"যে মহিম্নি" বিরাজে কেবল।
কহ আর বিশ্বজনে—

উঠ, জাগ, স্বপ্ন নহে আর !
স্বপনরচনা শুধু ভবে—
কর্ম্ম হেথা গাঁথে মালা যার
আদি সূত্র, বৃন্তমূলহীন
ভাল মন্দ পুষ্প ভাবনার,
জন্ম লভে গর্ভে অসতের,
—সত্যের মৃদুল শ্বাসে ধায়
আদিতে যে শূন্য ছিল তায় !

অভী হও, দাঁড়াও নির্ভয়ে
সত্যগ্রাহী সত্যের আশ্রয়ে,
মিশি সত্যে যাও এক হয়ে,
মিথ্যা কর্ম্মস্বপ্ন ঘুচে যাক্—
কিম্বা থাকে স্বপ্নলীলা যদি
হের সেই, সত্যে গতি যার,
থাক্ স্বপ্ন নিষ্কাম সেবার
আর থাক্ প্রেম নিরবধি।

২৬শে জুন।—আচার্য্যদেব আমাদের সকলকে ছাড়িয়া একাকী কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইহা না জানিয়া তাঁহার সহিত ক্ষীরভবানী নামক শুভ্র প্রস্রবণগুলি দেখিতে যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলাম। শুনিলাম, ইতিপূর্ব্বে কখনও কোন ঈশাহী বা মুসলমান তথায় পদার্পণ করে নাই, এবং আমরা ইহার দর্শন লাভে যে কতদূর কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত; কারণ, ভগবান্ যেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, পরে এই নামটাই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র হইয়া উঠিবে। এই সম্পর্কে একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল।—আমাদের মুসলমান মাঝিগণ আমাদিগকে জুতা পায়ে দিয়া নামিতে দিল না,—কাশ্মীরের মুসলমানধর্ম্ম এত হিন্দু-ভাব-বহুল, ইহার আবার চল্লিশ জন "ঋষি" আছেন, এবং উপবাসী হইয়া তাঁহাদের মন্দির দর্শন করিতে হয়।

২৯শে জুন।—আর একদিন আমরা নিজেরাই বিনা আড়ম্বরে দুই তিন সহস্র ফিট উচ্চ একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখরদেশে খুব

ভারী ভারী উপকরণে গঠিত তক্ত-ই-সুলেমান নামক এক ক্ষুদ্র মন্দির দর্শন করিলাম। তথায় শান্তি ও সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছিল, এবং বিখ্যাত ভাসমান উদ্যানগুলি নিয়ে চতুষ্পার্শ্বে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির এবং স্মৃতিসৌধাদির নির্ম্মাণোপযোগী স্থাননির্ব্বাচনে হিন্দুগণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়, এই বিষয়টীর অনুকূলে স্বামিজী যে তর্ক করিতেন, তক্ত-ই-সুলেমান তাহার একটী প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। তিনি যেমন একবার লণ্ডনে বলিয়াছিলেন যে, ঋষিগণ চতুর্দ্দিকের দৃশ্য উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই গিরিশীর্ষে বাস করিতেন, তেমনি এখন একটীর পর একটী করিয়া ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তসহকারে দেখাইয়া দিলেন যে, ভারতবাসিগণ চিরকাল অতি সুন্দর এবং মুখ্য মুখ্য স্থানগুলি পূজামন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক পবিত্রতা-মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন; এবং ইহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না যে, সেখান হইতে সমস্ত উপত্যকাটী দৃষ্টিগোচর হয় এমন একটী পাহাড়ের শিরোদেশে উক্ত ক্ষুদ্র তক্ত অবস্থিত থাকিয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছিল।

সেই সময়ের অনেক সুন্দর সুন্দর খণ্ডস্মৃতি মনে পড়িতেছে, যথা—

"তুলসী জগৎমে আইয়ে,
সব্‌সে মিলিয়া ধায়।
ন জানে কৌন্ ভেক্‌সে
নারায়ণ মিল্ যায়॥"

"তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করে। কে জানে, কোন্ রূপে নারায়ণ দেখা দেন!"

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥"

"একমাত্র দেব সর্ব্বভূতে লুকাইয়া আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব-ভূতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মনিয়ামক, সর্ব্বভূতের আধার, সাক্ষী, চৈতন্য-বিধায়ক, নিঃসঙ্গ এবং গুণরহিত।"

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং"—"সেখানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, চন্দ্র তারকাও নহে।"

কিরূপে একজন রাবণকে রামরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রতারণা করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, আমরা সে গল্প শুনিলাম। রাবণ উত্তর দিয়াছিলেন, "আমি কি একথা ভাবি নাই? কিন্তু কোন লোকের রূপ ধারণ করিতে হইলে তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে; আর রাম স্বয়ং ভগবান্; সুতরাং যখন আমি তাঁহার ধ্যান করি, তখন ব্রহ্মপদও খড়-কুটা হইয়া যায়; তখন পর-স্ত্রীর কথা কিরূপে ভাবিব?"—"তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গঃ কুতঃ?"

পরে স্বামিজী মন্তব্যস্বরূপে বলিলেন, "সুতরাং দেখ, অত্যন্ত সাধারণ বা অপরাধী জীবনেও এই সব উচ্চ ভাবের আভাস পাওয়া যায়।" পরদোষ সমালোচনা সম্বন্ধে এইরূপই বরাবর হইত। তিনি চিরকাল মানবজীবনকে ঈশ্বরের প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন, এবং কখনও কোনও ঘোর দুষ্কার্য্যের বা দুষ্ট লোকের খারাপ ভাগটা লইয়া টানাটানি করিতেন না।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

"যাহা সর্ব্বলোকের নিকট রাত্রি, সংযমী ব্যক্তি তাহাতে জাগরিত

থাকেন; যাহাতে সকল লোক জাগরিত থাকে, তাহা তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট রাত্রি (নিদ্রা)-স্বরূপ।"

একদিন টমাস আ কেম্পিসের কথা, এবং কিরূপে তিনি নিজে গীতা এবং "ঈশানুসরণ" মাত্র সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিতে বলিতে বলিলেন যে, এই পাশ্চাত্য সন্ন্যাসিবরের নামের সহিত দুশ্ছেদ্যভাবে জড়িত একটী কথা তাঁহার মনে পড়িল :—

"ওহে লোকশিক্ষকগণ, চুপ কর! হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, তোমরাও থাম! প্রভো, শুধু তুমিই আমার অন্তরে অন্তরে কথা কও।"

আবার আবৃত্তি করিতেন,—

"তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥" (কুমারসম্ভব)

"কঠোরদেহসাধ্য তপস্যাই বা কোথায়, আর তোমার এই সুকোমল দেহই বা কোথায়? সুকুমার শিরীষপুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত সহিতে পারে, কিন্তু পক্ষীর ভর কদাচ সহ্য করিতে পারে না।"—(অতএব উমা, মা আমার, তুমি তপস্যায় যাইও না), এবং গাহিতেন—

"এস মা, এস মা, ও হৃদয়রমা পরাণপুতলী গো,
হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো,
আছি জন্মাবধি তোর মুখ চেয়ে, জান গো জননী কি যাতনা সয়ে,
একবার হৃদয়-কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী।"

প্রায়ই মধ্যে মধ্যে গীতাসম্বন্ধে ("সেই বিস্ময়কর কবিতা, যাহাতে দুর্ব্বলতা বা কাপুরুষত্বের এতটুকু চিহ্ন মাত্র নাই!") দীর্ঘ

কথোপকথন হইত। একদিন তিনি বলিলেন যে, স্ত্রীগণের এবং শূদ্রের জ্ঞানচর্চ্চায় অধিকার নাই—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ, সকল উপনিষদের সারভাগ গীতায় নিহিত। বাস্তবিকই গীতা ব্যতীত তাহাদিগকে বুঝা একপ্রকার অসম্ভব; এবং স্ত্রীগণ এবং সকল জাতিই মহাভারত পাঠে অধিকারী ছিল।

৪ঠা জুলাই।—অতি উল্লাসের সহিত এবং গোপনে স্বামিজী এবং তাঁহার এক শিষ্যা (শিষ্যগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমেরিকা বাসী ছিলেন না) ৪ঠা জুলাই তারিখে একটী উৎসব করিবার আয়োজন করিলেন। একজন, আমাদের আমেরিকার জাতীয় পতাকা নাই, এবং থাকিলে তদ্দ্বারা আমাদের দলের অপর যাত্রি-গণকে তাঁহাদের জাতীয়-উৎসব উপলক্ষে প্রাতরাশকালে অভিনন্দন করা যাইতে পারিত, এই বলিয়া দুঃখ করিতেছেন, ইহা তাঁহার কর্ণগোচর হয়। ৩রা তারিখের অপরাহ্নে তিনি মহা ব্যস্ততার সহিত এক ওস্তাদ দরজীকে লইয়া আসিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি এই ব্যক্তিকে পতাকাটী কিরূপ করিতে হইবে বলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে সানন্দে সেইরূপ করিয়া দিবে। ফলে তারকা ও ডোরা দাগগুলি (Stars and Stripes) অত্যন্ত আনাড়ীর মতই এক বস্ত্রখণ্ডে আরোপিত এবং উহা চিরশ্যামল কয়েকটী শাখার সহিত, ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত নৌকাখানির শিরোভাগে পেরেক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল। এমন সময়ে আমেরিকাবাসিগণ স্বাধীনতা লাভের দিবসে (Independence Day) প্রাতঃকালীন চা পান করিবার জন্ত নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন! স্বামিজী এই ক্ষুদ্র উৎসবটীতে উপস্থিত থাকিবার জন্ত আর এক জায়গায়

যাওয়া স্থগিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি অন্যান্য অভিভাবণের সহিত নিজে একটী কবিতা উপহার দিলেন। সেগুলি এক্ষণে স্বাগতস্বরূপে সর্ব্বসমক্ষে পঠিত হইল।

৪ঠা জুলাইয়ের প্রতি।

"ঐ দেখ, কৃষ্ণবর্ণ মেঘগুলি অন্তর্হিত হইতেছে, রজনীতে পুঞ্জীকৃত হইয়া তাহারা ধরাপৃষ্ঠ কি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল! তোমার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে জগৎ জাগরিত হইতেছে। বিহঙ্গগণ সমস্বরে গান করিতেছে, কুসুমনিচয় তাহাদের শিশির-খচিত তারকা-প্রতিম মুকুটগুলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে, বাপীসকল প্রেমভরে তাহাদের শতসহস্র কমলনয়ন বিস্ফারিত করিয়া তোমাকে হৃদয়ের অন্তরতম তল হইতে অভিনন্দন করিতেছে।

"হে দিবাস্পতে, স্বাগত! আজ তোমাকে নূতন করিয়া সম্ভাষণ করিতেছি। হে তপন! আজ তুমি স্বাধীনতা বিকীরণ করিতেছ। ভাব দেখি, জগৎ কিরূপে তোমারি প্রতীক্ষায় রহিয়াছিল, কত দেশ-দেশান্তর যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তোমার সন্ধান করিয়া আসিয়াছে?—কেহ কেহ বা গৃহ পরিজন ছাড়িয়া ভীষণ জলধি ও গহন অরণ্য অতিক্রম করিয়া প্রতি পাদক্ষেপে জীবন-মরণের সহিত সংগ্রাম করিয়া তোমার অন্বেষণে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে!

আর পর এক শুভ দিনে সেই শুভ কর্ম্মের ফল ফলিল, এবং উপাসনা, প্রেম ও আপব্রত সর্ব্বাঙ্গ হইয়া উদ্‌যাপিত এবং গৃহীত হইল। আর, তখন তুমি প্রসন্ন হইয়া মানবজাতির উপর স্বাধীনতালোক বিকীরণ করিবার জন্ত উদিত হইলে!

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে।

"চল, প্রভো, তোমার নির্দ্দিষ্ট পথে অমোঘ গতিতে চলিতে থাক, যতদিন না তোমার মধ্যাহ্ন-কিরণ সমগ্র পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলে, যতদিন না প্রতি দেশ তোমার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যতদিন না নরনারী নিজ নিজ দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচিত দেখিতে পায়, এবং সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া অনুভব করে যে, তাহাদের মধ্যে যে নব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, উহা নবজীবনেরই সঞ্চার !"

৫ই জুলাই।—সেই দিন সন্ধ্যাকালে একজন, পাশ্চাত্যসমাজে প্রচলিত পরিহাসচ্ছলে কবে তাঁহার বিবাহ হইবে দেখিবার জন্য নিজ থালায় কয়টী চেরী ফলের বীচি অবশিষ্ট আছে, গণিয়া দেখেন। স্বামিজী ইহাতে দুঃখিত হন। কি জানি কেন, স্বামিজী এই খেলাটীকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লন এবং পরদিন প্রাতঃকালে যখন তিনি আসিলেন, তখন দেখিলাম, আদর্শ ত্যাগের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ উথলিয়া পড়িতেছে।

৬ই জুলাই।—অপরাধীর সহিত যেন এক চিন্তা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার যে সহৃদয় বাসনা তাঁহাতে প্রায়ই পরিলক্ষিত হইত, সেই ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই সব গার্হস্থ্য এবং বিবাহিত জীবনের ছায়া আমার মনে পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দেখা দেয় !" কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি, যাহারা গার্হস্থ্য জীবনের জয়গান করে, তাহাদের প্রতি দারুণ অবজ্ঞাভরে ত্যাগাদর্শের উপর জোর দিবার সময় যেন বহু উচ্চে উঠিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'জনক হওয়া কি এত সোজা ?—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইয়া রাজসিংহাসনে বসা ? ধনের বা যশের অথবা স্ত্রী-পুত্রের জন্য কোন খেয়াল না রাখা ?—পাশ্চাত্যে আমাকে বহু লোকে বলিয়াছে যে,

তাহারা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু আমি এইটুকু-মাত্র বলিতে পারিয়াছিলাম—'এরূপ সব মহাপুরুষ ত ভারতবর্ষে জন্মান না!"

এবং তৎপরে তিনি অন্য দিক্‌টার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রোতৃগণের মধ্যে একজনকে তিনি বলিলেন, "একথা মনে মনে বলিতে, এবং তোমার সন্তানদিগকে শিখাইতে কখনও ভুলিও না যে,

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

"মেরু এবং সর্ষপে যে প্রভেদ, প্রচণ্ড সূর্য্য এবং খদ্যোতে যে প্রভেদ, অনন্ত সমুদ্র এবং ক্ষুদ্র গোষ্পদে যে প্রভেদ, সন্ন্যাসী এবং গৃহীতেও সেই প্রভেদ।"

"সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"—"পৃথিবীতে সকল বস্তুতেই ভয় আছে, শুধু মানবের বৈরাগ্যই ভয়রহিত।"

"ভণ্ড সাধুরাও ধন্য, এবং যাহারা ব্রত উদ্‌যাপন করিতে অক্ষম হইয়াছে, তাহারাও ধন্য; কারণ, তাহারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং এইরূপে কতকাংশে অপরের সফলতার কারণ।"

"আমরা যেন কখনও আমাদের আদর্শ না ভুলি—কোন মতেই না ভুলি।"

এই সব মুহূর্ত্তে তিনি প্রতিপাদ্য ভাবটার সহিত সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া যাইতেন, এবং যে অর্থে একটা প্রাকৃতিক নিয়মকে

নিষ্ঠুর অথবা বলদৃপ্ত ভাবা যাইতে পারে। সেই অর্থে তাঁহার ব্যাখ্যাকেও যেন ঐরূপ গুণসংযুক্ত বলিয়া ভাবা যাইতে পারিত। বসিয়া শুনিতে শুনিতে আমরা ইন্দ্রিয়ের অগোচর নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প ভাব যেন সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতাম।

এই সব কথাবার্ত্তা যখন হয় তখন আমরা ডালহ্রদ হইতে শ্রীনগরে ফিরিয়াছি। ডালহ্রদ দর্শনই আমাদের ৪ঠা জুলাইয়ের উৎসবের প্রকৃত আনন্দ অনুষ্ঠান। সেখানে আমরা মুরমহলের শালিমার বাগ, এবং নিশাৎ বাগ অর্থাৎ আনন্দ উদ্যান দেখিয়াছিলাম, এবং বিপুলকায় চেন্নার গাছগুলির নীচে আইরিস্ (Iris) সমূহের শ্যামল শোভার মধ্যে শান্তভাবে সূর্য্যাস্তের সময়টী অতিবাহিত করিয়াছিলাম।

সেই দিনই (৬ই জুলাই) ধীরামাতা এবং জয়া কোন ব্যক্তিগত কার্য্য উপলক্ষে গুলমার্গ যাত্রা করিলেন, এবং স্বামিজীও পথের কিয়দংশ তাঁহাদের সহিত গমন করিলেন।

পরবর্ত্তী রবিবার, ১০ই জুলাই রাত্রি নয়টার সময় প্রথমোক্ত দুইজন হঠাৎ ফিরিয়া আসিলেন, এবং অনতিবিলম্বেই বিভিন্ন সূত্রে আমারা সংবাদ পাইলাম যে, আচার্য্যদেব সোনমার্গের রাস্তা দিয়া অমরনাথ গিয়াছেন, এবং অপর একটী পথ দিয়া ফিরিবেন। তিনি কপর্দ্দকমাত্র না লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুশাসিত দেশীয় রাজ্যে এই ব্যাপার তাঁহার বন্ধুবর্গের কোন উদ্বেগের কারণ হয় নাই।

ইহার দু এক দিন পরে একটী অপ্রিয় ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ শিষ্যত্বগ্রহণোৎসুক এক যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং স্বামিজীর

নিকট যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। আমরা বুঝিলাম যে তিনি যে নিঃসঙ্গত্বের উদ্দেশ্যে গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার ঘোর ব্যাঘাত উপস্থিত হইবে এবং তাহা কোন ক্রমেই হইতে দেওয়া উচিত নহে; কিন্তু লোকটী কিছুতেই না ছাড়ায়, আমাদিগকে তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে হইল। আমাদের জীবনস্রোতও দুই এক দিনের জন্য পুরাতন খাতেই বহিতে লাগিল।

১৫ই জুলাই।—আমরা কি উদ্দেশ্যে আজ বাহির হইতেছিলাম? শুক্রবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় আমরা নদীর অনুকূলে কিয়দ্দূর যাইবার জন্য সবে মাত্র নৌকা খুলিয়াছিলাম, এমন সময় ভৃত্যগণ দূরে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুকে চিনিতে পারিল, এবং আমাদের সংবাদ দিল যে, স্বামিজীর নৌকা আমাদের অভিমুখে আসিতেছে।

এক ঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন, এবং বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনন্দ অনুভব করিলেন। এবারকার গ্রীষ্ম ঋতুতে অস্বাভাবিক গরম পড়িয়াছিল, এবং কয়েকটী তুষারবর্ত্ম (glacier) ধসিয়া যাওয়ায় সোনমার্গ হইয়া অমরনাথ যাইবার রাস্তাটী দুর্গম হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনায় তিনি ফিরিয়া আসেন।

কিন্তু আমাদের কাশ্মীরবাসের কয়েক মাসে আমরা স্বামিজীর যে তিনটী মহান্ দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দাতিরেকের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহার প্রথমটীর সূত্রপাত এই সময় হইতেই। যেন আমরা স্বচক্ষে তাঁহার গুরুদেবের সেই উক্তির যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিতেছিলাম—

"খানিকটা অজ্ঞান রহিয়াছে বটে। সেটুকু আমার ব্রহ্মময়ী

মা-ই উহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাজ হইবে বলিয়া। কিন্তু উহা ফিন্‌ফিনে কাগজের পর্দ্দার মত, নিমিষের মধ্যেই ছিঁড়িয়া ফেলা যায়

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাণ্ড্রেস্থানের মন্দির।

ব্যক্তিগণ:—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ এবং একদল ইউরোপীয় নরনারী, ধীরামাতা, 'জয়া' এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

সময়:—১৬ই হইতে ১৯শে জুলাই পর্য্যন্ত।

স্থান:—কাশ্মীর।

১৬ই জুলাই।—পর দিবস জনৈক শিষ্যার স্বামিজীর সহিত একখানি ছোট নৌকা করিয়া নদীবক্ষে গমনের সুযোগ ঘটিয়াছিল। নৌকা স্রোতের অনুকূলে চলিতেছে, আর তিনিও রামপ্রসাদের গানগুলি একটীর পর একটী করিয়া গাহিয়া চলিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে একটু আধটু অনুবাদ করিয়া দিতেছেন। যেমন—

"ভূতলে আনিয়ে মাগো কর্‌লে আমায় লোহা পেটা,
আমি তবু কালী বলে ডাকি সাবাস আমার বুকের পাটা।"

অথবা, "মন কেন রে ভাবিস্ এত,
যেন মাতৃহীন বালকের মত।" ইত্যাদি।

এবং তার পর শিশু কুপিত হইলে যেমন গর্ব্ব ও অভিমানভরে বলিয়া থাকে, সেই ভাবের একটী গান গাহিলেন। তাহার শেষ-ভাগটী এই—

"আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব।"

১৭ই জুলাই।—খুব সম্ভবতঃ ইহারই পরদিবস, তিনি ধীরামাতাদের নৌকায় আসিয়া ভক্তির প্রসঙ্গ করিতে থাকেন। প্রথমেই একাধারে হরগৌরীমিলনরূপ সেই অদ্ভুত হিন্দুভাবটী কথিত হইল। তাহার কথাগুলি এখানে দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরের অভাবে তাহারা অপেক্ষাকৃত কিরূপ প্রাণহীন দেখাইতেছে! তা ছাড়া তখনকার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য কি অপরূপ ছিল!—ছবিখানির মত শ্রীনগর, লম্বার্ডী দেশসুলভ সমুন্নতশির পপলার গাছগুলি, এবং দূরে চির তুষাররাশি! সেই নদীগর্ভ উপত্যকায়, মহান্ পর্ব্বত-রাজির পাদমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, তিনি আবৃত্তি করিলেন—

কস্তূরিকাচন্দনলেপনায়ৈ,
শ্মশানভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ,
কপালমালাপরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়,,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

অম্ভোধরশ্যামলকুণ্ডলায়ৈ,
বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥ ইত্যাদি।

তৎপরে আমরা ইস্‌লামাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঘটনাচক্রে ইহাই বাস্তবিক অমরনাথ-যাত্রা হইয়া দাঁড়াইল।

১৯শে জুলাই।—প্রথম অপরাহ্লটীতে, বিতস্তা নদীতীরে এক জঙ্গলের মধ্যে আমরা চির-অন্বেষিত পাণ্ডেস্থান মন্দির আবিষ্কার করিলাম। ("পাণ্ডেস্থান" কি "পাণ্ড্রেস্থান"—পাণ্ডবগণের স্থান?)

মন্দিরটী গাঢ় ফেনায় ঢাকা এক পুষ্করিণীর মধ্য হইতে উঠিয়াছে। ইহা ভারী ভারী ধূসর চূণাপাথরে নির্ম্মিত বহু প্রাচীনকালের একটী ক্ষুদ্র দেউল। ইহাতে একটী স্বল্পায়তন প্রকোষ্ঠ, তাহার পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারিদিকে চারিটী দুয়ার। বাহির হইতে দেখিতে ইহা চৌতারায় বসান চারি পার্শ্বে ফোকড়বিশিষ্ট একটী মাথাকাটা পিরামিডের মত, সরু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপরে আবার একটী ঝোপ জন্মিয়াছে। ইহার স্থাপত্যে ত্রিপত্র ও ত্রিভুজাকার খিলান পরস্পর এবং সরলরেখা-বিশিষ্ট সরদালের সহিত এমন একভাবে মিশান ছিল যে, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরটী অদ্ভুত রকম দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এই সকল বিভিন্ন নির্ম্মাণপদ্ধতির মধ্যে যে পার্থক্যটুকু অবশ্যম্ভাবী, তাহা ভারী ভারী নক্সার কাজে কতকটা ঢাকা পড়িয়াছিল।

বনমধ্যস্থ পুকুরটীর ধারে পৌঁছিবার পর সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতরের কারুকার্য্যগুলি ভাল করিয়া দেখিবার কোন উপায় না দেখিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলাম। কয়েকখানি পথনির্দ্দেশক পুস্তকে সেগুলি নক্সা ও কারিগরী বিষয়ে "পুরা দস্তুর প্রাচীন সভ্যযুগের,"[১] অর্থাৎ যাবনিক ও রোমক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল!

কিন্তু আমাদের হাজি অর্থাৎ মাঝিগণ একজন স্থানীয় লোককে লইয়া আসিল, সে আমাদিগকে একখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিবার ভার লইল। তখন আমাদের বিষাদ আনন্দে পরিণত হইল। লোকটী ফেনার নীচে হইতে একখানা নৌকা টানিয়া উঠাইল, এবং উহাতে একটী শিকল বাঁধিয়া নিজে প্রায় এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে এক এক করিয়া পুকুরটীর চারিধারে ঘুরাইয়া লইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে আমরা অভিলাষানুযায়ী ভিতরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলাম।

স্বামিজী ব্যতীত আমাদের সকলেরই পক্ষে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে এই সবে হাতেখড়ি। সুতরাং তাঁহার দেখা শেষ হইবার পর তিনি আমাদিগকে কিরূপে ভিতরটী দেখিতে হইবে, তাহা শিখাইয়া দিলেন।

ছাদের ভিতরপিঠের মধ্যস্থলে একটী খোদিত বৃহৎ সূর্য্যমূর্ত্তিবিশিষ্ট চক্র এক সমচতুষ্কোণের মধ্যে বসান আছে; তাহার চারিটী কোণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। ইহাতে ছাদটীর চারি কোণে চারিটী সমান ত্রিভুজ রহিয়া গিয়াছে, সেগুলি সুচারুরূপে সম্পাদিত সর্প-বেষ্টনাবদ্ধ পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তিসকলের অল্প পল্ তোলা খোদাইএর কাজে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেওয়ালগুলিতে খালি জায়গা পড়িয়া রহিয়াছে, সেইখানে এক সারি স্তূপ অঙ্কিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

বাহিরেও খোদাইএর কাজ ঠিক এই রকম করিয়া স্থানে স্থানে বিভক্ত হইয়াছে। ত্রিপত্র খিলানগুলির একটীতে—সম্ভবতঃ পূর্ব্ব দরজার উপরের খিলানটী তাহাতেই,—বুদ্ধ দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন,

তাঁহার একটী হাত উর্দ্ধে উত্তোলিত, এই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তিটী রহিয়াছে। দুই পার্শ্বে থাম দুইটীর শিরোদেশ ব্যাপিয়া বৃক্ষতলে আসীনা এক রমণীমূর্ত্তি খোদিত আছে। মূর্ত্তিটী অনেকটা মুছিয়া গিয়াছে। ইহা বুদ্ধজননী মায়াদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অপর তিনটী দরজার খিলানে কোন নক্সা ছিল না, কিন্তু পুকুরপাড়ে যে চাবড়াখানি পড়িয়া ছিল, সেখানি ইহাদেরই মধ্যে কোন একটী হইতে খসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হইল। ইহাতে অনিপুণভাবে অঙ্কিত এক রাজার মূর্ত্তি আছে; স্থানীয় লোক উহা সূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই ক্ষুদ্র মন্দিরটীর গাঁথুনি চমৎকার, এবং উহা যে এতদিন ধরিয়া টিঁকিয়া রহি[illegible], তাহা সম্ভবতঃ এই কারণেই। এক একখানি পাথরের চাঙ্গর এরূপভাবে কাটা হইয়াছে যে উহা দেওয়ালের এক একখানি ইষ্টকস্থানীয় না হইয়া মিস্ত্রী যে নক্সানুযায়ী গাঁথিবে স্থির করিয়াছে, তাহার এক একটী অংশের স্থান অধিকার করিয়াছে। একটী কোণা ঘুরিয়া গিয়া উহা দুইটী (এবং কোথাও বা তিনটী) বিভিন্ন দেওয়ালের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই ব্যাপারটী হইতেই মন্দিরটী যে অতি প্রাচীন, এমন কি হয়ত মার্ত্তণ্ডের মন্দির অপেক্ষাও প্রাচীন, এইরূপ মনে হইল। মনে হইতেছিল, রাজের কাজ যত না হউক, যেন ছুতারের কাজ পাথরে সারাই মিস্ত্রীদের মাথায় ছিল। স্বামিজীর ধারণা হইয়াছিল যে, কোন পবিত্র কুণ্ডের স্মৃতিরক্ষার্থই এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে এবং সম্ভবতঃ সেই কুণ্ডের জলই ছাপাইয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিয়া ইহার চারি পাশের জলরাশিতে পরিণত হইয়াছে।

স্বামিজীর চক্ষে স্থানটী অতি মধুর পূর্ব্বকথার উদ্দীপনা করিয়া দিল। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ এবং তিনি ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরেতিহাসকে যে চারিটী ধর্ম্মযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহা তাহাদেরই অন্যতম।

(১) বৃক্ষ ও সর্পপূজার যুগ,—এই সময় হইতেই নাগ-শব্দান্ত কুণ্ডনামগুলির প্রচলন, যথা বেরনাগ ইত্যাদি, (২) 'বৌদ্ধধর্ম্মের যুগ, (৩) সৌরোপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের যুগ; এবং (৪) মুসলমানধর্ম্মের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্কর্য্যই বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ শিল্প, এবং সূর্য্যচিহ্নিত চক্র, অথবা পদ্ম ইহার খুব মামুলি কারুকার্য্যস্থানীয়। সর্পসম্বলিত মূর্ত্তিগুলিতে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বেকার যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে ভাস্কর্য্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছিল, এই নিমিত্ত সূর্য্যমূর্ত্তিটী নৈপুণ্য-বর্জ্জিত।

তার পর আমরা বনমধ্যস্থ সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটী ত্যাগ করিয়া আসিলাম। প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে * যখন পৃথিবীতে বিরাট্ বিরাট্ ব্যাপার ঘটনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সুদূর অতীতে মানুষের পূজা করিবার মত ইহার অভ্যন্তরে কি ছিল? আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি নাই, শুধু অনুমান করিতে পারিয়াছিলাম। ইত্যবসরে তথায় একটী জিনিস ছিল, যাহার সম্মুখে আমরা প্রণত হইতে পারিয়াছিলাম,—উহা শিক্ষাদানরত বুদ্ধ। আমরা একটী চিত্র মানসনেত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে

---

* আমরা যে সময় পাণ্ড্রেস্থান দেখি, তখন উহাকে কণিষ্কের সমসাময়িক (১৫০ খ্রীষ্টাব্দ) বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। উহা বাস্তবিকই অত পুরাতন কিনা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।—লেখিকা।

পারিয়াছিলাম,—সেটী সেই বিশাল দারুময় নগর, এবং তাহার কেন্দ্রস্থলে এই মন্দিরটী। এই নগর বহু বহু বৎসর পরে অগ্নিসাৎ হয় এবং এখন প্রায় পাঁচ মাইল দূরে সরিয়া বসিয়াছে। সুতরাং একটী স্বপ্নরাজ্যের কল্পনা করিয়া আমরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তরুরাজির মধ্য দিয়া নদীতীরে ফিরিয়া আসিলাম।

তখন সূর্য্যাস্তের সময়,—কি অপরূপ সূর্য্যাস্ত! পশ্চিম দিকের পর্ব্বতগুলি গাঢ় লাল রঙ্গে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। আরও উত্তরে, বরফ এবং মেঘে সেগুলি নীল দেখাইতেছিল। আকাশ হরিৎ এবং পীত, তাহার সহিত ঈষৎ লাল,—উজ্জ্বল অগ্নিশিখার রঙ্গের এবং ড্যাফোডিল ফুলের মত হরিদ্রাবর্ণ; তার পিছনেই নীল এবং ওপ্যালের মত সাদা জমি (background)। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, এবং তৎপরেই "সুলেমানের সিংহাসন" (যাহা ইতিমধ্যেই আমাদের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ক্ষুদ্র তক্ত্) নজরে পড়িবামাত্র আচার্য্যদেব বলিয়া উঠিলেন, "মন্দিরস্থাপনে হিন্দু কি প্রতিভারই বিকাশ দেখায়! যেখানে চমৎকার দৃশ্য মিলে, সে সেই স্থানটীই বাছিয়া লয়! দেখ, এই তক্ত্ হইতে সমস্ত কাশ্মীরটী দেখিতে পাওয়া যায়। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিতাভ হরিপর্ব্বত উঠিয়াছে, যেন মুকুট পরিয়া একটী সিংহ অর্দ্ধশায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে। আর মার্ত্তণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে একটী উপত্যকা রহিয়াছে!"

আমাদের নৌকাগুলিকে বনপ্রান্ত হইতে অনতিদূরে নঙ্গর করা হইয়াছিল, এবং আমরা দেখিতে পাইলাম যে আমাদিগের সন্ত আবিষ্কৃত নিস্তব্ধ দেবালয় এবং বুদ্ধমূর্ত্তিটী স্বামিজীর মনে গভীর ভাবের

উদ্রেক করিয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমরা ধীরামাতার বজরায় একত্র হইলাম, এবং তত্রত্য কথোপকথনের কিয়দংশ এখানে লিপিবদ্ধ হইল। ঈশাহী ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ড বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ড হইতেই উদ্ভূত, আচার্য্যদেব এই মর্ম্মে বলিতেছিলেন, কিন্তু আমাদের একজন এই মতটী আদৌ মানিতে চাহেন না।

উক্ত রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌদ্ধ কর্ম্মকাণ্ডই বা কোথা হইতে আসিল?"

স্বামিজী সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে।" প্রশ্নকর্ত্রী পুনরায় বলিলেন, "অথবা, ইহা দক্ষিণ ইউরোপেও প্রচলিত ছিল বলিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাল নয় কি যে বৌদ্ধ, ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সকলেই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভূত?"

স্বামিজী উত্তর দিলেন, "না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল! এমন কি, জাতিবিভাগের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম কিছু বলে নাই! অবশ্য, জাতিবিভাগ তখনও কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই, এবং বুদ্ধদেব আদর্শটীকে পুনঃ স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র। মনু বলিতেছেন, যিনি এই জীবনেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বুদ্ধদেব এইটী সাধ্যমত কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র।"

প্রতিপক্ষ তখনও জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কিন্তু ঈশাহী এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্বন্ধ? তাহারা এক, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে? এমন কি, আমাদের পূজাপদ্ধতির যাহা মেরু-দণ্ডস্বরূপ, আপনাদের ধর্ম্মে তাহার নাম গন্ধও নাই!"

স্বামিজী বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও Mass আছে, তাহাই দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা, আর তোমাদের Blssed Sacrament আমাদের প্রসাদস্থানীয়। শুধু গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রথানুযায়ী উহা হাঁটু না গাড়িয়া, বসিয়া বসিয়া নিবেদন করা হয়। তিব্বতের লোক হাঁটু গাড়িয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধূপদীপ দান এবং গীতবাদ্যের প্রথা আছে।

প্রশ্নকর্ত্রী কতকটা একগুঁয়ের মত তর্ক করিলেন, "কিন্তু ঈশাহী ধর্ম্মের মত ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি?" কেহ এই ভাবে আপত্তি তুলিলে স্বামিজী বরাবর তদুত্তরে কোন নির্ভীক আপাত-বিরুদ্ধ কিন্তু অভ্রান্ত মত প্রয়োগ করিতেন, এবং তাহার মধ্যে কোন অভিনব এবং অচিন্তিতপূর্ব্ব সামান্যাবিষ্কার নিহিত থাকিত।

প্রশ্নটীকে তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন—"না; আর ঈশাহী ধর্ম্মেও কোনকালে ছিল না। এ ত ছাঁকা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম, এবং প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম মুসলমানের নিকট হইতে, সম্ভবতঃ মূর জাতির প্রভাবের মধ্য দিয়া, ইহা গ্রহণ করিয়াছিল।

"পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান ধর্ম্মই করিয়াছে। যিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থনা পাঠ করেন, তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান এবং শুধু কোরাণপাঠই বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম এই ভাবটাই আনিতে চেষ্টা করিয়াছে।

"এমন কি, tonsure পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহাই আমাদের মুণ্ডন। জাষ্টিনিয়ান্ দুই জন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে

মুসার যুগে প্রচলিত বিধি-নিষেধ গ্রহণ করিতেছেন, আমি এইরূপ একখানি চিত্র দেখিয়াছি। তাহাতে সাধুদ্বয়ের মস্তক সম্পূর্ণ মুণ্ডিত বৌদ্ধযুগের প্রাক্কালীন হিন্দুধর্ম্মে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দুইই বর্ত্তমান ছিল। ইউরোপ নিজ ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি থিবেইড * হইতে পাইয়াছে।"

প্রশ্ন—"এই হিসাবে তাহা হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্ম্মের ক্রিয়া-কাণ্ডকে আর্য্য ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন?"

উত্তর—"হাঁ। প্রায় সমগ্র ঈশাহী ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার মনে হয়, খৃষ্ট বলিয়া কখনও কেহ ছিল না। আমার ক্রীট দ্বীপের অদূরে সেই স্বপ্ন † দেখা অবধি বরাবর এই সন্দেহ। আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় এবং মিসরীয় ভাবের সংমিশ্রণ

---

* ষ্ট্যাসিউস প্রণীত থীবস্ সম্বন্ধীয় ল্যাটিন কাব্য খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীব্স্ প্রাচীন গ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাসনার্থী ভ্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধই উক্ত গ্রন্থের বিষয়।

† ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারত প্রত্যাগমনের পথে নেপল্স্ হইতে পোর্ট সৈয়দ আসিবার সময় স্বামিজী স্বপ্ন দেখেন যে, এক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল "এই ক্রীট দ্বীপ" এবং তিনি যাহাতে পরে উহাকে চিনিতে পারেন, এই জন্য উক্ত দ্বীপের একটী স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। উক্ত স্বপ্নের মর্ম্ম এই ছিল যে, ঈশাহী ধর্ম্মের উৎপত্তি ক্রীটদ্বীপে এবং এতৎসম্বন্ধে সে তাঁহাকে দুইটী ইউরোপীয় শব্দ শুনাইল,—তাহাদের মধ্যে একটী, থেরাপিউটী (Therapeutæ)—এবং বলিল, উভয়েই সংস্কৃতশব্দজ। থেরাপিউটী শব্দের অর্থ—থেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পুত্রগণ (পিউটী, সংস্কৃত পুত্র-শব্দজ)। ইহা হইতে স্বামিজী যেন বুঝিয়া লন যে, ঈশাহীধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের একদল প্রচারক হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই তাহার অভিপ্রেত ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরও বলিল, "প্রমাণ সব এইখানেই আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে!"

হয়; এবং উহাই য়াহুদী ও যাবনিক (গ্রীক) ধর্ম্মের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া জগতে ঈশাহী-ধর্ম্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে।

"জানই ত যে, 'কার্য্যকলাপ' এবং 'পত্রাবলী' (Acts and Epistles) 'জীবনীচতুষ্টয়' (Gospels) হইতে প্রাচীনতর, এবং সেণ্ট জন একটা মিথ্যা কল্পনা। মাত্র একজন লোক সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ—তিনি সেণ্ট পল। তিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই, এবং তিনি নিজে কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাতে বকধার্ম্মিকত্বেরও (Jesuitry) অসদ্ভাব ছিল না —'যেমন করিয়া পার আত্মার উদ্ধার কর'—এইরূপ নহে কি?

"না! ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে কেবল মাত্র বুদ্ধ এবং মহম্মদই

নিদ্রাভঙ্গে ইহা সামান্য স্বপ্ন নহে অনুভব করিয়া স্বামিজী শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং বাহির হইয়া ডেকের উপর আসিলেন। সেখানে তিনি, একজন কর্ম্মচারী তাঁহার পাহারা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কয়টা বাজিয়াছে?" উত্তর হইল, "রাত্রি দ্বিপ্রহর!" পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা এখন কোথায়?" তখন বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে উত্তর শুনিলেন, "ক্রীটের পঞ্চাশ মাইল দূরে!"

এই স্বপ্ন তাঁহার উপর যেরূপ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া আচার্য্যদেব নিজেই নিজেকে হাস্যাস্পদ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি কখনও ইহাকে দূর করিয়া দিতে পারেন নাই। শব্দদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টী যে, হারাইয়া গিয়াছে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। স্বামিজী স্বীকার করিলেন যে, এই স্বপ্ন দেখিবার পূর্ব্বে, কখনও তাঁহার ঈশা-চরিত্রের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যতা বিষয়ে সন্দিহান হইবার খেয়ালই হয় নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, হিন্দুদর্শন-মতে ভাববিশেষের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আসল জিনিস, ইহার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নহে। স্বামিজী বাল্যকালে একদা শ্রীরামকৃষ্ণকে এই বিষয়েই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুদেব উত্তর দেন, "যাঁহাদের মাথা হইতে এমন সব জিনিষ বাহির হইয়াছে, তাঁহারা যে তাহাই ছিলেন, এ কথা কি তোমার মনে হয় না?"—লেখিকা।

স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্তারূপে দণ্ডায়মান; কারণ, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা জীবদ্দশাতেই শত্রু মিত্র উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে; যোগী, গোপ এবং পরাক্রান্ত ভূপাল—এই সব একত্র হইয়া গীতাহস্তে একখানি নয়নাভিরাম মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে।

"রেনাঁর ঈশাজীবনী ত শুধু ফেনা। ইহা ষ্ট্রসের কাছে ঘেঁসিতে পারে না, ষ্ট্রসই সাঁচ্চা প্রত্নতত্ত্ববিৎ। ঈশার জীবনে দুইটী জিনিস জীবন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত—সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উপাখ্যান, ব্যভিচার-অপরাধে ধৃতা সেই রমণী এবং কূপপার্শ্ববর্ত্তিনী সেই নারী।

এই শেষোক্ত ঘটনাটীর ভারতীয় জীবনের সহিত কি অদ্ভুত সুসঙ্গতি! একটী স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়া দেখিল, কূপের ধারে বসিয়া একজন পীতবাস সাধু তাহার নিকট জল চাহিলেন। তার পর তিনি তাহাকে উপদেশ দিলেন এবং তাহার মনের গোটাকয়েক কথা বলিয়া দিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। শুধু ভারতীয় গল্পে উপসংহারটা এইরূপ হইবে যে, যখন উক্ত নারী গ্রামবাসিগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা শুনিবার জন্য ডাকিতে যাইল, সেই অবসরে সাধুটী সুযোগ বুঝিয়া পলাইয়া বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

"মোটের উপর আমার মনে হয় বুড়ো হিলেল ঠাকুরই (Rabbi Hillel) ঈশার উপদেশাবলির উদ্ভবকর্ত্তা, আর ন্যাজারীন নামধারী এক বহু প্রাচীন (কিন্তু স্বল্পজানিত) য়াহুদী সম্প্রদায় সহসা সেণ্ট পল কর্ত্তৃক যেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে পূজাস্পদ বস্তু বলিয়া যোগাইয়া দিয়াছে।

"পুনরুত্থান (Resurrection) জিনিসটা ত বসন্ত-দাহ (Spring Cremation) প্রথারই রূপান্তরমাত্র। যাহাই হউক না কেন, দাহপ্রথা শুধু ধনী যবন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, আর সূর্য্যঘটিত নব উপাখ্যানটী সেই অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে রহিত করিয়া থাকিবে।

"কিন্তু বুদ্ধ! পৃথিবীতে যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্য একটীবারও নিঃশ্বাস লয়েন নাই। সর্ব্বোপরি, তিনি কখনও পূজা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটী অবস্থাবিশেষ। আমি দ্বার খুঁজিয়া পাইয়াছি। আইস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর!

"তিনি পাপিনী অম্বপালীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তিনি অন্ত্যজের গৃহে, উহাতে তাঁহার প্রাণনাশ হইবে জানিয়াও, ভোজন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অতিথিসৎকারককে এই মহামুক্তিদানের জন্য ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠান। সত্যলাভের পূর্ব্বেও একটী ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য ভালবাসা ও দয়ায় কাতর! তোমাদের স্মরণ আছে, কিরূপে রাজপুত্র এবং সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি নিজ মস্তক পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন, যদি রাজা শুধু যে ছাগশিশুটীকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেটীকে মুক্তি দেন, এবং কিরূপে, সেই রাজা তাঁহার অনুকম্পার নিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া উক্ত ছাগশিশুকে প্রাণ দান করেন। জ্ঞানবিচার এবং সহৃদয়তার এরূপ অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় নাই! নিশ্চয়ই তাঁহার মত আর কেহ যে জন্মেন নাই, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি নাই!"

নবম পরিচ্ছেদ

বিতস্তাতীরে পাদচারণা ও কথোপকথন।

ব্যক্তিগণ :—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, এবং কতিপয় ইউরোপীয় নরনারী, ধীরামাতা, 'জয়া' এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান :—কাশ্মীর।

সময় :—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে হইতে ২৯শে জুলাই পর্য্যন্ত।

২০শে জুলাই।—পরদিন আমরা অবন্তীপুরের বৃহৎ মন্দিরদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষের নিকট উপস্থিত হইলাম। প্রতি ঘণ্টায়, যেমন আমরা একটু একটু করিয়া ভিতরেপ্রবেশ করিতে লাগিলাম, অমনি নদীটী এবং পর্ব্বতগুলিও অধিকতর সুন্দর দেখাইতে লাগিল। শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষরাজি এবং তত্রত্য অধিবাসিগণের (আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে স্বজন বলিয়া বোধ করিতেছিলাম) অব্যবহিত আকর্ষণের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া আমরা যে মধ্য এসিয়ার একটী নদীর উৎপত্তিস্থলের সমীপবর্ত্তী হইতেছি, তাহা মনেই পড়িত না। যাঁহারা যে কোনও ঋতুতে কাশ্মীর দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে কালিদাসের বসন্ত-কাননের চিত্র রাশি রাশি সুখস্মৃতি জাগাইয়া দেয়।—সেই বন্য চেরীমুকুলের এবং বাদাম ও আপেল গাছের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, সেই অরণ্যানী,—তাহারই এক দেবদারুমূলে ধূর্জ্জটী আসীন এবং গিরিরাজকুমারী উমা একগাছি পদ্মবীজের মালা অর্ঘ্যস্বরূপে হস্তে লইয়া প্রবেশ করিতেছেন; আর অদূরে কুসুমধনুঃশর লইয়া মনোহর কিশোর কন্দর্প দণ্ডায়মান। ইংলণ্ডের

বসন্তের যে কিছু দেবদুর্লভ শোভা, অথবা Easterএর সময় নর্‌ম্যাণ্ডির অরণ্যের যে কিছু সৌন্দর্য্য, সবই কাশ্মীর উপত্যকার মাধুর্য্যে একত্রীভূত এবং বহুগুণে বর্দ্ধিত।

সে দিন প্রাতঃকালে নদী প্রশস্ত, অগভীর এবং নির্ম্মল ছিল। আমাদের মধ্যে দুইজন স্বামিজীর সহিত নদীর ধারে ধারে ক্ষেতের উপর দিয়া প্রায় তিন মাইল বেড়াইয়াছিলেন। স্বামিজী প্রথমে পাপবোধ সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলেন,—কিরূপে উহা মিসর, শেমবংশাধিষ্ঠিত জনপদসমূহ এবং আর্য্যভূমি এই তিনেরই সহিত সংশ্লিষ্ট। বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু উহা অতি অল্পক্ষণের জন্য। বেদে সয়তানকে ক্রোধের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরে বৌদ্ধদের মধ্যে উহা কামের অধীশ্বর, মার নামে পরিচিত, এবং ভগবান্ বুদ্ধের একটী সর্ব্বজনপ্রিয় নাম "মারজিৎ"। (সংস্কৃত অভিধান অমরকোশ দেখ—স্বামিজী উহা চারি বৎসর বয়সে আধ আধ ভাষায় আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন!) কিন্তু সয়তান যেমন বাইবেলের হ্যামলেট্, হিন্দুশাস্ত্রে ক্রোধের অধীশ্বর কখনও সেরূপে সৃষ্টিকে দুইভাগ করিয়া ফেলে না। সে সর্ব্বদাই পবিত্রতাভ্রংশের উদাহরণস্থল, কদাপি দ্বিত্বের নহে।

জরতুষ্ট্র কোন প্রাচীনতর ধর্ম্মের সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার মতে অর্ম্মাজ্‌দ্ এবং আহ্রিমান্ পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে; তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবের বিকাশমাত্র। সেই প্রাচীনতর ধর্ম্ম বৈদান্তিক না হইয়া যায় না। সুতরাং মিসরীয়গণ এবং শেমবংশধরগণ পাপবাদ ছাড়িতে চাহে না, আর আর্য্যগণ—যথা ভারতবাসী এবং যবনগণ—শীঘ্রই উহা হারাইয়া ফেলে। ভারতবর্ষে ন্যায়পরতা এবং পাপ, বিদ্যা

ও অবিদ্যায় পরিণত হইল,—উভয়কেই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। আর্য্যগণের মধ্যে পারসিক এবং ইউরোপীয়গণ ধর্ম্মচিন্তাংশে শেমবংশধরগণের লক্ষণাক্রান্ত হইল; এই হেতুই তাহাদের মধ্যে পাপবোধ। *

তৎপরে এ সকল কথা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরের—ভারতবর্ষ ও তাহার ভবিষ্যতের—প্রসঙ্গ উঠিল। এরূপ প্রায়ই ঘটিত। কোন জাতিতে বলসঞ্চার করিতে হইলে উহাকে কিরূপ ভাব দেওয়া উচিত? তাহার নিজের উন্নতির গতি একদিকে চলিতেছে, তাহাকে 'ক' বলা যাউক। যে নূতন বল সঞ্চারিত হইবে তাহা কি সঙ্গে সঙ্গে উহার কিঞ্চিৎ হ্রাসও করিবে, যেমন 'খ'? ইহার ফলে এতদুভয়ের মধ্যপথবর্ত্তী এক উন্নতির সৃষ্টি হইবে যেমন 'গ'। ইহা ত ক্ষেত্রতত্ত্বগত পরিবর্ত্তনমাত্র। এরূপ ত চলিবে না। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির ব্যাপার। আমাদিগকে সেই জীবনস্রোতটীতেই বলাধান করিতে হইবে, অবশিষ্ট কার্য্য উহা নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন এবং ভারতও উহা শুনিল। তথাপি এক সহস্র বৎসর মধ্যে ভারত জাতীয় সম্পদের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের উৎপত্তিস্থল। সেবা ও মুক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। হিন্দুজননী
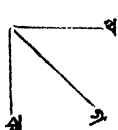
---

* যাঁহারা এই সকল কথা শুনিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন পরে দুইজন পার্শীকে সানন্দে স্বামিজীর পাদমূলে বসিয়া তাঁহার মুখে নিজ নিজ ধর্ম্মভাবসমূহের ইতিহাস শ্রবণ করিতে দেখেন। ইহাতে তিনি স্বামিজীর জ্ঞানের পরিসর ও যথাযথত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিলেন।—নিবেদিতা।

সকলের শেষে ভোজন করেন। বিবাহ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, উহা জাতি ও বর্ণের কল্যাণের নিমিত্ত। নব্য সংস্কারকগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সমস্যাপূরণের অনুপযোগী এক পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়া জীবন আহুতি দিয়াছেন, আর সমস্ত জাতি তাঁহাদিগের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তৎপরে পুনরায় কথাবার্ত্তার ভাব বদলাইয়া গেল, এবং কেবল হাসিঠাট্টা, কৌতুক এবং গল্পগুজব চলিতে লাগিল। আমরা শুনিতে শুনিতে হাসিয়া অধীর হইতেছিলাম। এমন সময় নৌকা আসিয়া পৌঁছিল এবং সে দিনের মত কথাবার্ত্তা শেষ হইল।

সে দিনকার সমস্ত বৈকাল এবং রাত্রি স্বামিজী পীড়িত হইয়া নিজ নৌকায় শুইয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন যখন আমরা বিজবেহার মন্দিরে অবতরণ করিলাম—ইতিমধ্যেই তথায় অমরনাথযাত্রীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে—তখন তিনি আমাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্য মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যেমন তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিতেন যে শীঘ্র সারিয়া উঠা এবং শীঘ্র অসুখে পড়া চিরকাল তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। উহার পর, দিবসের অধিকাংশই তিনি আমাদের সহিত ছিলেন, এবং অপরাহ্নে আমরা ইসলামাবাদ পৌঁছিলাম।

একটী আপেল-বাগানের ধারে নৌকাগুলি লাগান হইল। জলের কিনারা পর্য্যন্ত ঘাস জন্মিয়াছে, আর ময়দানের উপর আপেল, নাসপাতি, এবং আলুবোখারা গাছ পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই সব গাছ হিন্দুরাজগণ প্রতি গ্রামের বহির্দ্দেশে রোপন করা আবশ্যক মনে করিতেন। আমাদের মনে

হইল যে, বসন্তকালে এই স্থলটী নিশ্চয়ই আভিলিয়নের সেই দ্বীপ-উপত্যকারই প্রতিরূপ হইবে—

"যেখানে শিলা, বৃষ্টি বা তুষারপাত হয় না, বায়ুও কদাপি সশব্দে প্রবাহিত হয় না, তথায় দুঃখ নাই, উহাতে গভীর ক্ষেত্র, রমণীয় ফলোদ্যান এবং শূন্যগর্ভ নিকুঞ্জসমূহ বর্ত্তমান, এবং উহা নিদাঘসাগরকিরীটী।"*

আমাদের মধ্যে দুইজন যে বজরাখানিতে থাকিতেন, তাহাকে অতদূর লইয়া যাইতে না পারায় উহা নদীর এক অতি গভীর এবং খরস্রোত অংশে দুই উচ্চ বেড়ার মধ্যে আসিয়া থামিল। উভয় পার্শ্বে নবীন ধান্যের অপরূপ হরিৎশোভা দেখিতে দেখিতে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পপ্‌লারবীথীর মধ্যে দিয়া পাদচারণা কি মনোরম বোধ হইতেছিল!

সেই দিন বৈকালে গোধূলির সময় একজন আপেল গাছগুলির তলায় উপবিষ্ট ক্ষুদ্র দলটীর মধ্যে আসিয়া দেখিলেন, যাহা ক্বচিৎ কখনও ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাই ঘটিয়াছে,—আচার্য্যদেব ধীরামাতা ও 'জয়ার' সহিত নিজের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তিনি দুই টুক্‌রা পাথর হাতে লইয়া বলিতেছিলেন, "সুস্থাবস্থায় আমার মন এটা ওটা সেটা লইয়া থাকিতে পারে, অথবা আমার সঙ্কল্পের জোর কমিয়া গিয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু এতটুকু যন্ত্রণা বা পীড়া আসুক দেখি, ক্ষণিকের জন্যও আমি মৃত্যুর সাম্‌না সাম্‌নি হই দেখি, অমনি আমি এই রকম শক্ত হইয়া যাই,"—বলিয়া পাথর দুখানিকে পরস্পর ঠুকিলেন,—"কারণ আমি ঈশ্বরের পাদপদ্ম স্পর্শ

* টেনিসনের Morte d' Arthur নামক কবিতা হইতে।

করিয়াছি।" এই চিত্তস্থৈর্য্য প্রসঙ্গে, স্বামিজীর ইংলণ্ডে ক্ষেতের উপর দিয়া একদিনের ভ্রমণের কথা একজনের মনে পড়িল। সে দিন একজন ইংরাজ পুরুষ, একজন ইংরাজ রমণী এবং তাঁহাকে এক ক্রুদ্ধ বৃষ তাড়া করিয়াছিল। ইংরাজ-পুরুষটী সটান দৌড় দিলেন এবং নিরাপদে পাহাড়ের অপর প্রান্তে গিয়া পৌঁছিলেন। স্ত্রীলোকটী যতদুর পারিলেন দৌড়াইয়া গেলেন; পরে আর এক পা'ও চলিবার সামর্থ্য না থাকায় মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে অপারগ হইয়া স্বামিজী, "আরে, যে দিক দিয়া হউক, পরিণাম ত এই," এইরূপ ভাবিয়া বাহুদ্বয় বক্ষের উপর তির্য্যক্‌ভাবে রাখিয়া এবং রমণীকে পশ্চাতে রাখিয়া বৃষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে তখন তাঁহার মন, ষাঁড়টা তাঁহাকে কতটা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিবে এতৎ সম্বন্ধে এক গণিতের হিসাব লইয়া ব্যস্ত ছিল। কিন্তু পশুটা হঠাৎ কয়েক পা দূরে থামিয়া গেল, তার পর মাথা তুলিয়া বিষণ্ণভাবে রণে ভঙ্গ দিল।

এইরূপ সাহস—যদিও তাহাকে এই সব ঘটনা মনে আনিতে দেখি নাই তাঁহার বাল্যকালে আর একবার দেখা গিয়াছিল—কলিকাতার রাস্তায় একটা গাড়ীর ঘোড়া ছুটিয়া পলাইতেছিল, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে নিকটে যাইয়া উহাকে ধরিলেন, তাহাতে সে যে গাড়ীখানায় সংলগ্ন ছিল তাহার আরোহী স্ত্রীলোকটী প্রাণে বাঁচিল।

গাছগুলির নীচে ঘাসের উপর বসিয়া আমরা নানাকথা কহিতে লাগিলাম, এবং দু এক ঘণ্টা আধা হাল্কা আধা গম্ভীর কথাবার্ত্তা চলিল। বৃন্দাবনে বানরগুলা কিরূপ দুষ্টামি করিতে পারে, তাহার

অনেক বর্ণনা শুনিলাম। এবং আমরা খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া জানিতে পারিলাম যে স্বামিজীর পরিব্রাজকজীবনে দুইটী বিভিন্ন ঘটনার বিপদে যে সাহায্য আসিতেছে তাহা পূর্ব্ব হইতে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যৎ দর্শন সত্য হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটী আমার মনে আছে। সম্ভবতঃ যে সময়ে তিনি অজগর-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন ইহা সেই সময়কার ঘটনা। তিনি কয়েক দিন (হয়ত পাঁচ দিন) ধরিয়া কিছু খাইতে পান নাই। তিনি এক রেল ষ্টেশনে ক্লান্তিতে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া ছিলেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার মনে হইল যে, তাঁহাকে উঠিয়া কোন একটী রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে, আর সেখানে তিনি একজন লোকের দেখা পাইবেন, সে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। তিনি তদনুসারে কার্য্য করিলেন এবং এক থালা খাবার হাতে একজন লোকের দেখা পাইলেন। এই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "যাঁহার নিকট আমি প্রেরিত হইয়াছি, আপনিই কি তিনি?"

তৎপরে একটী শিশু আমাদিগের নিকট আনীত হইল, তাহার হাত খুব কাটিয়া গিয়াছে। স্বামিজীও বৃদ্ধামহলে প্রচলিত একটী ঔষধ প্রয়োগ করিলেন।—তিনি ক্ষতস্থানটী জল দিয়া ধুইয়া দিয়া রক্ত পড়া বন্ধ করিবার জন্য এক টুকরা কাপড় পুড়াইয়া তাহার ছাই উক্তস্থানে চাপাইয়া দিলেন। গ্রামবাসিগণ আশ্বস্ত হইয়া শান্ত হইল, এবং সেই রাত্রির মত আমাদের গল্প-গুজব বন্ধ হইল।

২৩শে জুলাই।—পরদিন প্রাতঃকালে হরেক রকমের একদল কুলি আমাদিগকে মার্ত্তণ্ডের ধ্বংসাবশেষ দেখাইতে লইয়া যাইবার

জন্ম আপেল গাছগুলির নীচে একত্র হইয়াছিল। মার্ত্তণ্ডমন্দির এক অদ্ভুত, প্রাচীন সৌধ ছিল। উহাতে স্পষ্টই মন্দিরের অপেক্ষা মঠের লক্ষণ অধিক ছিল। উহা এক অপূর্ব্ব স্থানে অবস্থিত এবং যে সকল বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া উহা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহাদের বিভিন্ন নির্ম্মাণপদ্ধতির স্পষ্ট একত্র সমাবেশ প্রযুক্তই উহা অতীব দর্শনীয় বস্তু হইয়াছিল। অপরাহ্নে, সূর্য্যকে পশ্চিমদিকে আমাদের ঠিক পশ্চাতে রাখিয়া যখন আমরা উহাতে প্রবেশ করিলাম তখন সাম্নের খিলানশ্রেণীর অধোভাগে যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ছায়া পড়িয়াছিল তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। একটীর পর একটী করিয়া তিনটী খিলান, এবং তাহাদের সবচেয়ে পিছনকারটীর ভিতরেই উচ্চতার দুই তৃতীয়াংশে এক গুরুভার সরল রেখাবিশিষ্ট বাতায়ন-শীর্ষ। সব খিলানগুলিই ত্রিপত্রাকার ছিল, কিন্তু মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয়টীতেই আমরা উহা টের পাইয়াছিলাম, কারণ উহাদিগকে আমরা প্রবেশমুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। স্পষ্টতঃ, পুণ্যকুণ্ড সকলের ধারে ভারী ভারী প্রস্তরখণ্ডনির্ম্মিত তিনটী আয়তাকার মন্দিররূপেই স্থানটীর প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। এই তিনটী প্রকোষ্ঠের নির্ম্মাণপদ্ধতি সব সরলরেখাবিশিষ্ট (Straight-lined) এবং উগ্রদর্শন (severe) ছিল। তিনটীর মধ্যে মাঝখানের এবং সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্বদিকেরটী লইয়া কোনও পরবর্ত্তী রাজা ইহার চারিধারে একটী দেয়ালের বেষ্টনী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আসল মন্দির-টীতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া তিনি প্রত্যেক অনুচ্চ সরদাল-বিশিষ্ট দুয়ারের বাহিরের দিকে এক একটী ত্রিপত্রখিলান স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে ইহার সহিত সম্মুখভাগে একটী বৃহত্তর

মন্দিরাংশ (Nave) জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এক উচ্চ ত্রিপত্রখিলান তাহার প্রবেশমার্গ হইয়াছিল। প্রত্যেক সৌধটী এত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং এই দুই নির্ম্মাণযুগের উদ্দেশ্য এরূপ স্পষ্ট ছিল যে মন্দিরটীর অঙ্গসংস্থান দেখিয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ হইল, আর ইহা অঙ্কিত না করিয়া একজন ক্ষান্ত হইতে পারিল না। মধ্যস্থলের মন্দিরটীর চারিপাশের ধর্ম্মশালা অথবা বারান্দাটী আকৃতিতে অদ্ভুতরূপে গথ-জাতীয় (Gothic), এবং যিনি উহা ও ভারতের উত্তরাংশে মুসলমান রাজবংশীয় সমাধিগুলি দেখিয়াছেন, তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ ইহাই মনে হয় যে, উক্ত বারান্দাটী একটা পুরা মঠ হিসাবেই কল্পিত হইয়াছিল, এবং আমাদের (ইংরাজদের) শীতপ্রধান দেশে উহা ঐ উদ্দেশ্যে রাখা যাইতে না পারিলেও, উহার অস্তিত্ব, সন্ন্যাসের আদিম বাসভূমি যে প্রাচ্য, তাহাই দিবারাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই স্বামিজী অবেক্ষণ ও উদ্দেশ্য নিরূপণে যারপরনাই ব্যস্ত হইলেন, এবং দেখাইয়া দিলেন যে, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার মার্গ হইতে উহার মধ্যাংশের ভিতর দিয়া পশ্চিম দিকে যে কার্ণিশ চলিয়া গিয়াছে তাহার উপরিভাগে পূর্ব্বোক্ত খিলান দুইটীর উচ্চ ত্রিপত্র, আবার একটী Frieze ও বর্ত্তমান; আবার দেবশিশুমূর্ত্তিবিশিষ্ট প্যানেলগুলি আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। আমাদের দেখা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি দুইটী মুদ্রা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সূর্য্যাস্তের আলোয় অশ্বপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্ত্তন অতীব রমণীয় হইয়াছিল। পূর্ব্ব এবং পরদিনের এই সমস্ত সময়ের মধ্যে যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহাদের কিছু কিছু অংশ এখনও মনে পড়িতেছে।

"কোন জাতিই, তা যবনই (Greek) হউন বা অন্য কোন জাতিই হউন, কোন কালে, জাপানীদের ন্যায় স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যান নাই। তাঁহারা কথা লইয়া থাকেন না, তাঁহারা কাজে করেন—দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেন। আজকাল জাপানে এমন সব জমিদার আছেন যাঁহারা সাম্রাজ্যের একত্ব বিধানকল্পে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের জমিদারী ছাড়িয়া দিয়া কৃষিজীবী হইয়াছেন। * আর জাপানযুদ্ধে একটীও বিশ্বাসঘাতক পাওয়া যায় নাই। একবার সেটা ভাবিয়া দেখ!"

আবার কতকগুলি লোক ভাবপ্রকাশে অক্ষম—এই কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি যে, লাজুক ও চাপা লোকেরা উত্তেজিত হইলে সবচেয়ে বেশী আসুরিক ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।"

আর একবার, সন্ন্যাসজীবনের ও ব্রহ্মচর্য্যের বিধিনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যং রসেন গ্রাহ্যং চ স আত্মহা ভবেৎ"—"যে সন্ন্যাসী সকামভাবে সুবর্ণ গ্রহণ করে, সে আত্মঘাতী," ইত্যাদি।

২৪শে জুলাই।—অন্ধকারময়ী রাত্রি এবং অরণ্যানী, দ্রুমরাজিতলে এক বৃহৎ সরল (pine) কাষ্ঠের অগ্নিকুণ্ড, দুই তিনটী তাঁবু অন্ধকারের মধ্যে শ্বেতকায় লইয়া দণ্ডায়মান, দূরে অগ্নিকুণ্ডপার্শ্বে উপবিষ্ট ভৃত্যগণের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর এবং তিনটী শিষ্য সমভিব্যাহারে

---

* আমার মনে হয়, ইহা একটী ভ্রম। জাপানী সামুরাইগণ তাঁহাদের জমিদারী ছাড়িয়া দেন নাই। তাঁহাদের রাজনৈতিক বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন মাত্র।—নিবেদিতা।

আচার্য্যদেব,—পরবর্ত্তী চিত্রটী এইরূপই। আপেল বাগানের নীচে দিয়া এবং মাঠের ধার দিয়া বেরনাগ যাইবার যে রাস্তা চলিয়াছে তাহার সম্বন্ধে, সেই মুষলধারে বৃষ্টি এবং বহুক্লেশোপার্জ্জিত সূর্য্যকিরণে মধ্যাহ্নের কিছু পূর্ব্বে জলযোগ সম্বন্ধে, এবং সরলবন-সমাবৃত পাহাড়গুলির পাদদেশে অবস্থিত অষ্টভুজসরোবরবিশিষ্ট জাহাঙ্গীরের সেই বহুপ্রাচীন রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধে, অনেক কথাই বলিতে পারা যায়। কিন্তু মধ্যাহ্নের পর যখন অবিরাম সারি বাঁধিয়া অর্ঘ্যহস্তে সমাগত দর্শক ও পূজার্থিগণ সকলে চলিয়া গেল, এবং দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর যখন আমরা ব্যতীত আর কেহ রহিল না, সেই ঘণ্টা কয়টাই সেই দিনটার মুকুটস্থানীয়। সহসা আচার্য্যদেব আমাদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কই, তুমি ত আজকাল তোমার ইস্কুলের কোনও কথা বল না, তুমি কি মাঝে মাঝে উহার কথা ভুলিয়া যাও?" পরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমার ভাবিবার ঢের জিনিস রহিয়াছে। একদিন আমি মান্দ্রাজের দিকে মন দিই, আর সেখানকার কাজের কথা ভাবি। আর একদিন আমি সব মনটা আমেরিকা বা ইংলণ্ড, বা সিংহল, অথবা কলিকাতায় দিই। এক্ষণে আমি তোমার ইস্কুলের কথা ভাবিতেছি।"

ঠিক সেই সময়েই আচার্য্যদেব মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্ত আহূত হইয়া উঠিয়া গেলেন, এবং তিনি ফিরিয়া আসিলে পর তবে, তিনি যে সব কথা খুলিয়া জানিতে চাহিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে বলিবার সুযোগ মিলিয়াছিল।

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একটী অস্থায়ী কার্য্যপ্রণালী যে অনেক চিন্তার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে, উহার প্রারম্ভ যে সামান্ত

হইবে, এবং সমন্বয় ও উদারতার ভাব অতিক্রম করিয়া সমগ্র শিক্ষাদানচেষ্টাটীকে যে ধর্ম্মজীবনের এবং শ্রীরামকৃষ্ণপূজার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে,—এই সমস্ত কথা তিনি মনোযোগের সহিত শুনিলেন।

তিনি বলিলেন, "কারণ তুমি উর্জ্জিত উৎসাহ বজায় রাখিবার জন্যই সাম্প্রদায়িক ভাব আশ্রয় করিবে, নয় কি? সমস্ত সম্প্রদায়ের পারে চলিয়া যাইবার জন্য তুমি একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবে। হাঁ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

কতকগুলি বাধা স্পষ্টতঃ থাকিবেই থাকিবে। নানা কারণে, প্রস্তাবিত আয়তনে হয়ত অনুষ্ঠানটী প্রায় অসম্ভব শুনায়। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে শুধু এইটুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অনুষ্ঠানটী ঠিক ঠিক ভাবে সঙ্কল্প করা হয়, এবং কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দোষ হইলে, উপায় উপকরণাদি জুটিবেই জুটিবে।

সব শুনিয়া তিনি একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, "তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহা আমি করিতে পারি না। কারণ, আমি তোমাকে ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত—আমি যতটা অনুপ্রাণিত ঠিক ততটা অনুপ্রাণিত—বলিয়া মনে করি। অন্যান্য ধর্ম্মে এবং আমাদের ধর্ম্মে এইটুকুই প্রভেদ। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ ঐশী শক্তিতে অনুপ্রাণিত, আমারাও তাহাই করিয়া থাকি। কিন্তু আমিও ত তাহাই—তিনিও যতটা অনুপ্রাণিত আর তুমিও আমারই মত, আবার তোমার পরে তোমার বালিকারা ও তাহাদের শিষ্যাগণও তদ্রূপ হইবে। সুতরাং তুমি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা

ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, আমি তাহাই করিতে তোমাকে সাহায্য করিব।"

তৎপরে ধীরামাতা এবং জয়ার দিকে ফিরিয়া, যে শিষ্যাটী স্ত্রীগণের উন্নতি বিধানকল্পে দণ্ডায়মান হইবেন, তাঁহার উপরু তিনি পাশ্চাত্যদেশে গমনকালে যে কি মহান্ দায়িত্ব অর্পণ করিয়া যাইবেন তৎসম্বন্ধে, এবং উহা যে, পুরুষগণের জন্য যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তদপেক্ষা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ হইবে, এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। এবং আমাদের মধ্যে উক্ত সেবিকাটীর (worker) দিকে ফিরিয়া আরও বলিলেন, "হাঁ, তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু তোমার যে জলন্ত উৎসাহ দরকার তাহা তোমার নাই। তোমাকে 'দগ্ধেন্ধনমিবানলম্' হইতে হইবে। শিব! শিব!"—এই বলিয়া মহাদেবের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া তিনি আমাদিগের নিকট রাত্রির মত বিদায় লইলেন এবং আমরাও অনতিবিলম্বে শয়ন করিলাম।

২৫শে জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা তাঁবুগুলির মধ্যে একটীতে সকাল সকাল প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া অচ্ছাবল পর্য্যন্ত চলিলাম। আমাদের মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, কতকগুলি পুরাতন রত্ন হারাইয়া গিয়াছিল, সে গুলি পুনরায় পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের সবগুলিই উজ্জ্বল ও নূতন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বামিজী ঈষৎ হাস্য করিয়া এই গল্প বলা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "অমন ভাল স্বপ্নের কথা বলিতে নাই!"

অচ্ছাবলে আমরা জাহাঙ্গীরের আরও অনেক বাগান দেখিতে পাইলাম। তাঁহার প্রিয় বিশ্রামস্থান এইখানেই ছিল, না বেরনাগে?

আমরা বাগানগুলির চারি ধারে বেড়াইলাম এবং পাঠান খাঁর জেনানার সম্মুখে একটী স্থির জলাশয়ে স্নান করিলাম। পরে আমরা প্রথম বাগানটীতে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বের জলযোগ সম্পন্ন করিলাম, এবং বৈকালে অশ্বপৃষ্ঠে ইসলামাবাদে নামিয়া আসিলাম।

উক্ত জলযোগকালে যখন সকলে বসিয়াছিলাম তখন স্বামিজী তাঁহার কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে অমরনাথ গুহায় যাত্রা করিবার এবং তথায় মহাদেবের চরণে উৎসৃষ্ট হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। ধীরামাতা সহাস্যে অনুমতি দিলেন, এবং পরবর্ত্তী অর্দ্ধঘণ্টা উল্লাস ও আনন্দজ্ঞাপনে অতীত হইল। ইতিপূর্ব্বেই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, আমরা সকলেই পহলগাম পর্য্যন্ত যাইব এবং সেখানে স্বামিজীর তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। সুতরাং আমরা সেইদিন সন্ধ্যার সময় নৌকাগুলিতে পৌঁছিয়া, জিনিস পত্র গুছাইয়া লইলাম এবং পত্রাদি লিখিলাম। পরদিন বৈকালে রওয়ান যাত্রা করিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

অমরনাথ মন্দির।

সময় :—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই হইতে ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত।

স্থান :—কাশ্মীর।

২৯শে জুলাই।—এই সময় হইতে আমরা স্বামিজীকে খুব কমই দেখিতে পাইয়াছিলাম। তিনি তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে খুব উৎসাহান্বিত ছিলেন, বেশীর ভাগ একাহারী হইয়া থাকিতেন, এবং সাধুসঙ্গ ভিন্ন অন্য সঙ্গ বড় একটা চাহিতেন না। কোথাও তাঁবু খাটান হইলে, কখনও কখনও তিনি মালা হস্তে তথায় আসিতেন। আজ রাত্রিতে আমাদের মধ্যে দুইজন বওয়ানের চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বওয়ান জায়গাটী একটী পল্লীগ্রামের মেলার মত— সমস্তটীর উপর একটী ধর্ম্মভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুণ্ড-গুলি ঐ ধর্ম্মভাবের কেন্দ্রস্বরূপ। ইহার পর আমরা ধীরা মাতার সহিত তাঁবুর দ্বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু স্বামিজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

বৃহস্পতিবারে আমরা পহলগামে পৌঁছিলাম; উপত্যকাটীর নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনী পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদৌ ঢুকিতে দেওয়া হইবে কিনা তদ্বিষয়ে স্বামিজীকে গুরুতর আপত্তিসমূহ নিরাকরণ করিতে হইতেছে। নাগা সাধুগণ তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "স্বামিজী,

ইহা সত্য যে আপনার এই শক্তি আছে, কিন্তু আপনার ইহা প্রকাশ করা উচিত নহে!" বলিবামাত্র স্বামিজী চুপ করিয়া গেলেন। যাহা হউক, সেইদিন অপরাহ্ণে তিনি তাঁহার কন্যাকে ছাউনীর চারিধারে আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইবার জন্য ঘুরাইয়া আনিলেন,—প্রকৃতপক্ষে উহা ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে তাঁহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহাকে শক্তিমান্ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল বলিয়াই হউক, পরদিবস আমাদের তাঁবুটী ছাউনীর পুরোভাগে একটী মনোহর পাহাড়ের উপর সরাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে খরস্রোতা লিডার নদী আমাদের ঠিক সম্মুখে পড়িয়াছিল, সরলবৃক্ষাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা অদূরে বর্ত্তমান ছিল, আর খুব উচ্চে একটী রন্ধ্রের অপর পারে একটী তুষারবর্ত্ম স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই গোপগণের গ্রামে আমরা একাদশী করিবার জন্য পুরা এক-দিবস অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে যাত্রিগণ রওয়ানা হইল।

৩০শে জুলাই।—প্রাতে ছয়টার সময় আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া যাত্রা করিলাম। কখন্ ছাউনীটী উঠিতে আরম্ভ করিয়া-ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিলাম না। কারণ আমরা যখন খুব প্রত্যূষে জলযোগ করি তখনই অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী বা তাঁবু অবশিষ্ট ছিল। কল্য যে স্থানে সহস্র লোক এবং তাহাদের পটনিবাস বিদ্যমান ছিল সেখানে গতপ্রাণ অগ্নিসমূহের ভস্মরাশি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

পরবর্ত্তী বিশ্রামস্থান চন্দনবাড়া যাইবার রাস্তাটী কি সুন্দর!

চন্দনবাড়ায় আমরা একটী গভীর গিরিবর্ত্মের কিনারায় ছাউনী ফেলিলাম। সমস্ত বৈকালবেলা ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, এবং স্বামিজী মাত্র পাঁচ মিনিটের কথাবার্ত্তার জন্য আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমি ভৃত্যগণের এবং অন্যান্য যাত্রিগণের নিকট হইতে অনেক ছোট খাট বিষয়ে যে অশেষ সদয় ব্যবহার পাইয়াছিলাম, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। দুই পশলা বৃষ্টির মধ্যের অবকাশটীতে আমি গাছপালা সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইলাম এবং সাত আট রকমের Myesotis দেখিতে পাইলাম; তাহাদের মধ্যে দুইটী আমার নিকট নূতন। তৎপরে আমি আমার ফার্ গাছটীর ছায়ায় ফিরিয়া যাইলাম, উহা হইতে তখনও বারিকণা টপ টপ করিয়া পড়িতেছে।

দ্বিতীয় চটীর রাস্তাটী অন্য সব চটীর রাস্তা অপেক্ষা কঠিন ছিল। মনে হইতেছিল বুঝি উহা অফুরন্ত। চন্দনবাড়ার সন্নিকটে স্বামিজী জেদ করিলেন যে, "ইহাই আমার প্রথম তুষারবর্ত্ম বলিয়া আমাকে উহা খালিপায়ে অতিক্রম করিতে হইবে"। জ্ঞাতব্য প্রত্যেক খুঁটিনাটীটীর উল্লেখ করিতে তিনি ভুলিলেন না। ইহার পরেই এক বহুসহস্রফিটব্যাপী বিকট চড়াই আমাদের ভাগ্যে পড়িল। তারপর এক সরু পথ, পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; সেই দীর্ঘ পথ ধরিয়া চলিলাম; এবং সর্ব্বশেষে আর একটী খাড়া চড়াই। প্রথম পর্ব্বতটীর উপরিভাগের জমিটাকে একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাস (Edelweiss) ঠিক যেন গালিচা দিয়া মুড়িয়া রাখিয়াছে। তৎপরে রাস্তাটী শিশরনাগ হইতে পাঁচশত ফিট উচ্চ দিয়া

চলিয়াছে। শিশরনাগের জল গতিহীন। অবশেষে আমরা তুষার-মণ্ডিত শিখরগুলির মধ্যে, ১৮০০০ ফিট উচ্চে, এক ঠাণ্ডা স্যাঁত-সেঁতে জায়গায় ছাউনী ফেলিলাম। ফার্ গাছগুলি বহু নিম্নে ছিল, সুতরাং সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাবেলা কুলিরা চারিদিক হইতে জুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্থানীয় তহসীল-দারের, স্বামিজীর এবং আমার তাঁবুগুলি খুব কাছাকাছি ছিল, এবং সন্ধ্যাবেলায় সম্মুখভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্জ্বালিত হইল। কিন্তু উহা ভাল জ্বলিল না, আবার তুষারবর্ত্মটাও বহু ফিট নিম্নে বিদ্যমান ছিল। আমাদের ছাউনী পড়িবার পর আমি আর স্বামিজীকে দেখি নাই।

পাঁচটী তটিনীর সম্মিলনস্থল পঞ্চঝরণী যাইবার রাস্তা এতটা দীর্ঘ ছিল না। অধিকন্তু ইহা শিশরনাগ অপেক্ষা নীচু ছিল, এবং এখানকার ঠাণ্ডাও বেশ শুষ্ক ও প্রীতিপ্রদ ছিল। ছাউনীর সম্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ, উহার মধ্যে দিয়া পাঁচটী তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই, একটীর পর অপরটীতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রীগণের স্নান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর এড়াইয়া স্বামিজী কিন্তু এবিষয়ক আইনটী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন।

আহা, কি সুন্দর সুন্দর ফুল! পূর্ব্ব রজনীতে, (না অন্ধকার রাত্রে?) বড় বড় নীল ও সাদা anemone ফুল আমার তাঁবুতে বিছানার নীচে জন্মিয়াছে! এবং এখানে অপরাহ্নে নিকট হইতে তুষারবর্ত্ম দেখিবার জন্য বেড়াইতে বেড়াইতে দূরে চলিয়া গিয়া আমি Gentian, Sedum, Saxifrage এবং ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ

সলোম পত্রবিশিষ্ট এক নূতন রকমের ফর্‌গেট-মি-নট ফুল দেখিলাম, ঘন-সন্নিবিষ্ট পাতাগুলি রাশীকৃত মখমলের মত দেখাইতেছিল। এমন কি জুনিপারও এস্থানে অতি বিরল ছিল।

এই সকল উচ্চ অংশে আমরা প্রায়ই দেখিতাম যে, আমরা তুষার-শৃঙ্গরাজির মহান্ পরিধিসমূহের মধ্যে রহিয়াছি,—এই নির্ব্বাক বিপুলায়তন পর্ব্বতগুলিই হিন্দুমনে ভস্মানুলিপ্ত ভগবান্ শঙ্করের ভাব উদ্রেক করিয়া দিয়াছে।

২রা আগষ্ট।—২রা আগষ্ট মঙ্গলবারে, অমরনাথের সেই মহোৎসব দিনে, প্রথম যাত্রীদল নিশ্চয়ই রাত্রি দুইটার সময় ছাউনী হইতে যাত্রা করিয়া থাকিবে! আমরা রাকাশশীর আলোকে যাত্রা করিলাম। সঙ্কীর্ণ উপত্যকাটীতে পৌঁছিলে সূর্য্যোদয় হইল। রাস্তার এই অংশটীতে গতায়াত যে খুব নিরাপদ ছিল তা নয়। কিন্তু যখন আমরা ডাণ্ডি ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম, তখনই প্রকৃত বিপদের সূত্রপাত হইল। অজাযূথের গতিবিধি-পথের মত একটী 'পগ্‌ডাণ্ডী' প্রায় খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া উঠিয়া অপর পার্শ্বে—উতারের অংশে—শষ্পাচ্ছাদিত জমির উপর একটী ক্ষুদ্র সোপানপরম্পরায় পরিণত হইয়াছিল। প্রত্যেক দু চার পা অন্তর কমনীয় কলাম্বাইন, মাইকেলমাস ডেজি, এবং বন্ত গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছিল এবং ভয় হইতেছিল পাছে লোকে উহাদিগকে সংগ্রহ করিবার লোভে হাত পা ভাঙ্গে বা প্রাণ খোয়াইয়া বসে! পরে, কোনমতে ওপারের উতারটীর তলদেশে পৌঁছিয়া আমাদিগকে অমরনাথের গুহা পর্য্যন্ত ক্রোশের পর ক্রোশ তুষারবর্ত্মের উপর দিয়া বহুকষ্টে যাইতে হইয়াছিল। আমাদের গন্তব্যস্থানের মাইল

খানেক আগে বরফ শেষ হইল, এবং উহা হইতে যে জলধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হইয়াছিল। এমন কি, যখন আমরা প্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছি বলিয়াই বোধ হইতেছিল, তখনও পর্য্যন্ত আমাদের পাথরের উপর দিয়া আরও একটী বেশ কঠিন চড়াই করিতে বাকি ছিল।

স্বামিজী ক্লান্ত হইয়া ইতিমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আমি, তিনি যে পীড়িত হইতে পারেন তাহা মনে থাকায়, কঙ্করস্তূপ-গুলির অধোভাগে তাঁহার আগমন প্রতিক্ষায় বসিয়া রহিলাম। অনেক বিলম্বে তিনি আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং "স্নান করিতে যাইতেছি", মাত্র এই কথা বলিয়া আমাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সস্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্দ্ধবৃত্তটীর এক প্রান্তে, পরে অপর প্রান্তটীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন! স্থানটি বিশাল ছিল, এত বড় যে, তথায় একটী গির্জ্জা ধরিতে পারে, এবং সুবৃহৎ তুষারময় শিবলিঙ্গটী প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহ্বরে অবস্থিত থাকায় যেন নিজ সিংহাসনেই অধিরূঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর তিনি গুহা ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার চক্ষে, যেন স্বর্গের দ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে! তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছেন। তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, পাছে তিনি 'মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন' এইজন্য নিজেকে কসিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্তার পরে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে

উহা চিরদিনের মত বর্দ্ধিতায়তন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার গুরুদেবের সেই কথাগুলি কি অদ্ভুতভাবে পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল,—"ও যখন নিজেকে জান্‌তে পার্‌বে তখন আর এ শরীর রাখ্‌বে না।"

আধঘণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সেই সদয়হৃদয় নাগা সন্ন্যাসী এবং আমার সহিত জলযোগ করিতে করিতে স্বামিজী বলিলেন, "আমি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আমার মনে হইতেছিল যে তুষারলিঙ্গটী সাক্ষাৎ শিব। আর তথায় কোন বিত্তাপহারী ব্রাহ্মণ ছিল না, কোন ব্যবসা ছিল না, কোন কিছু খারাপ ছিল না। সেখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পূজার ভাবই ছিল। আর কোন তীর্থক্ষেত্রেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই!"

পরে তিনি প্রায়ই আমাদিগকে তাঁহার সেই চিত্তবিহ্বলকারী দর্শনের কথা বলিতেন; উহা যেন তাঁহাকে একেবারে স্বীয় ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি শ্বেত তুষারলিঙ্গটীর কবিত্বের বর্ণনা করিতেন, এবং তিনিই ইঙ্গিত করিলেন একদল মেষপালকই উক্ত স্থানটী প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা কোন এক নিদাঘ দিবসে নিজ নিজ মেষযূথের সন্ধানে বহুদূর গিয়া পড়িয়াছিল ও এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিল যে, তাহারা অদ্রব-তুষাররূপী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি সর্ব্বদা ইহাও বলিতেন, "সেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন।" আর আমাকে তিনি বলিলেন, "তুমি এক্ষণে বুঝিতেছ না। কিন্তু তোমার তীর্থযাত্রাটী সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ইহার ফলকে ফলিতেই হইবে। কারণ থাকিলেই কার্য্য হইবে নিশ্চিত। তুমি পরে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। ফল অবশ্যম্ভাবী।"

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা যে রাস্তা দিয়া পহলগামে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলাম উহা কি সুন্দর রাস্তা! সেই রজনীতে তাঁবুতে ফিরিয়া আমরা তাঁবু উঠাইলাম এবং অনেক পরে পুরা এক চটীভর রাস্তা চলিয়া একটী তুষারময় গিরিসঙ্কটে রাত্রির জন্য ছাউনী ফেলিলাম। এইখানে আমরা একজন কুলীকে কয়েক আনা পয়সা দিয়া একখানি চিঠি লইয়া আগে পাঠাইয়া দিয়া-ছিলাম, কিন্তু পরদিন মধ্যাহ্নে পৌছিয়া দেখিলাম যে ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্ত প্রাতঃকাল ধরিয়া যাত্রিগণ দলে দলে আমাদের তাঁবুর নিকট হইয়া যাইবার সময় নিতান্ত বন্ধুভাবে, অপর সকলকে আমাদের সংবাদ দিবার জন্য, এবং আমরা যে খুব শীঘ্রই আসিতেছি এই কথা জানাইবার জন্য, আমাদের তত্ত্ব লইয়া যাইতেছিল। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই আমরা গাত্রোত্থান করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। সম্মুখে সূর্য্য উদিত হইতেছেন এবং পশ্চাতে চন্দ্র অস্ত যাইতেছেন, এমন সময়ে আমরা কাল-হ্রদকে (Lake of Death) নীচে ফেলিয়া যাইতে লাগিলাম। এই সেই হ্রদ যাহাতে এক বৎসর প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী তাহাদেরই স্তোত্রপাঠে স্বস্থানচ্যুত একটী তুষারপ্রবাহ (ava-lanche) কর্ত্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত হয়! একটী ক্ষুদ্র পগ্‌ডাণ্ডী খাড়া পাহাড়ের গা দিয়া নীচে নামিয়াছে। অতঃপর আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম এবং ঐ পথে চলিয়া দূরত্বের যথেষ্ট লাঘব করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ইহা একপ্রকার হামাগুড়ি দিয়া যাওয়ারই কাছাকাছি ছিল, এবং সকলকেই উহা পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। উহার তলদেশে গ্রামবাসিগণ প্রাতে জলযোগের

মতন একটা কিছু প্রস্তুত রাখিয়াছিল। স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল, চাঁপাটি সেঁকা হইতেছিল, এবং চাও প্রস্তুত ছিল, শুধু ঢালিলেই হইল। এখন হইতে যেখানে যেখানে রাস্তা পৃথক্ হইয়া গিয়াছে সেইখানেই যাত্রিগণ দলে দলে মুখ্য দল হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে লাগিল, এবং এই সারা পথ ধরিয়া আমাদের মধ্যে যে একটা একত্বের ভাব জন্মিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর হইতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় পহলগামের উপরিভাগে আমরা এক গোল পাহাড়ের উপর সরল কাঠের এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া এবং সতরঞ্চি বিছাইয়া গল্প করিতে লাগিলাম। আমাদের বন্ধু সেই নাগা সন্ন্যাসীটী আমাদের সহিত যোগ দিলেন, এবং যথেষ্ট কৌতুক পরিহাসাদি চলিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের ক্ষুদ্র দলটী ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। আর আমরা বসিয়া— উপরে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন, তুষারশৃঙ্গগুলি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, নদী খরবেগে প্রবাহিনী, এবং চারিদিকে অসংখ্য পার্ব্বত্য সরল বৃক্ষ, এই সব দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

৮ই আগষ্ট।—পরদিন আমরা ইসলামাবাদ যাত্রা করিলাম, এবং সোমবার প্রভাতে প্রাতঃকালীন জলযোগে বসিয়াছি, এমন সময়ে মাঝিরা গুণ টানিয়া নৌকাগুলি নিরাপদে শ্রীনগরে আনিয়া লাগাইয়া দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাবর্ত্তনপথে শ্রীনগরে।

ব্যক্তিগণ :—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, একদল ইউরোপীয় নরনারী,—ধীরামাতা, 'জয়া,' এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান :—কাশ্মীর—শ্রীনগর।

সময়:—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই হইতে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত।

৯ই আগষ্ট।—এই সময়ে আচার্য্যদেব ক্রমাগত আমাদের নিকট বিদায় লইবার কথা বলিতেছিলেন। সুতরাং যখন আমি খাতায় "রমতা সাধু বহতা পানি ইস্মে ন কোই মৈল লখানি," এই বাক্যটী লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, আমি স্পষ্ট জানি ইহার অর্থ কি। "যখনই আমায় কষ্ট সহ্য করিতে এবং ভিক্ষোপজীবী হইতে হয় তখনই আমি কত বেশী ভাল থাকি," এই সাগ্রহ কাতরোক্তি, স্বাধীনতা এবং সাধারণ লোকদের সঙ্গে মেলামেশার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, পদব্রজে স্বীয় স্বীয় দীর্ঘ দেশভ্রমণের চিত্রাঙ্কণ, এবং ঘরে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনরায় আমাদিগের সহিত বারামুল্লায় সাক্ষাৎ,—এই সবই উহার অর্থ।

যে নৌকায় মাঝিরা স্বামিজীর পরিবারস্বরূপ হইয়াছিল এবং যাহাদিগকে তিনি দুইটী ঋতু ধরিয়া সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহারা আমাদিগের নিকট বিদায় হইল। পরে তিনি তাঁহার সহিত উহাদের সম্বন্ধরূপ সমগ্র ব্যাপারটীকে ভালবাসা এবং ধৈর্য্যেরও যে বাড়াবাড়ী হইতে পারে তাহারই প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতেন।

১০ই আগষ্ট।—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমরা সকলে একজনের সহিত দেখা করিবার জন্য বাহির হইলাম। ফিরিবার সময় তিনি তাঁহার নিবেদিতা নামক শিষ্যাকে তাঁহার সহিত ক্ষেতগুলির উপর দিয়া বেড়াইয়া আসিবার জন্য ডাকিলেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা সমস্তই স্ত্রীশিক্ষা-কার্য্য ও এতদ্সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় কি, এই বিষয়ক ছিল। স্বদেশ এবং উহার ধর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যে সমন্বয়মূলক, তাঁহার নিজের বিশেষত্ব যে শুধু এইটুকু যে তিনি চাহেন, হিন্দুধর্ম্ম নিষ্ক্রিয় না থাকিয়া সক্রিয় হউক এবং উহার পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিবার সামর্থ্য থাকুক, আর কেবলমাত্র ছুৎমার্গকেই যে তিনি উঠাইয়া দিতে চান, এই সব সম্বন্ধে তিনি বলিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি গভীর ভাবের সহিত, যাঁহারা খুব প্রাচীনপন্থী (Orthodox) তাহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে বলিলেন। তিনি বলিলেন, ভারতের অভাব কার্য্যকুশলতা (Practicality)। কিন্তু সে তজ্জন্য যেন কদাপি পুরাতন চিন্তাশীল জীবনের উপর তাহার অধিকার ছাড়িয়া না দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং আকাশের ন্যায় উদার হওয়াই" আদর্শ। কিন্তু প্রাচীনপন্থীত্বের আবরণে রক্ষিত হৃদয়ে এই যে গভীর অন্তর্জ্জীবনের বিকাশ ইহা কোনও মুখ্য সম্পর্কের ফল নহে, গৌণ সম্পর্কের ফল মাত্র। আর যদি আমরা নিজে নিজেকে ঠিক করি, তাহা হইলে জগৎও ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ, আমরা সকলেই এক নহি কি?" শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভিতরের অন্তস্তম তত্ত্বগুলির পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ

খবর রাখিতেন; তথাপি বাহ্য দশায় তিনি পুরাদস্তুর কর্ম্মতৎপর এবং কর্ম্মপটু ছিলেন।"

তৎপরে তিনি, তাঁহার গুরুদেবের পূজারূপ সেই জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে বলিলেন, "আমার নিজের জীবন সেই মহাপুরুষের চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দ্বারা চালিত, কিন্তু এটা অপরের পক্ষে কতদূর খাটিবে তাহা তাহারা নিজে নিজেই ঠিক করিয়া লইবে। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বসকল শুধু যে একজন লোকের মধ্যে দিয়াই জগতে প্রসারিত হয়, এমন নহে।"

১১ই আগষ্ট।—এই দিন করকোষ্ঠী দেখার জন্য আমাদের মধ্যে একজনকে স্বামিজীর নিকট ভৎসনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, এ জিনিসটাকে সকলেই চায়, তথাপি সমগ্র ভারত ইহাকে হেয় জ্ঞান এবং ঘৃণা করে। একটু বিশেষ পক্ষসমর্থনের উত্তরে তিনি বলিলেন, "হাঁ, চেহারা দেখিয়া চরিত্র বলিয়া দেওয়াও আমি সমর্থন করি না। বলিতে কি, তোমাদের অবতার এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ যদি সিদ্ধাইগুলা না দেখাইতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আরও বেশী সত্যসন্ধ বলিয়া মনে করিতাম। বুদ্ধ এই কার্য্যের জন্য একটা ভিক্ষুর আলখেল্লা কাড়িয়া লইয়াছিলেন।" আরও পরে, যে বিষয়টা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই বিষয়ের প্রসঙ্গে তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া বলিলেন যে ইহার এতটুকু প্রকাশ হইবামাত্র ভীষণ প্রতিক্রিয়া আসিবেই আসিবে।

১২ই ও ১৩ই আগষ্ট।—স্বামিজী আজকাল একজন ব্রাহ্মণ পাচক রাখিয়াছেন। একজন মুসলমান পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাঁধিয়া

দিতে পারে, তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অমরনাথযাত্রী সাধুগণের তর্কগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ছিল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "অন্ততঃ শিখদের দেশে এটা করিবেন না, স্বামিজী," এবং তিনিও অবশেষে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু উপস্থিত তিনি তাঁহার মুসলমান মাঝির শিশু কন্যাটীকে উমারূপে পূজা করিতেছিলেন। ভালবাসা বলিতে সে শুধু সেবা করা বুঝিত, এবং স্বামিজীর কাশ্মীর ত্যাগের দিনে, সেই ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার জন্য একথাল আপেল সানন্দে নিজে সমস্ত পথ হাঁটিয়া টঙ্গায় তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিল। স্বামিজীকে তৎকালে সম্পূর্ণ উদাসীন বোধ হইলেও তিনি বালিকাকে কখনও ভুলিয়া যান নাই। কাশ্মীরে থাকিতে থাকিতেই তিনি একদিনকার কথা প্রায়ই সানন্দে স্মরণ করিতেন। বালিকা সে দিন নৌকার গুণ টানিবার রাস্তায় একটী নীলবর্ণের ফুল দেখিতে পায়, এবং সামনে বসিয়া উহাকে একবার এধারে, একবার ওধারে আঘাত করিতে করিতে "কুড়ি মিনিট কাল সেই ফুলটীর সহিত একাকী বসিয়া থাকে।"

নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল, তাহার উপর তিনটী চেন্নার গাছ জন্মিয়াছিল। ইহাদের কথা ভাবিলেই আমরা এই সময়ে এক বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতাম। কারণ কাশ্মীরের মহারাজ উহা স্বামিজীকে দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন এবং আমাদের যে ভাবী কার্য্যে "দেশের লোকের দ্বারা, দেশের লোকের জন্য, এবং সেবক ও সেব্য উভয়েরই প্রীতিকর" এই মহান্ ভাব স্থূলরূপ পরিগ্রহ করিবে, উক্ত স্থানটীকে তাহারই এক কর্ম্ম কেন্দ্র বলিয়া আমরা সকলে এক মানসচিত্র অঙ্কিত করিলাম।

স্ত্রীগণই গৃহনির্ম্মাণস্থানের মাঙ্গলিক কার্য্য বিধান করিবেন, ভারতে প্রচলিত এই ধারণা শ্রুত থাকায় একজন বলিয়া উঠিলেন, আমরা উক্ত স্থানে গিয়া কিছুক্ষণের জন্য ছাউনী ফেলিয়া উহাকে দখল করিয়া লইলে কিরূপ হয়? এতদ্ভিন্ন আমাদের মধ্যে একজন নিজের জন্য এই সময়ে বিশেষ শান্তি আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং স্থির হইল যে মহারাজের স্বামিজীকে অর্পণোদ্দেশ্যে জমিটীর প্রয়োজন হইবার পূর্ব্বেই আমরা তথায় স্ত্রীমঠ গোছের একটা কিছু স্থাপন করিব। উক্ত স্থান ইউরোপীয়গণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত ছাউনী ফেলিবার ছোট খাট স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বলিয়া ইহা সম্ভবপর হইয়াছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চেন্নারতলে ছাউনী।

ব্যক্তিগণ :—শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ, এবং একদল ইউরোপীয় নরনারী,—ধীরামাতা, জয়া' এবং নিবেদিতা তাঁহাদের অন্যতম।

স্থান :—কাশ্মীর—শ্রীনগর।

সময় :—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর।

১৪ই আগষ্ট—৩রা সেপ্টেম্বর।—রবিবার প্রাতঃকাল; পরবর্ত্তী অপরাহ্নে স্বামিজী আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আমাদের সহিত চা পান করিতে আসিতে [illegible] একজন ইউরোপীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করা ইহার উদ্দেশ্য। [illegible] বেদান্তের একজন অনুরাগী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এ বিষয়ে স্বামিজীর কিন্তু কোন কিছু উৎসাহ দেখা গেল না, এবং মনে হয়, এতদ্দ্বারা তাঁহার অতি-আগ্রহান্বিত শিষ্যগণকে এবম্বিধ সকল চেষ্টার সম্পূর্ণ নিষ্ফলতা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ দেওয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার স্বীকৃত হওয়ার আসল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি উক্ত প্রশ্নকর্ত্তাকে বুঝাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ক্লেশ-স্বীকার একেবারেই নিষ্ফল হইয়াছিল। অন্যান্য কথার সঙ্গে, আমার মনে আছে, তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন, "আমি ত চাই যে নিয়মভঙ্গ করা সম্ভবপর হউক, কিন্তু তা হয় কই? যদি সত্য সত্যই আমরা কোন নিয়মভঙ্গ করিতে সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে ত আমরা মুক্তস্বভাব হইতাম যাহাকে আপনি নিয়ম-ভঙ্গ

বলেন, উহা ত অন্য এক প্রকারে নিয়মপালন মাত্র।" তৎপরে তিনি তুরীয় অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যাঁহাকে তিনি কথাগুলি বলিলেন, তাঁহার শুনিবার কাণ ছিল না।

১৩ই সেপ্টেম্বর—মঙ্গলবারের দিন তিনি আর একবার মধ্যাহ্ন-ভোজনে আমাদের ক্ষুদ্র ছাউনীটীতে আসিলেন। অপরাহ্নে এরূপ জোরে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল যে, তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া ঘটিল না। নিকটে একখানি টড্‌কৃত রাজস্থান পড়িয়া ছিল, তাহাই উঠাইয়া লইয়া কথায় কথায় মীরাবাইয়ের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "বাঙ্গলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের দুই তৃতীয়াংশ এই বইখানি হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাহার সকল অংশই উত্তম এমন টডের মধ্যেও, যিনি রাজ্ঞী হইয়াও রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমিকগণের সঙ্গে ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে চাহিয়া-ছিলেন, সেই মীরাবাইয়ের গল্পটী তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। তিনি যে দৈন্য, প্রার্থনাপরতা, এবং সর্ব্বজীবসেবা প্রচার করিয়া-ছিলেন এবং উহা যে শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত 'নামে রুচি, জীবে দয়া'র তুলনাযোগ্য তাহাও উল্লেখ করিলেন। মীরাবাই স্বামিজীর অন্যতম মুখ্য পৃষ্ঠপোষিকা। বিখ্যাত দস্যুদ্বয়ের হঠাৎ স্বভাব পরিবর্ত্তন, এবং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের দুই ভাগ হইয়া তাঁহাকে গ্রাস করা এবং তাহাতেই তাঁহার দেহাবসান প্রভৃতি যে সকল গল্পের কথা লোকে অন্যান্য সূত্রে অবগত আছে সে গুলিকে তিনি মীরাবাইয়ের গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। একবার তিনি মীরাবাইয়ের একটী গীত আবৃত্তি এবং অনুবাদ করিয়া একজন স্ত্রীলোককে শুনাইতেছেন, শুনিয়াছিলাম। আহা, যদি ইহার সবটা মনে রাখিতে পারিতাম!

তাঁহার অনুবাদের প্রথম কথাগুলি এই, "ভাই লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক!" এবং তাহার শেষ এই ছিল,—"সেই অন্ধা বন্ধা নামক দস্যু ভ্রাতৃদ্বয়, সেই নিষ্ঠুর কসাই সুজন, এবং যে খেলার ছলে তাহার টিয়াপাখীকে কৃষ্ণনাম জপ করিতে শিখাইয়াছিল সেই গণিকা, ইহারা যদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবে সকলেরই আশা আছে।"* আবার, আমি তাঁহাকে মীরাবাইয়ের সেই অদ্ভুত গল্পটী বলিতে শুনিয়াছি। মীরাবাই বৃন্দাবন পৌছিয়া জনৈক বিখ্যাত সাধুকে † নিমন্ত্রণ করেন। বৃন্দাবনে পুরুষের সহিত স্ত্রীগণের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এই বলিয়া সাধু যাইতে অস্বীকার করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটিল, তখন মীরাবাই, "বৃন্দাবনে কেহ পুরুষ আছে তাহা আমি জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজ করিতেছেন," এই বলিয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন। এবং যখন বিস্মিত সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তিনি, "নির্ব্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে

---

* সমগ্র মূল গীতটী এই—

হরিসে লাগি রহোরে ভাই
তেরা বনত বনত বনি যাই।
অন্ধা তারে বন্ধা তারে তারে সুজন কসাই।
সুগা পড়ায়কে গণিকা তারে তারে মীরাবাই।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা বনিয়া বৈল চরাই।
এক বাতকা টাণ্ডা পড়ে তো খোঁজ খবর ন পাই।
ঐসী ভক্তি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাঈ।
সেবা বন্দি ঔর অধীনতা সহজে মিলি রঘুরাই।

† শ্রীচৈতন্যের প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী-শিষ্য সনাতন। তিনি বাঙ্গালার নবাবে উজীরি পদ পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছিলেন।

পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর ?” এই বলিয়া স্বীয় অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয়া তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অমনি তিনিও তাঁহাকে মাতা যেরূপে সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করেন, সেইরূপে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অদ্য স্বামিজী আকবরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, এবং উক্ত বাদসাহের সভাকবি তানসেনের রচিত তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ-বিষয়ক একটী গীত আমাদের নিকট গাহিলেন।

তৎপরে স্বামিজী নানা কথা কহিতে কহিতে “আমাদের জাতীয় বীর” প্রতাপসিংহের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে কখনও বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারে নাই। হাঁ, একবার মুহূর্ত্তের জন্য তিনি পরাভব স্বীকার করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন বটে। একদিন চিতোর হইতে পলায়নের পর মহারাণী স্বয়ং রাত্রের সামান্য খাবার প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুধিত মার্জ্জার ছেলেদের জন্য যে রুটীখানি নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহারই উপর ঝাপট মারিয়া সেখানি লইয়া গেল। মিবাররাজ স্বীয় শিশুসন্তানগুলকে খাদ্যের জন্য কাঁদিতে দেখিলেন। তখন বাস্তবিকই তাঁহার বীর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। অদূরে স্বাচ্ছন্দ্য এবং শান্তির চিত্র দেখিয়া তিনি প্রলুব্ধ হইলেন, এবং মুহূর্ত্তের জন্য তিনি এই অসমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া আকবরের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কেবল এক মুহূর্ত্তেরই জন্য। সনাতন-বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর তাঁহার নিজ জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উক্ত চিত্র প্রতাপের মানসপট হইতে অন্তর্হিত হইতে না হইতেই

এক রাজপুত নরপতির নিকট হইতে দূত আসিয়া তাঁহাকে সেই প্রসিদ্ধ কাগজপত্রগুলি দিল। তাহাতে লেখা ছিল, "বিধর্মীর সংস্পর্শে যাঁহার শোণিত কলুষিত হয় নাই এরূপ লোক আমাদের মধ্যে মাত্র একজন আছেন। তাঁহারও মস্তক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে, একথা যেন কেহ কখনও বলিতে না পারে।" পাঠ করিবামাত্র প্রতাপের হৃদয় সাহস এবং নবীভূত আত্মপ্রত্যয়ে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি বীরগর্ব্বে দেশ হইতে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া উদয়পুরে নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তারপর অনূঢ়া রাজনন্দিনী কৃষ্ণকুমারীর সেই অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। একাধিক নরপতি এক সঙ্গে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন। আর যখন তিনটী বৃহৎ বাহিনী পুরদ্বারে উপস্থিত হইল, তাঁহার পিতা কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাকে বিষ দিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণকুমারীর খুল্লতাতের উপর এই ভার অর্পিত হইল। বালিকা যখন নিদ্রিতা সেই সময় খুল্লতাত উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য ও কোমল বয়স দৃষ্টে এবং তাঁহার শিশুকালের মুখও মনে পড়ায়, তাঁহার যোদ্ধৃহৃদয় দমিয়া গেল এবং তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে অক্ষম হইলেন। কৃষ্ণকুমারী কোন আওয়াজ শুনিতে পাইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং নির্দ্ধারিত সঙ্কল্পের বিষয় অবগত লইয়া হাত বাড়াইয়া বাটীটী লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সেই বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। এইরূপ ভূরিভূরি গল্প আমরা শুনিতে লাগিলাম। কারণ, রাজপুত বীরগণের এবম্বিধ গল্প অসংখ্য।

২০শে সেপ্টেম্বর।—শনিবারে স্বামিজী এবং স্—নামক একজন,

দুই দিনের জন্য, আমেরিকা রাজদূত ও তাঁহার পত্নীর আতিথ্য স্বীকার করিতে ডাল হ্রদে গমন করিলেন। তাঁহারা সোমবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং মঙ্গলবারে স্বামিজী আমাদের নূতন মঠে (আমরা উহার ঐ আখ্যাই দিয়াছিলাম) আসিলেন এবং যাহাতে তিনি গাণ্ডেরবল যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কয়েক দিন আমাদের সহিত বাস করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নৌকাখানিকে আমাদের নৌকার খুব নিকটে লাগাইলেন।

[গাণ্ডেরবল হইতে স্বামিজী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আসিলেন, এবং বিশেষ কোন কারণবশতঃ তিনি যে কয়েক দিনের মধ্যেই বাঙ্গলা দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। স্বামিজীর ইউরোপীয় সঙ্গিগণ ইতিপূর্ব্বেই শীত পড়িতেই লাহোর, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের মুখ্য নগরগুলি দেখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অতএব সকলেই একত্র লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করা সাব্যস্ত করিলেন। এখানে স্বামিজী বাকি কয়জনকে উত্তর ভারতের স্থানাদি দর্শন করিবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে রাখিয়া সদলবলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।]